দাদাজী প্রোবাচ

(প্রথম উচ্ছ্বাস)

সংকলক ঃ—

শ্রীননীলাল সেন

ডাঃ শ্রীমতী পূরবী ভারতীয়
এবং
ডঃ শ্রীমতী কস্তুরী সেন
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

শ্রীদীপক দাস কর্ত্তৃক
অশ্বিনী প্রিন্টিং ওয়ার্কসে
৫/১২, বিবেকনগর, যাদবপুর,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৫
মুদ্রিত

শ্রীযুক্তা অমিতা রায়চৌধুরী (১৮৮/১০এ, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড,
কলিকাতা-৪৫) কর্ত্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ — ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৯২
প্রাপ্তিস্থান— ১৮৮/১০এ, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০৪৫

মূল্য ২২৲ টাকা

যে মহাপুরুষ বিগত ২০ বছর ধরে দাদাজীর বাণী অনন্ত বদনে সারা বিশ্বে প্রচার-নিরত, দাদাজীর অভিন্নাত্মা সেই পরম অবধূত নিত্যানন্দ শ্রীঅভি ভট্টাচার্যের কর-কমলে এই দীন প্রচেষ্টা সাদরে সমর্পিত হোল।

বিনীত সংকলক

অবতরণিকা

সে আজ ২০ বছর আগের কথা। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারীতে হঠাৎ মনে হোল, দাদার মনাতীত অমৃতবাণী লিপিবদ্ধ করে রাখা দরকার। শুরু হোল ডায়েরীর পর ডায়েরীর পাতা ভরিয়ে তোলা সেই বাণী-নির্যাসের সৌরভে। ১৯৮২ সনের এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত একটানা ছোট-বড়ো ৮টি ডায়েরীর পাতা জুড়ে সেই রোম্যান্টিক অভিযান আজও আমার অঙ্গে অঙ্গে বাঁশী বাজিয়ে চলেছে। সকালে-সন্ধ্যায় প্রায় প্রত্যহ দাদার যে বাণী শুনতাম, তা বাড়ীতে এসেই লিপিবদ্ধ করতাম হুবহু সেই ভাষায়। অবশ্য একথা বলতেই হবে, দাদা প্রতিদিন যা বলতেন, তার এক-দশমাংশ ও লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারতাম না। কিন্তু যে বাণী আমার মনে সাড়া জাগাতো তা যথা-যথই লিখতে পারতাম। আর যা হারিয়ে গেল,— কাহিনীচ্ছলে তত্ত্বব্যাখ্যা, রঙ্গরস, পরম সর্বজ্ঞ সহমর্মিতায় সমবেত সকলকে কুশল প্রশ্নাদি ও তাদের আর্ত্তিলাঘব করা ইত্যাদি — তা দিয়ে সদা প্রাণ-চঞ্চল, মৃত্তিকাস্তন্যপায়ী, সর্বানুভূ সেই বিশ্বমানবের চরিত্র-চিত্রণ সম্ভব হোত। কিন্তু সেই নিখাদ মানবিক দিক্‌টা হারিয়ে গেল। অথচ আমরা জানি, "নরতনু ভজনের মুল।" আর দাদার ভাষায় "কাণ্ডারীকে পেলে তো সোনায় সোহাগা।" আর লোকায়ত চেতনা থেকে স্বচ্ছন্দ মরাল-সঞ্চারে শব্দাতিগ বেগে ব্রজ ও ভূমায় উত্তরণ ও প্রত্যাবৃত্তির প্রাত্যহিক পৌন পুনিকতা! সেই শ্বেত রক্ত-নীল-পীত জ্যোতির্বিভাস তো অবর্ণনীয়!

দাদার গুরুবাদ সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা লোকাতত। কিন্তু, সংগত কারণেই সেই বিতর্কিত বিষয়গুলি সমূলে বাদ দিতে হোল। তার ফলে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটিও হারিয়ে গেল। ভালো হোল না মন্দ হোল. সে বিচার কে করবে? পাঠক-সমাজ? না। মহাকাল? তা ও নয়। সে বিচার একমাত্র সেই সর্বযজ্ঞেশ্বর করতে পারেন, যিনি পরম প্রেমভরে মহানামরূপে এবং প্রাণাতীত দাদারূপে আমার অন্তরে নিবিষ্ট হয়ে আমাকে দিয়ে এই বাণীবিতান প্রকাশিত করাচ্ছেন। কিন্তু, তিনি বিচার করেন না, ঘটান অথবা ঘটেন। কারণ, সব ঘটাটাই তিনি। তবু ও তিনি অঘটন। কারণ, শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, তিনি এ জগতে আসেনই নি, — কি অমিয়মাধবরূপে. কি দাদাজীরূপে। কাজেই আমি, তুমি বা মহাকালের প্রসঙ্গ তো এখানে আসেই না। সুতরাং, আত্মনিবেদনে পরম শূন্য সেই মহাসত্তায় নীরব আত্মসমর্পণে নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া নান্যঃ পন্থাঃ।

প্রথম ডায়েরীর অর্ধেকটা ছাপাতেই ৮ ফর্মা হয়ে গেল। জানি না, ৮টি ডায়েরীর বাণীপুঞ্জ কবে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হবে। তবে সে ভাবনা দাদার, অথবা মহাসত্তার অনন্ত ধারার. যা তরঙ্গিত হয়েও নিস্তরঙ্গ, উচ্ছলিত হয়েও কূটস্থ। সেখানে আমি কোথায়?

ওমিয়ং ব্রহ্ম তদ্বনম্।

সংকলক

১৭.১২.৯২

২৭এ, লেকইষ্ট ফোর্থ রোড,

সন্তোষপুর, কলিকাতা-৭৫

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ

'দাদাজী'

দাদাজী প্রোবাচ

(প্রথম উচ্ছ্বাস)

(20 2.72—দাদাজীর বাড়ী, রবিবার সকাল ১০,৩০ থেকে ১১,৩০) নেকক নিদত্ত রাম অর্থাৎ ৫০,০০০ বছর ব্যবধান ব্রজের কৃষ্ণ ও দ্বারকার কৃষ্ণের মধ্যে। তাই কি ·· ···? নেরিন্দার ... ...। জরাসন্ধ ছিলেন রাশিয়ায়। তাঁর সঙ্গী নামুদ্রাম ও সপরিহর। নামুদ্রাম অস্ত্রের দ্বারা অর্ধজগৎ আবৃত করতে পারতো। একজন ৪৮ঘণ্টা সূর্যকে আবৃত রেখেছিল। কুরুক্ষেত্রের দ্বযু কি কুরুক্ষেত্রে হয়েছিল? কুরুক্ষেত্রে কেবল কিছু কৌরবসৈন্য ছিল। যুদ্ধ হয়েছিল বিশ্বব্যাপী। অর্জুন যখন ইন্দোনেশিয়ায় যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন অভিমন্যু বধ হয়েছিল। তখন আড়াই মাইল লম্বা বিমান ছিল। Scientific development চূড়ান্তে পৌঁছেছিল। যুদ্ধের পরে লতাপাতা ও ছিল না। প্রায় ২০০ বছর পরে স্বাভাবিক জীবন আরম্ভ হয় ··· ··· ১৯৭২ যে প্রকাশ; ১৯৭৫ যে পূর্ণ অভিব্যক্তি; ১৯৮১ তে সত্যযুগ আরম্ভ। ব্রজের কৃষ্ণই গৌর, দ্বারকার নয়। কৃষ্ণের চেয়েও বড়ো। গৌরাঙ্গকে মেরে তাড়িয়েছিল বাঙ্‌লা থেকে। সন্ন্যাস মিথ্যা। ২।১ বার গোপনে এসেছিলেন। রূপ-সনাতন তাঁকে বন্দী রেখেছিলেন ২৩ দিন। তাঁর অন্তর্ধানের পরে রূপ-সনাতন অনুতপ্ত হয়ে সন্ন্যাস নেন। 'মহাপ্রভু' নামকরণ পরের ঘটনা। ··· ···সত্যনারায়ণ প্রাণের বস্তু; কৃষ্ণও তাই; তবে একটু অন্যধরণের। গৌরকৃষ্ণের পরতত্ত্ব সত্যনারায়ণ।

... ... সবাইকে এক মন্ত্র দেওয়া হয়না। অবশ্য সব হিন্দুদের এক মন্ত্র দেওয়া হয়। মুসলমান প্রভৃতিকে আরবী প্রভৃতি ভাষায় মন্ত্র দেওয়া হয়। (সত্যযুগ প্রবৃত্তি সম্বন্ধে স্বগতভাবে) ঃ— ৪৯৯৯ বছর। হ্যাঁ, ৮ বছর ৭ মাস (৯ মাস) পরে সত্যযুগারম্ভ। ৫০,০০০ বছরের ভিতরে এরকম গুণ্ডা জন্মায়নি।

24.2.72 (বৃহস্পতিবার রাত্রি) — মহাপ্রভুর জন্ম ঢাহা দক্ষিণে ; ভূমিষ্ঠ হন গঙ্গাগর্ভে নৌকায়। ডাকনাম ছিল 'খোকা'। মুরারিগুপ্ত প্রায় অদ্বৈতের বয়সী ছিলেন। মহাপ্রভু নিজে এলেও তোরা তাঁকে মানবিনা। রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গে ২।১ টা কথা বলেছিল ; তারপরেই ঠাণ্ডা। সার্বভৌম পরেও টালিবালি করেছে। রঘুনাথ দাস একটা চিত্র এঁকেছিল মহাপ্রভুর ; তার জন্য শাস্তি। মুরারিগুপ্ত অদ্বৈতের বয়সী ছিলেন। এই কলিযুগ ৫০০০ বছরের। তোদের মতে লক্ষ্মীর সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। ..... গৌরাঙ্গের কি আজানুলম্বিত ভুজ ছিল ?

3.3.72—(শুক্রবার সন্ধ্যা ; বীরেন সিমলাইর বাড়ী) ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে উপরে ব্রজধাম, যেখানে প্রেমও রতি জড়িয়ে আছে। তার নীচে ষট্‌চক্র ভেদ করে পৌঁছায়। কুলকুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগতি থাকলে অধোগতিও আছে। কাজেই শুদ্ধ স্পন্দনহীন স্বভাবাবস্থাই কুণ্ডলিনী। ব্রজের উপরে ধীরজ, তার পরে পরপর ময়ূর্যাম, ধির্ত্তরাম ভূমা। এই ভূমাই সত্যনারায়ণ। Without link শূন্যভাবে এক স্তর থেকে আরেক স্তরে যাওয়া হয়। ... ... কলাপাতা, ভুর্জ তাম্রপত্র।

4.3.72 – (ডঃ সরোজবোসের বাড়ী ; সন্ধ্যা) শ্বাসপ্রশ্বাসের স্থিতিস্থানই নামের স্থান এবং গোবিন্দের স্থান। কৃষ্ণতত্ত্বের ও উপরে সত্যনারায়ণ। উহা শূন্যভাবিতভাবাত্মা। সেখানে কিছুই নাই, অথচ সবই আছে। অনন্তই অনন্তময়। আমি, তুমি একাকার। সেখানে শুদ্ধাভক্তিও নাই ['ধীরসমীরে' ইত্যাদি গান করলেন।]

5.3.72 (G. S. Paul Singh) — জনৈক ব্যক্তিকে) আর বছর দুই পরে আমাকে মুক্তি দে। সত্যটাকে প্রকাশ কর্। সত্যযুগ আরম্ভ হলে আমার কাজ শেষ হবে। একজনে movement শুরু করে ; পরে আরও ২।১ জন এসে তা বাড়িয়ে তোলে। রাম ঠাকুর আর ইনি কি আলাদা ? অবতারীর শুধু চোখের বৈশিষ্ট্য থাকে ; আর সব বাহ্য।.... ...ওর মতো পণ্ডিত আগে ও এর কাছে আসেনি, পরেও আসবে না। .. ... রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের উপরে আর দেহ থাকে না, প্রেম থাকে না। তাই রাম ঠাকুর শান্ত ছিলেন। সত্যনারায়ণ লীলাতীত তত্ত্ব ; মহাপ্রভুও তাই ; কিন্তু সে ভাব ইচ্ছা করেই প্রকাশ করেন নি। নাম দেন গোবিন্দ ; মহান্ ইচ্ছাও তাঁর। সত্যনারায়ণে ইচ্ছাশক্তি ও নাই।

15.3.72—(শ্রীগোপীবোসের বাড়ী ; সন্ধ্যা) প্রাক্তন সম্বন্ধে আরও এক বছর পরে বলবো। গৌরাঙ্গের সময়ে ছিল ৩৷৷০ জন ; রামের সময়ে একজন। (সকালে Phone য়ে) ১৫।২০ বছর পরে এই দেহ নিয়েই অন্যত্র চলে যেতে পারে অন্য নামে। ২।১ জন জানতে পারবে। সত্যটাকে প্রকাশ করতে পারবিনা ? এই দেখ্ পদ্মগন্ধ ; এটা স্বয়ংশম্ভুর।

16.3 72—গৌরাঙ্গ বিধবা বিবাহে উৎসাহ দিতেন। মাধবী-দাসীর আবার বিবাহ হয়। রামানন্দের আত্মীয়া অম্বালিকারও। ডঃ সেন— অর্জুন নর-ঋষি ছিলেন। দাদা ঃ—অপূর্ব কথা বলেছো! অর্জুন নাস্তিক ছিল ; কিছুতেই যুদ্ধ করবে না। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে ইন্দোনেশিয়ায় নিয়ে গেলেন সকালে যুদ্ধ করতে। যুদ্ধ শেষ করে সন্ধ্যায় plane য়ে ধরিৎপুরে ফিরে এসে অভিমন্যুনিধন শুনলেন। ... ... চক্রসংঘ। তারপর তুমুল যুদ্ধ। এটা ভীষ্মবধের ও পূর্বে হয়েছিল। রাশিয়া সপ্তদ্বীপ। ১৯৬৭তে পুষ্কর যাবার পথে রামদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ। দাদা ঃ— তুমি যেওনা ; ডান পা খারাপ হবে। কথা শুন্‌লো না। পা খারাপ হোল ; যাওয়া হোল না।

19.3.72—(জনৈক গুরু সম্বন্ধ) শ্রীরামকে দেখে 'মা' 'মা' বলে চীৎকার করে উঠেছিল। শ্রীজগদ্বন্ধুকে দেখে 'এই তো সাক্ষাৎ ভগবান্' বলেছিল। একটি সহজ, সরল, পাগলা লোক ছিল সে। (জনৈক তান্ত্রিকের মদ ও মরার মাংস খাওয়া সম্বন্ধে)— ওকি তান্ত্রিক সাধনা? বোম্বেতে কৃষ্ণমূর্ত্তিকে যে whiskey দেওয়া হয়েছিল, তা' অন্য তন্ত্রের ব্যাপার। কৃষ্ণমূর্ত্তি তাঁর চারিদিকে নাম দেখতে পেলেন। কংস বধ হোল। কৃষ্ণ, ১১ বছরে নয়, ১৯ বছরে কংসকে বধ করতে এলেন। বললেন, আমাদের মধ্যে যুদ্ধ অন্য কেউ দেখবে না। ঘরের দরজা বন্ধ হোল। তখন কংস চারিদিকে কৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখতে লাগলো, দিন দুই পরে তার মৃত্যু হোল। Naked হতে হবে। সত্যটাকে প্রকাশ কর্।

26.3.72 (3, Bepin Pal Rd.)— ৫টি ফুল ফুটলেই হোল। চারজনের মধ্যে এর রংই সবচেয়ে ময়লা। কেশব কাশ্মীরী নয়, কেশব ভট্টাচার্য। সে মহাপ্রভুকে প্রথমে বালক ভেবে জুতো মেরেছিল। ··· প্রভাশক্তি, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রেমভক্তি,— এই ছয়টি শক্তি নিয়ে এ' এসেছে। 'জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন'। রামের সময়ে একজন ; এখন অনন্ত। কৈবল্য, ব্রজ, সত্যনারায়ণ। এক দিক্ থেকে কৈবল্যের পরে ব্রজ। কাঠ, পাথর কি ভগবান্ ? গৌরাঙ্গও একবার নারায়ণের মাথায় বসেছিলেন। আরও ২২ বছর বেঁচে থাকলে রূপসনাতনের সঙ্গে সম্পর্ক হোত। তোরা সবাই তো নারায়ণ।

28.3-72 (দুপুরে গোপী বোসের বাড়ী)—এ কিন্তু তোকে ব্রাহ্মণ বলে মনে করে। এ আশাবাদী নয়। কাজেই সুখ ও নাই, দুঃখ ও নাই।

30.3.72 (শ্রীঅনিমেষ দাশগুপ্তের বাড়ী, সন্ধ্যা) —বিপ্রদাসত্ব, ব্রাহ্মণত্ব, ভাবান্তর, শূন্য। ১৯৮১ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সত্যযুগের প্রতিষ্ঠা। প্রচার আর কে করবে ? যে করছে, সেই করবে। অন্যান্য কলির চেয়ে এ' কলি অনেক বেশি ভয়াবহ। মহাপ্রভু এলেন ; তাই কল্কির আর প্রয়োজন হোল না। ব্রজের গোবিন্দ, দ্বারকার কৃষ্ণ, মহাপ্রভু, রাম — সবাই একত্র এসেও হদিস পাচ্ছেন না। আসা ব্রজের জন্য ; সত্যনারায়ণের জন্য নয় ; কারণ, সে অবস্থা শূন্য। ··· এ' কিন্তু যে কোন মুহূর্ত্তে চলে যেতে পারে। ···

সত্যাশ্রিত হবার পরে আর জীবের ভয় কি ? ... তপস্যা তো কোন দিন করিনি। এবার তপস্যা করতে হবে এ'র জন্য। ··· সবাইকে কিন্তু এ'চুমো দিতে পারে না ; তদগত হওয়া চাই। দরকার তো শরণাগতি আর ধৈর্যের সঙ্গে প্রারব্ধ স্বীকার। এখন কোন অবতারের কর্ম নয় স্বয়ং অবতারীর দরকার। ··· স্বয়ং যিনি, তিনি কখনো অভিশাপ দিতে পারেন না। দিলেও তার কোন ফল হয় না। অভিশাপ নীচু স্তরের ব্যাপার। ··· এ'র তো কোন কালই নেই। ওঁরা (কবিরাজ মশাইরা) বলেন, সূর্য শব্দব্রহ্ম। সে কোন সূর্য ? মহাসবিতা।

31.3.72 (অনিমেষদা) — যিনি নামাশ্রিত, নাম প্রচার করেন, তিনিই অবতারশক্তি। প্রঃ - তাহলে তো জীব অবতার হবে ? দাদা ঃ হ্যাঁ, জীবইতো অবতার। তোরাতো সবাই পূর্ণকুম্ভ।

2.4.72 (রবিবার রবিদত্ত ও মিনুদির বাড়ী) —'কাতব কান্তা কস্তে পুত্রঃ'। তাতেই সব। মন হয় মঞ্জরী, বুদ্ধি চিন্ময় এবং প্রাণ আত্মা হয়েও থাকে না। সারা ভারতে ১৮ জন আসবে। ১১ জন এ পর্যন্ত এসেছে। নাম গ্রহণ এবং নাম দর্শন হলেই ব্রাহ্মণত্ব এবং মুক্তি। কিন্তু, প্রেম না হলে প্রারব্ধ ক্ষয় হয় না। নাম দর্শনই ব্রহ্ম দর্শন। ত্রিশূন্য অবস্থাই সমাহিতের লক্ষণ। 'প্রভাশূন্যং মনঃশূন্যং বুদ্ধিশূন্যং নিরাধারম্। ত্রিশূন্যং নিরাভাসঞ্চ সমাহিতস্য লক্ষণম্॥' 'স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ'। মনটা স্ত্রী, আর দেহাদি রাজকুল। এ গৃহী ও বটে, নয় ও বটে।

3.4.72 (দাদার বাড়ী সকালে) — মৃত্যুর পরে দেহ না থাকায় মন আবৃত হয়ে থাকে; শূন্যবৎ অবস্থা। শ্রাদ্ধ ছাড়া যদি না চলে, তবে মুষ্টিমেয় হিন্দু ছাড়া আর কারুর বুঝি গতি নাই? শরীরের মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসের স্থিতিস্থান যা শূন্য, সেখানেই শূন্য থেকে নামের উদ্ভব; সেখানেই বৃন্দাবন, গোবিন্দ। শরীরের সঙ্গে তার সম্পর্ক নাই; কারণ, তা মনের উর্ধ্বে। একাগ্র মনই বুদ্ধি। 'কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবনব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা। ভক্তিশ্রদ্ধাজ্ঞেয়ং নিজগুরুচরণং ধ্যানং তীর্থপ্রয়াগম্॥' 'শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পর-ধর্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥' 'কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসংসন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।' তখনি হয়, যখন মনের অতীত হয়, অথবা শূন্য অবস্থায় উপনীত হয় (রাত্রে ডঃ সেনকে ফোনে) — নিজেকে চুমো দিচ্ছি, চুমোকে চুমো দিচ্ছি। ··· সে কেমন করে হবে? মহান্ ইচ্ছায় তোকে অন্য কাজ করতে হবে।

4.4.72. (গোপী বোসের বাড়ী) 'হৃদ্দেশেৎর্জুন তিষ্ঠতি'। মন হয় মঞ্জরী, বুদ্ধি হয় স্বচ্ছ, অর্থাৎ চিন্ময়, প্রাণ হয় আনন্দ—এই তিনের মিলিতাবস্থাই 'অর্জুন'। কাশীতে কবিরাজ মশাইয়ের কাছে এ বসে। সেখানে বহু সাধু সন্ন্যাসীর ভিড়। জনৈক সাধু; আমার ভেতরে সর্বদা নামহচ্ছে। দাদা: এতো নীচুস্তরের কথা। সাধুঃ— লক্ষ জপ করার পরে আমি মন্ত্র দিই। দাদা - লক্ষ জপ করলে আর মন্ত্র নেবার দরকার কি? লক্ষ জপটা কি? অনন্ত জপ। আনন্দময়ী মা এখন রামনাম করতে বলেন, লিখতে বলেন। আরেক জন 'রামৈব

শরণম্' গান দিয়ে এখন সব কিছু শুরু করছেন। শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে সত্যনারায়ণকে দিয়ে লিখিয়ে দেবেন। ২২ বছর off ছিল, না হলে এর আগেই চলে যেত।

6.4.72 (অনিমেষদা —তিনিকে আমি কর। 'ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।' 'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ'। ৮ম বুদ্ধ যোগী ছিলেন, গৌতম বুদ্ধ নয়। শংকর যোগী ছিলেন। ঘরের দরজায় দেহটি রেখে যেতে হবে। জগাই-মাধাইকে দেখে গৌরাঙ্গ বললেন, 'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিয়চ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'। নমস্কার করে। কলিকালে মন্ত্রের আগে ওঁ প্রয়োগ নিষেধ আছে। ও সব বাহ্য।

7.4. 72 (Southern Ave , 7th floor পরে অনিমেষদার বাড়ী) —'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকংশরণংব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শ্রচঃ'। শরণাগতি হলে পাপ-পুণ্যের অতীত হয়। পাপ-পুণ্য মনতত্ত্বের অধীন। ... কর্ম্মফল অর্পণ কিরে? তবেতো ফলের জন্যই কর্ম্ম করা হল। সত্যটাকে প্রকাশ কর।

8.4.72 (দাদার বাড়ী) —রামঠাকুর আর সত্যনারায়ণ এক হলে রামঠাকুরের ফটো আবার রেখেছি কেন? মহাপ্রভুর চেয়ে ঊর্ধ্বে ছিলেন রাম। তাঁকে কি কেউ দেখতে পেয়েছে?

16.4 72 (অভিদার tape থেকে) — সত্যনারায়ণ ভূমিতে কৃষ্ণ নাই, রাধা নাই। কৃষ্ণতত্ত্ব ওখানে পৌঁছাচ্ছে না, উহা upto চোষাচুষি, ব্রজ পর্যন্ত। যাঁহা বুদ্ধিতত্ত্ব হায়, উঁহা চোষাচুষি হায়,

কৃষ্ণতত্ত্ব হায়। যব রমণ করতা হায়, তব intelligency নেহি। যখন মন রাধা হচ্ছে তখন মন nil. তাঁর তো পারিষদ হয় না। দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ যেত সব আছে। সব মিলে তাঁকে এই ভুমে নাবান। 'নাহংচুষং ব্রহ্মনচুষং আত্মনচুষং রামানাদিজং পুরুষঃ পুরুষম্ অহংস্বামী পুরুষোত্তমঃ।'

24.4.72 (শ্রীঅনিমেষালয়) — মহাপ্রভু কৃষ্ণাতীত। মানুষ কি ভাগ্যবান! মায়াটাই ভাগ্য। এ অনেকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এসেছে। তাদের সঙ্গেই এ'প্রেম করতে পারে। যেমন এক জলই চারিদিকে ছিটকে পড়লো — চিন্ময় জল। অন্য জলের থেকে কিন্তু এসব আলাদা। এখানে আধারের প্রশ্ন নয়। সে নিজেই এই সব হয়ে এসেছে, এদের সঙ্গে নিয়ে এসেছে। কারুর সঙ্গে ৫ বছর পরে, কারুর সঙ্গে বা দশ বছর পরে, এইভাবে মিলন হচ্ছে। চেতন ছেড়ে জড়কে কেন পূজা করবো? মহাপ্রভুর সময়ে হয়তো প্রয়োজন ছিল। কৃষ্ণ গৌরবর্ণ ছিলেন। ঐ বর্ণ ছাড়া অন্য বর্ণ হয়ে তিনি আসতে পারেন না। ..... (মহাপ্রভুসম্বন্ধে) তিনি হয়তো এরকম সিগারেট খেতেন না .....। তোদের পাপ-পুণ্য বিচার করতে হবে না। তাঁকে মনে রেখে সব কিছু করে যাবি। সব দায়িত্ব এ'র। কুষ্ঠ হয়, এ'র হবে। তোদের চিন্তা নাই। তারও তো প্রারব্ধ আছে। সেটা ভোগ করতে হবে। না হলে কি রকম আচরণ সে শিক্ষা দেবে? ..... রসাস্বাদনের উপরে আমার যাবার দরকার কি? সেখানে তো অনুভূতি নাই, আমি-তুমি নাই। (দাদাজীর ফোটো নিতে গিয়ে সত্য-

নারায়ণ মূর্ত্তি উঠেছে, এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করায়) এটা সাক্ষাৎ প্রকাশ। প্রাপ্ত বিগ্রহ বা কারিগরের তৈরী বিগ্রহ নয়। ..... কোনকালে কি দেখেছিস্, শ্বশুর-শাশুড়ী, দাদা-বৌদি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে?

25.4.72 — সে ১৩২৮/২৯ সনের কথা। ত্রিশের বসন্ত সাধুর কাছে সাধু নাগ মহাশয়, মনোমোহন সাধু এবং দাদাজী উপস্থিত। দাদা বললেন, 'ভয়ংকর ক্ষিদে পেয়েছে। কিছু খাবার ব্যবস্থা করো।' বসন্ত সাধু বললেন, 'ঘরে যা আছে তাই দিতে পারি, পয়সা-কড়ি তো বিশেষ নাই।' দাদা : 'ও সবে চলবে না। ভালো করে মাছ-টাছ দিয়ে খেতে চাই। উনি কৃপণ, বের করছেন না।' নাগ মশাই বললেন, 'নরেন একদিন ভয়ংকর ক্ষুধার্ত্ত ছিল। আমি তাঁকে তিনটি হোমিওপ্যাথিক পিল দিই। তোমাকে ও কি তাই দেবো? দাদা বলেন, 'ওসব বাজে কথা থাক্ আমার না খেলে চলবে না।' ইতিমধ্যে সেখানে একটি লোক বড় এক কাতলা মাছ নিয়ে হাজির। বললো, বাজার থেকে পাঠিয়ে দিলো'।

আরেকবার রামচন্দ্রপুরে মনোমোহন সাধু বললেন 'মহোৎসব করার আদেশ পেয়েছি। মহোৎসব করো।" নানা দিক্ থেকে অসংখ্য লোক খোল করতাল নিয়ে হাজির। সকাল থেকে কীর্ত্তন শুরু হোল। ১০টা, ১১টা, ১২টা বাজে। খাবার কোন ব্যবস্থা নাই। মনোমোহনজী তমাল বৃক্ষের তলে বসে ঠাকুরের নাম ক'রে কাঁদছেন। এদিকে বহু লোক রেগে লাঠি হাতে তাঁকে মারতে আসছে। দাদা

সেখানে দাঁড়িয়ে। মারতে উদ্যত হ'লে দাদা বললেন, 'খাবার তো সব ব্যবস্থা আছে। আনার লোকইতো পাচ্ছি না। খিচুরী. বেগুনভাজা, আলুর দম, দই. মিষ্টি. হাজার দশেক পাতা।' তখন লোক গিয়ে নৌকা থেকে সে সব নিয়ে এলো। ..... (জনৈক ব্যক্তিকে) 'তোর চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়ে গেছে ; ভাইরাও।'

27.4.72 (অনিমেষদার রাড়ী)—[বাঁশরী ও অপরেশ লাহিড়ীর গান ঃ— যুগে যুগে তুমি এসেছো ধরায় দয়াময় ভগবান্' — দাদার লেখা। বাপী লাহিড়ী তবলায়। গান শেষে দাদার কথা শুরু।] চরিত্রটি ঠিক রাখতে হবে। ..... অহংভাবকে পুরোপুরি দূর করতে হবে। তা হলে দেখবি আনন্ত শক্তির প্রকাশ। ননী ভাবছে, সে না লিখলে আর প্রচার হবে না। এখন ? চারিদিক্ থেকে তো লেখা বেরুচ্ছে। সব flooded হয়ে যাচ্ছে। ..... এ'র সঙ্গে যে Contract হয়েছে, তাতে শুধু সাধু সন্ন্যাসীকে শেষ করার কথা আছে ; সেই আদেশই সে পেয়েছে। যাঁর কাজ, তিনিই করছেন ; আমি কেন কর্ত্তা সাজতে যাই ? ..... সাবিত্রীব্রত। যমদ্বারের ওপারে আছেন সত্যবান্ ; তাঁকেই তো পেতে হবে। সাবিত্রী আর সত্যবান্ — এই দুটোইতো আছে। শালারা কিছুই জানে না। মহাভারত ইত্যাদিতে যে সাবিত্রীর কাহিনী. তা পরবর্তী। বিভূতি সরকাররা হয়তো বলবে, সত্যবান্ কাঠ কাটছিল। আসলে কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে আদি ব্রহ্ম খণ্ডে এর প্রথম উল্লেখ। ..... গৌরাঙ্গ লাঠিটা ফেলে দিয়েছিলেন।

তাই তাঁর হোত ভাবান্তর। কৃষ্ণদাস-টাস যে লিখেছে, তাঁর কৃষ্ণ-দর্শন হোত, ওসব ঠিক নয়। কৃষ্ণ তো অনন্ত। তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়তেন। এ'র কিন্তু ওসব নাই। সঙ্গে লাঠিটা আছে। ভাবান্তরের উপক্রম হলেই বসিয়ে দেন। গীতা, ভাগবত-টত যেত কিছু শাস্ত্র আছে, সব ছুঁড়ে ফেলে দে। তার উপরের কথা বলা হচ্ছে।

28.4.72 (গোপী বোসের বাড়ী)— চরিত্র না থাকলে, সমভাব না থাকলে, অহংভাব দূর না হলে সেখানে এ' থাকে না। .....। শরণাগতি না হলে বিপ্রত্ব হয় না। ..... এখানে বুঝবার কিছু নাই। বুঝবার চেষ্টা করলেই slip করবে। .... সত্যনারায়ণের সিন্নীকে বলে 'সোয়া'; কারণ, পূর্ণের উপছে পড়া কিনা, তাই। এ কিছুই জানে না; আবার ইচ্ছা করলে সব কিছুই জানে।
গীতা পড়া, আর একটা প্রেমের উপন্যাস পড়া,—দুটার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? গীতা মানে তো প্রকাশ! সেই প্রকাশ যদি না থাকে, তবে শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়ে কি হবে? .....জজেরা এসে চোখের জল ফেলতে ফেলতে একে খাইয়ে দিত। অনেকে retire করে গেছে। লোকে সুবিধা নিতে আরম্ভ করলো। ওদের বললাম, তোমরা আমার কাছে এসো না। ..... সত্যটাকে প্রকাশ কর্। .... পৈতা থাকলেই বামুন হয়? শরণাগতি ছাড়া বিপ্রত্ব হয় না। কিরে, এরকম কথা আগে কি কেউ বলেছে? কোন শাস্ত্রে আছে? .....রাম ইন্দুবাবুকে বলেছিলেন, ' আমার সম্বন্ধে আবার বই লিখেছো কেন? ২২ বছর পরে যখন আমি নব-কলেবর নিয়া আস্‌মু, তখন বই লেখা হবে।'

30.4.72 (শ্যামল চৌধুরীর বাড়ী)। (জনৈক ব্যক্তিকে) তুই থাকলেই হোল ; আর কারুর দরকার নাই। এলাম রসাস্বাদন করতে। তা' যদি এই জগতের রসাস্বাদনে মেতে যাই, তাহলে চলবে কেমন করে? চরিত্র থাকা চাই ; দৈহিক বা নারী-পুরুষ ঘটিত চরিত্রের কথা বলছি না। যে জগতে আসছি, সেই জগতের অধীশ্বরের নিয়ম-কানুন কিছু কিছু মেনে চলতে হয়। ..... তারক ব্রহ্ম নাম দিয়া ও মহানামে পেঁছানো যায়। কিন্তু, মহানাম পেলে তারকব্রহ্ম নামের দরকার নাই। ..... ধারণ এবং ধারক, বাহন এবং বাহক, রসন এবং রসক — কৃষ্ণ নামের অর্থ। শ্রীসম্পদ্ হোল আদিবিদ্যা।

1.5.72 (গোপী বোসের বাড়ী) — রামচন্দ্র পূর্ণ ব্রহ্ম ; লক্ষ্মণাদির অগ্রজ নয়। সীতা মহালক্ষ্মী। তিনি বনে মায়ায় আবৃত হয়ে স্বর্ণমৃগ চাইলেন। অহংকার আত্মপ্রকাশ করলো। রাবণ সেই অহংকার। কামময়ী সীতার তখন পূর্ণাহন্তা প্রকাশ হোল। তাই আরেক অহংকাররূপী — ভক্তাহংকার — জটায়ু বধ হোল। অশোক কাননে চেড়ীরূপ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি তাঁকে নির্যাতন করলো। যখন তিনি অহং ত্যাগ করে রামের শরণ নিলেন, তখন রাম তাঁকে উদ্ধার করলেন। এই হোল আসল ঘটনা। দশরথ, লক্ষ্মণাদি, সিন্ধু মুনি সব কল্পিত। রাবণ য়ুরোপ, সপ্তদ্বীপ রাশিয়া, পাতাল আমেরিকা মহীরাবণের রাজ্য। ভারতবর্ষ প্রায় এশিয়াজোড়া ছিল। ..... মহাপ্রভু ব্রজের অতীত তত্ত্ব। .....। ৫০ লক্ষ বছরেও এরকমটি আসেনি। তিনি যখন আসেন, তখনই সত্যযুগ। আদি .....স্বয়ং

শম্ভুর আগমনের কথা বলা আছে। ..... এক কোটি বছরেও এ রকম সাংঘাতিক কলি আসে নি। এখানে যেসব টালি বালি হচ্ছে, সে সব বাহ্য হতে পারে; কিন্তু, হাজার মাইল দূরে যখন aroma পাচ্ছে, সেটা ও কি বাস্য ? সেটা মহান্ ইচ্ছার প্রকাশ।

আর যত আছে (পশ্চিম বঙ্গে), সে সব ফেকলু। ওদের আমার দরকার নাই। তবে সাধু-সন্ন্যাসীকে দেখলে আর রক্ষা নাই।

3.5.72 (গোপী বোসের বাড়ী) — আচরণ ব্রহ্মক্ষেত্রের ইতিহাসে ১ কোটি বছর লেখা থাকবে। ২ কোটি বছরেও এ রকম গুণ্ডা আসে নি। ৯ মাসের গর্ভ নিয়ে শচী নবদ্বীপে আসার পথে ফরিদপুরে বাপের বাড়ীতে দিন দুই থেকে নবদ্বীপে আসেন। দিন দুই পরে প্রসব। ২০।২১ বছর বয়সে সিলেটে ইসমাইল কাজীর বাড়ী। ..... 'নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'। ভক্তকে প্রণাম করি। ..... কুলদানন্দের সঙ্গে ১৯৩০ য়ে। ..... (জনৈক ব্যক্তিকে) তোকে বিশেষ করে বলছি, অহংভাব দূর কর্; না হলে সত্যপ্রতিষ্ঠা হবে না। ..... শিবশক্তিযোগেও হয় না। অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন তো কিছুই না। তা কেবল অর্জুন দেখেছিল। কিন্তু, একসঙ্গে দুজন নাম পাওয়া ? 'নমঃ শ্রীরামচন্দ্রায় আদেরাদিরনাদিশ্চ'। শ্রীরাম বলতেন, 'আপনে'। কারণ, সবাই তাঁর আপন জন। দাদা বলেন 'তুমি'; কাউকে আপনি' বলেন না। কারণ এ সম্পূর্ণ অহংভাব-বর্জিত। তোতাপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তোতাপুরীর গুরু

ভাই সাচ্চাবাবাকে কুম্ভমেলায় গিয়ে মাথায় পা দিয়ে উদ্ধার করেন। এ তাঁকে বলে, এই জীর্ণদেহ রেখেছো কেন? সাচ্চাবাবা বলেন ঃ— নারায়ণের পাদস্পর্শের অপেক্ষায় আছি। সঙ্গে সঙ্গে এর পাদুটো তাঁর মাথায় গিয়ে ঠেকে। ..... একটা কথা জেনে রাখ্। তোদের মুক্তি, প্রাপ্তি, উদ্ধার তো হবেই; পরমানন্দ প্রাপ্তিও হবে। ..... প্রকৃতির রাজ্যে এলে প্রারব্ধ মেনে নিতে হয়। ..... গৌরাঙ্গ বুঝি খোল করতাল বাজিয়ে নেচে নেচে রাস্তায় রাস্তায় নাম কীর্ত্তন করে বেড়াতেন? দেহটাই খোল, আর করতাল ..... লক্ষ জপটা আবার কি? (জনৈক ব্যক্তি) সেখানে তো সংখ্যা নাই। একটি জপইতো অনন্ত জপ। দাদা ঃ— একলক্ষ্য জপ। আরেকভাবে একজপে লক্ষ জপ হতে পারে। তা কিন্তু এ' ছাড়া অন্য কেউ পারে না।

4 5.72 (শ্রীযুক্ত অনিমেষ দাশগুপ্তের বাড়ী সন্ধ্যা) 'ন নমস্যামি আত্মস্তপুরুষম্।' 'সত্যংপরংধীমহি'। 'হরিঃ সত্যং জনার্দনঃ।' 'স্বদেহমিন্দ্রিয়ং ভার্যা ভৃত্যস্বজনবান্ধবাঃ। পিতা মাতা কুলং দেবি গুরুরেব ন সংশয়ঃ।' 'তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।' — শূন্য অবস্থা; শুধু মনের অতীত নয়। ভক্তিমান্ — ভক্ত, ভক্তি, ভগবান্ এক। 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি' বলতে পারেনা। 'গচ্ছতি' বল্‌বে। কাকে উদ্ধার কর্‌বি? কি দিয়ে? নিজেকে ছাড়া কাকে কি দিয়ে উদ্ধার করবি? .....মন চঞ্চল, প্রাণ স্থির, কোথাও যায় না। সত্যই সত্যকে দেখায়। (ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রীকে ফোন করে) ঃ— 'কৃষ্ণমূর্ত্তিকে পেয়েছি, তোকে

পেয়েছি, গোপীনাথকে পেয়েছি। আর কি চাই? তবে আরেক-জনকে পেয়েছি যে আমার বুকের কাঁটা। তার নাম তোকে বলছি না; তোর মন খারাপ হয়ে যাবে।'...'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ' ..... পরমানন্দ প্রাপ্তি কি? সত্যনারায়ণ প্রাপ্তি। ['ধীরসমীরে যমুনাতীরে' গান করলেন।] 'ওঁ নমঃ কৈবল্যনাথায় কৈবল্যং শাশ্বতং শান্তম্। ভক্তিশক্তিপরমাত্মিকাং প্রেমপীযূষপূর্ণায় সত্যরূপং নমো নমঃ।'

5.5.72 (পাটনা যাবার উদ্দেশ্যে হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে) — মেয়েতো মনটা। মনের অতীত হলে মেয়ে. পুরুষ নাই। ..... যারা সঙ্গে এসেছে, তাদের কিছুটা অহংভাব থাকবে কাজের জন্য। নিত্যানন্দের ছিল না? অদ্বৈতের ছিল না? অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥' তুমিকে অহং কর্। তুমি-কে সাজাতে যাচ্ছি। ..... এ ব্যাংকের ম্যানেজার ছিল; Insurance Co.র Director ছিল। প্রোফেসরও ছিল। কিন্তু, দেখা গেল, মন এসে যাচ্ছে, তাই ছেড়ে দিল। ..... অন্যে হয়তো একটা সোনার লকেট এনে দিতে পারে। তাও হয়তো মাসে একটা। কিন্তু, রূপাকে সোনা করা,— এইভাবে বস্তু পালটানোর অধিকার ত্রিভুবনে আর কারো নাই।

14.5.72 (শ্রীগোপী বোসের বাড়ীতে) — তিন চার বছর পরে আপনা থেকে নাম পাবে। .....নাম করতেও পারো, না করতে ও পারো। তিনি যা করবার, তা তো করেই যাচ্ছেন।

তিনি কি করছেন, তা তিনিই জানেন। তিনি তো সব সময়ে তোমার জন্য কাঁদছেন। তিনি কি না করে স্থির থাকতে পারেন?

15.5.72 (শ্রীমতী রমা মুখার্জীদের বাড়ী তার জন্ম দিনে)— জপতপ দিয়ে কৃষ্ণতত্ত্বে পেঁছানো যায় না। ..... অনুভব কি রে? ওতো ৫০০ মাইল উপরের ব্যাপার। আচ্ছা, অনুভবই ধরা যাক্। যার অনুভব হয়েছে সে কি কখনো এমন আচরণ (অর্থাৎ গুরু হওয়া) করতে পারে? 'নিত্যদেহস্বরূপায় পরমাত্মপুরুষায়'। কাকে নিয়ে দরজা বন্ধ করবি? এই মাটির ঢেপলাকে নিয়ে? না, যিনি এই দেহস্বরূপ, তাঁকে নিয়ে? শ্বশুর বাড়ীতে আস্ছি কয়েকদিনের জন্য; বাপের বাড়ী তো হাতে ধরাই আছে। তেরাত্তিরের মামলা। মাঝে আবার একটা কালরাত্রি আছে। তারপরে শুভরাত্রি। ..... গৌরাঙ্গের সময়ে কোটি কোটি লোক কোথায়? সারা বাংলাদেশে ৫০ লক্ষের বেশি লোক ছিল না; সারা ভারতে ছিল ২ কোটির মতো। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে গৌরাঙ্গের ব্যাপারের মতো ব্যাপার হয়নি, এটা সত্য। কিন্তু, লক্ষ লক্ষ লোকের কথা কি বলছিস্? অল্প কিছু লোক তাঁকে মেনে নিয়েছিল। পরে অবশ্য অনেকে তাঁকে স্বীকার করেছিল। তিনি ভাবে ছিলেন। পরে জগতের অবস্থা দেখে ভাবাবিষ্ট হয়েই চলে গেলেন। কিন্তু, এখন যা এসেছে, তা তাঁর চেয়ে ১০০০ শুণ শক্তিমান্। ঢাল-তলোয়ার নিয়ে এসেছে; হাতে লাঠি আছে। রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ তাঁরা কি এতো কথা বলতেন? এতো কথা বলেও এখন হদিস্ পাচ্ছেন না। আর কথা নয়।

16.5.72 (শ্রীগোপী বোসের বাড়ী) — দশরথতনয় রাম পুর্ণ ব্রহ্ম নয়; অংশ। তোদের ছেয়ে কিছু বেশি। সত্যযুগে পূর্ণব্রহ্ম রামের আবির্ভাব; অন্য সবাই তাঁর অংশ। তিনিই অবতারী। কৃষ্ণ তো প্রাণ। স্বয়ং কখনো কালো হতে পারে না। কালী প্রভৃতি পেত্নী কালো হতে পারে (এটা ঠাট্টাচ্ছলে বলা)। রাধা-কৃষ্ণের রমণ আয়ান দেখবে কেমন করে? কৃষ্ণ তো চিন্ময়; আর রাধা দেহ-মন নিয়ে নবমঞ্জরী। দুজনে এক হয়ে রমণ করছেন। অষ্টসখী কৃষ্ণকে প্রেম করছেন। রমণ হতে হতে যখন মনটি মঞ্জরী, বুদ্ধি চিন্ময়, এবং প্রাণ আনন্দ হয়ে মাখামাখি হয়, তখন রাধাকৃষ্ণ থাকে না। উহা কৃষ্ণতত্ত্বের অতীত অবস্থা। কৃষ্ণ সর্বদা নারী ভালোবাসেন; বারোয়ারী পছন্দ করেন না। কৃষ্ণই গোপী হয়েছেন। কৃষ্ণ কেমন করে অসুর নিধন করবেন? কৃষ্ণইতো অসুর হয়েছেন। নিধন তো মনের ব্যাপার। 'বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করেন অসুর-সংহার'। কী সব সাংঘাতিক কথা! একজনের দেহে আরেকজন আবার থাকে কেমন করে? ..... নারায়ণ নারী ছাড়া থাকতে পারেন না। ..... প্রশ্ন ঃ তাঁকে ও তো প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলতে হবে? দাদা ঃ— প্রকৃতিটাতো তাঁর। ..... এ'যুগে ওঁ ব্যবহারে কারুর অধিকার নাই। .... ব্রাহ্মণতো একমাত্র উনি। আর সব চণ্ডাল। মনটা চণ্ডাল। .... শ্রীরাম মাঝে মাঝে সত্যনারায়ণ পদে উঠতেন। .... ডঃ শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার, ডঃ শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়. ডঃ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বোস (জাতীয় অধ্যাপক), ও ডঃ শ্রীসুনীতি কুমার চ্যাটার্জি এ'র বাড়ীতে আসতেন। একদিন ডঃ মজুমদার একে সিরাজের নৌকা

করে পালিয়ে যাওয়া ও পরে ছুরিকাঘাতে মৃত্যুর কাহিনী বললেন। দাদা বললেন ঃ তোমরা কিছুই জানো না। ইতিহাস ভুলে ভরা।

17.5.72 (প্রীগোপী বোসের বাড়ী) — বুদ্ধের পর থেকে গুরুবাদের উৎপত্তি। শোয়ালালম, নুরুল আলম, জঙ্গন্‌ম্‌ বুদ্ধের ৫০০।৬০০ বছর পরে এলেন। ... লক্ষ্মীপ্রিয়াকে পণ্ডিতেরা বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছিল। নিমাই মেয়েদের সঙ্গে বেশ প্রেম করতেন। যিনি স্বয়ং ভগবান্‌, তিনি কি মস্তক মুণ্ডন, গেরুয়া ধারণ, কানে মন্ত্র দেওয়া — এসব আচরণ করতে পারেন ? গম্ভীরায় কি তিনি দরজা বন্ধ করে ছিলেন ? গোপীনাথ কবিরাজ বাসুদেব সার্বভৌম। .... কর্মই স্বধর্ম, কর্মই তপস্যা। তিনি কি করছেন, তাই জানতে চেষ্টা করো। যে জেনেছে, সেই বা কেমন করে অন্যের গুরু হতে পারে ? কর্ত্তা হলেইতো সব গেল। সে বড় জোর ভাই হতে পারে ঐনামটাকে প্রকাশে সাহায্য করে। পিতা হবে কেমন করে ? .... রাধাকে কি 'মা' বলা যায় ? তাঁর নামের আগে কি 'শ্রী' বলা যায় ? .... জগন্নাথ মিশ্রের ছেলে নিমাই পণ্ডিতকে ইনি চেনেন, কারণ, উনি মাঝে মাঝে এর কাছে আসেন। তোদের মনগড়া মহাপ্রভুকে ইনিই নাম দিতে পারেন ; ওঁর দরকার হয় না। মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়েছিলেন কিনা, এ' সম্বন্ধে মহাপ্রভুকে দিয়ে এ একজনকে লিখিয়ে দিয়েছিল। মহাপ্রভু 'তব কথামৃতম্‌' ইত্যাদি শ্লোকটি লেখেন। .... (রাধা সম্বন্ধে একজনকে প্রশ্ন) (তারপরে নিজেই বললেন) কৃষ্ণের ধারাটাই রাধা'। .... মহাপ্রভু কৃষ্ণের, জগন্নাথের অতীত তত্ত্ব।

শিশির কুমার ঘোষের (অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রসিদ্ধ গৌরভক্ত) সঙ্গে এর দেখা হয়নি। গৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে বরাবরই ছিলেন।

18.5.72 (শ্রীযুক্ত অনিমেষ দাশগুপ্তের গৃহে) — 'নিত্য-দেহস্বরূপায় পরমাত্মপুরুষায়'। 'পতিসেবাং ন কুর্বন্তি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্'। (বামন-অবতারের দ্বারা উক্ত একটি শ্লোক বললেন।) ফলাকাঙ্ক্ষা ছাড়া কর্ম করা যায় না। সুতরাং, আসক্তিযুক্ত হয়ে নিরাসক্তভাবে কর্ম করবে। কর্ম শেষ হলেই আসক্তিও শেষ হোল, এইরূপ হওয়া চাই। সাবিত্রীব্রত হোল আত্মনিবেদনের, অনন্যশরণ হওয়ার ব্রত। যম অহংকার, সত্যবান্ হোল পরম সত্য। ..... একেবারের touch য়ে কিছু কিছু (প্রারব্ধ) ক্ষয় হয়। রক্ত আর তুলসীপাতায় পার্থক্য কোথায়? শুয়ার আর রক্ত এক করে দেবো।

19.5.72 (রবীন্দ্রমেলা .....স্কোয়ারে) দাদা আমন্ত্রিত হয়ে রবীন্দ্রমেলায় গেলেন কিছু সঙ্গী নিয়ে। সেখানে বিপুল জনতা অধীর আগ্রহে যাত্রাভিনয়ের জন্য প্রতীক্ষারত। দাদার নির্দেশে ডঃ সেন সেখানে দাদা সম্বন্ধে কিছু বলার চেষ্টা করলো মিনিট পাঁচেক ধরে; কিন্তু, ব্যর্থ হোল। দাদা ভয়ংকর রেগে গেলেন। পরে শ্রীশান্তি ঘোষের বাড়ী।] দাদা ঃ— ডঃ শ্রীবাস্তব, দিনকর প্রভৃতি ১০।২০ হাজার লোকের সামনে অপূর্ব বক্তৃতা করেন। দিনকর দাদার মুখ, হাত, পা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কবিতা রচনা করেন।

Melodious voice এখানে সব ফেকলুর দল .... যারা সংস্পর্শে এসেছে, তাদের চেহারা কি রকম পালটে যাচ্ছে, দেখেছিস্ ?

22.5.72 (শ্রীগোপী বসুর গৃহে) —(জনৈক ব্যক্তিকে) তোকে নিঃশেষ করে দেবে অমিয় রায়চৌধুরী ভক্ত হতে পারে ; কিন্তু ওঁর মতো কেউ কস্মিন কালেও আসেনি। ..... । এই যে বিশেষ কয়েক জনকে নিয়ে বসা, একে কি আড্ডা বলিস্ ? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও এ সৌভাগ্য নাই। [নবাগত ডঃ কে. এস. চৌধুরীকে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের জল দেওয়া হোল। তিনি খেলেন whiskey. শ্রীশ্যামল চৌধুরীও whiskeyর গন্ধ পেলেন। খেয়ে ডঃ চৌধুরী জুতো না পরেই সস্ত্রীক চলে গেলেন। ফিরে এসে আবার শ্রীসুনীল ব্যানার্জির ছেলের জুতো পরে গেলেন ; বেহুঁস অবস্থা। পরে সেই গ্লাস ধুয়ে ঠাকুরকে আবার জল দেওয়া হোল তাতে চন্দনের উগ্র গন্ধ।] দাদা :—একবার উৎসবের কোন ব্যবস্থা নেই। হঠাৎ এক বুড়ো এক বস্তা দেরাদুন চাল, আরেক বস্তা সোনামুগ এনে বললেন, 'বাবা বিশ্বনাথ পাঠিয়ে দিলেন।' সবাই দামের কথা বলায় তিনি বললেন, দাম মালিকের কাছ থেকে নেবো ; এখন একটু বাইরে বিশ্রাম করি ; আপনারা দরজা ভেজিয়ে ভিতরে থাকুন।' কিছু পরে এ না বলে। সব শুনে এ বৃদ্ধকে ডাকতে বললো। কিন্তু, তাঁকে কোথাও পাওয়া গেল না। পরে সবার খাওয়া শেষ হলে তাঁকে একটি ছোট পাত্র হাতে দেখা গেল। তিনি বললেন, তিনি উপরে থাকেন। খাবার পরে আবার অদৃশ্য। কিছু

পরে এক সন্ন্যাসী ৬০ জন শিষ্যসহ উপস্থিত। তখন সব পাত্র খালি। সবাই একে বললো। এ বললো, সব হাঁড়ী ঢেকে রাখো; কিন্তু পরে না দেখে পরিবেষণ করে যা। তাই করা হোল। সবাই তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে চলে গেল। এই সন্ন্যাসী স্বয়ং দুর্বাসা। 'উৎসব'—'উৎ' মানে আলোক 'সব' মানে থাকা; অর্থাৎ তদ্গতা হয়ে থাকা। উনি যখন প্রারব্ধ নেন, তখন কিছুই হয় না। কিন্তু, এ যখন স্বেচ্ছায় নেয়, তখন প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলতে হয়। তাই রোগাদি হয়। ন'হলে ওটা যাবে কোথায়? ওঁরা তো মারও খেয়েছিলেন। কিন্তু, পাল্টা মার-তো দিতে পারতেন না। রামের তো Pox হয়েছিল; Paralysis য়ের মতো হয়েছিল। [দাদার প্রেরণায় মাধুদি শ্রীমতী শান্তি সেনকে নিজের কাহিনী বললেন, 'দাদা বলতেন, মাধু ছাড়া পূজা হয় না। আমার অহং কার হোল। একবার পূজার দিন শাশুড়ীর অসুখ। আমি ঠিক করলাম, পূজায় যাব না; দেখি কেমন করে পূজা হয়। আমার স্বামী ও ছেলে পূজায় গেল। হঠাৎ দাদা Phone করে চরণজল দিলেন; তাই খেয়ে শাশুড়ী সুস্থ হলেন। আমি কিন্তু তবু পূজায় গেলাম না। পরে স্বামী ও ছেলে বাসায় ফিরে বললো, আমাকে ওরা ওদের সঙ্গে বসে কীর্ত্তন করতে দেখেছে।] ওঁরা তো একে চলে যেতে বলছেন।

23.5.72 (শ্রীগোপী বসুদের গৃহে) পূবে ব্যাসকাশী, অর্থাৎ সামনে যা দেখছিস্,—মায়া। পশ্চিমে সহস্রার থেকে মূলাধার পর্য্যন্ত বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার স্থান, গোবিন্দের স্থান; উনি সেখানে থাকেন। সত্যনারায়ণ লীলাতীত। উনি লীলাময়।

[শ্রীকৃষ্ণের চরণজল সরাই খেলেন ; তাতে মধু ভাসছে। শ্রীমতী পূরবী ভারতীয়াকে দাদা প্রসাদী চা দিলেন। পরে দাদা শুধালেন, চায়ে চিনি আছে তো ? উত্তর ঃ না। একটু পরে আবার শুধালেন। উত্তর ঃ হ্যাঁ, চিনি আছে। তখন দাদা শ্রীমতী হেনা বোসকে বললেন, দেখ্ তো সত্যনারায়ণের চিনি আছে কিনা। হেনা বোস ঃ না, চিনি নাই। পরে আবার ঠাকুরকে জল দেওয়া হোল ; তা গন্ধযুক্ত চরণজল হয়ে গেল। শ্রীমতী পূরবীকে লক্ষ্য করে বললেন] ঃ আমি আমেরিকায়ও ওর সঙ্গে থাকবো। লক্ষ জন্ম পরে হলেও এর কাছে আসতেই হবে। এ যা বলছে, সব ব্রহ্মবাক্য। এ কিন্তু ট্যাঁড়ড়। ওনারা এর মতো কথা বলতে পারতেন না। মন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ পুরুষ কেমন করে হবে ?.....কিরে, বৃষ্টি হওয়া ভালো ? ডঃ সরোজ বোস বললেন, 'একটা Smart drizzle হলে ভালো হয়'। জনৈককে দাদা শুধান, 'তুই কি বলিস্' ? সে বললো, আমি কিছুই বলবো না'। [সেই থেকে বৃষ্টিও হচ্ছে না, অথচ মেঘলা পরিবেশ ; তাপমাত্রা একেবারে কমে গেছে। ডঃ সেনকে দাদা ঃ ভাবছে, বাড়ী নিয়ে স্বর্গে যাবে। তখন সে বাড়ীর চিন্তা করছিল।]

25.5.72 (শ্রীযুক্ত অনিমেষ দাশগুপ্তের গৃহে সন্ধ্যায়) আদি ব্রহ্মপুরাণে রেবাখণ্ডে কৃষ্ণ—যুধিষ্ঠির-সংবাদে আছে, '.....'। বই পাওয়া যাবে কিনা জানি না। হনুমান্ আদি রামকে বলছেন। হনুমান্ মানে শিব, গরুড় মানে আবরণ। শালারা কিছুই জানেনা।

পণ্ডিতগুলা শুয়ার, আর সাধুগুলা ঘোড়া। কবিরাজ মশাই জ্ঞান থেকে মহাজ্ঞানে পেঁাছেচেন ; এক বছরের শিশুর মতো ! তাঁর সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না। না হলে ৪০ বছর তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখি ? তাঁর গুরু মরা পাখীকে হাঁটিয়েছিলেন। দাদা বললেন, ওটা Hypnotism. দাদা তখন গোপীনাথের পাশে বসেছিলেন। তিনি বললেন, তুমি আর এখানে এসো না। পরে ১৯৫৭তে তিনি দাদার বাড়ী এলেন। ..... তাঁর পরেই অনির্বাণ। ডঃ জানকীবল্লভ (ভট্টাচার্য্য) one of the topmost internationalists. উনি নাম পেলেন। চারিদিকে নাম দর্শন হোল ; দাদাকে নারায়ণরূপে দেখলেন। কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন। পরে বললেন, এসব লেখা কিছুই হয় নি। আমি ইংরেজীতে ও সংস্কৃতে ও লিখবো। পরের বৃহস্পতিবার ওঙ্কার ব্রহ্ম দেখবেন উনি বললেন মধুসূদনের মহিম্নঃ-স্তোত্রে, দাদা গুরুবাদ সম্বন্ধে যা বলেন, তাই আছে। কিন্তু লোকে বোঝে না। .... আমি ভগবান হলে তোরা ও তো ভগবান। (জানকীবাবুকে) তোমাকে আমি চেয়েছিলাম। ... কোন যুগে কোনকালে এরকম মুহুর্মুহুঃ কেরামতি কেউ দেখায় নাই। ২৬ বছর বয়সে সিলেটে ঢাহাদক্ষিণে মহাপ্রভু খালের পারে ইসমাইল কাজীর বাড়ী যান। গীতার ২৯টি শ্লোক শ্রীভগবানউবাচ। ৫০০ শ্লোক কোন মহান প্রয়োজনে শংকর লেখেন। ..... সাধু-সন্ন্যাসীরা কৃচ্ছ্রসাধন করতে করতে এক জাতীয় আনন্দ পায়। সেটা কিন্তু মনের আনন্দ।

27.5.72 (শ্রীগোপী বোসের বাড়ী থেকে ফোনে ড সেনকে। সকাল ১১-২০ থেকে ১১-৫০) মহাপ্রভু ধারাশক্তি নিয়ে এসেছিলেন। জানকী বল্লভ বলেছেন, এরকম প্রকাশ কখনো হয়নি ; কৃষ্ণের মাঝে মাঝে হোত। ..... ১৮ জন এখনো পূর্ণ হয়নি। তবে বাংলাদেশে আর নাই। এদের সঙ্গে নিয়েই এসেছে। একটু পরদা ছিল ; তা দূর হোল। অবতারদেরও একটু ধাঁধাঁ থাকে। যেমন, বলরামের, নিত্যানন্দের। ..... জানকীবাবুকে সত্যনারায়ণকে দিয়ে ওঙ্কার তত্ত্ব, সৃষ্টি রহস্য, সনাতন ধর্ম, আদি হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে লিখিয়ে দেবেন। (জনৈক সম্বন্ধে) মুক্তি, প্রাপ্তি, উদ্ধার ও পরমানন্দ প্রাপ্তি এই জন্মেই হবে। .... যাবি কোথায় ? যাবার জায়গাটা কোথায় ?

4.3.72 (ডঃ সরোজ বোসের বাড়ী) পূর্ণকুম্ভরূপ ধারণ করেই জগতে আমরা এসেছি। ..... 'মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যতে পাতকৈঃ। শূন্যভাবিতভাবাত্মা পুণ্যপাপৈর্বিমুচ্যতে ॥' এখানে রসতত্ত্ব ও নাই। চিন্ময় সত্তাটা থাইক্যাও নাই। আমি ও নাই, তুমিও নাই। উনিই উনিময়। পূর্ণ, শূন্য। এখানেই বলছেন, 'তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী'। যথাকাশ। সত্তাতো নাই তখন কিছুই নাই। অনন্ত তখন। তখন চেতনাবোধ কোথায় ? চেতনা আছে ব্রজে ; ব্রজের নীচে মায়াতত্ত্বে পূর্ণচেতনা। মন যখন মঞ্জরী হয়, তখনি কান্তা প্রেম। রাধা মানে এইটা রাধা, এইটা কৃষ্ণ,—তা নয়, একটাই। কিন্তু, সত্যনারায়ণ আস্বাদনের অতীত অবস্থা। এখানেই

'কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্যাসংকবয়ো বিদুঃ।' এটাই Absolute. সর্বভূতে আমিময়। আমি বাদ দিয়া তোর কিছু নাই। (শংকরের মায়াবাদের কথা বলায়) আমি এর জন্য এখানে পাঠাই নাই কাউকে। সংসার কর্ যুদ্ধ কর্; আমার রসাস্বাদনের জন্য পাঠাইছি। আমাকে ছেড়ে ঘরসংসার করলে দেখবি ৫টা ৫ রকম।..... শুধু স্মরণ। এ যোগ বিয়োগের ধার ধারে না। পঞ্চতত্ত্বরসায়ন।..... 'অন্তরং পুরুষং দেহী নিত্যো নামস্থ পুরুষম্'।

28.5.72 (শ্রীমতী সুজাতা দত্তের বাড়ী)-জানুকীকে বলেছি, ত্রিসন্ধ্যা জপ নয়, ত্রিসন্ধ্যান্বিত জপ অর্থাৎ অষ্টপ্রহর জপ।..... যারা নাম পেয়েছে. তাদের এই জন্মেই মুক্তি হবে; তবে কোন কোন ক্ষেত্রে আবার ৫/৭/১০ বছরের জন্য জন্ম হতে পারে; বিকলাঙ্গ হতে পারে; তোদের ভাষায় বলছি। জন্মটাই কষ্টের মৃত্যুটা কিছু নয়। যারা পিছলে গেছে, তাদের প্রারব্ধ সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যাবে; দেখবি, ত্রাহি, ত্রাহি করবে। কিন্তু মুক্তি হবে। প্রেম হলে প্রারব্ধ ক্ষয়। ব্রজে যখন নিয়ে যান তখন সব আবরণ খসিয়ে নেন। কাজেই 'নিমিত্ত' ও হওয়া যায় না। এই যে সাজাচ্ছে এটা কাকে সাজাচ্ছে? ড: সেন — তাঁকে সাজাচ্ছে। দাদা: হ্যাঁ। ভক্তের প্রীতির জন্য এই সজ্জা স্বীকার। .... মহামানব শ্রাদ্ধ করে প্রেতের উপকার করতে পারেন। [আজ বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে সুজাতা দাদাকে চরু খাওয়ালেন। দাদাকে ঠিক বুদ্ধের মতো দেখাচ্ছিল।]

[সন্ধ্যায় সুজাতাদির বাড়ী দুই ভদ্রলোক এলেন। ছাদে আসর বসেছে। কিছু পরে দাদা সিল্কের নীল বেনারসী লুঙ্গির মতো পরে এবং সিল্কের জামা গায়ে দিয়ে সেখানে গেলেন। দাদাকে দেখে তারা অবাক্। একজন বললেন, এঁকে তো ১১টার সময়ে এই বেশে Firpo থেকে বেরিয়ে নীল গাড়ীতে চড়ে চলে যেতে দেখলাম। অন্য জন বললেন, আমি বিকেল ৫টায় দেখলাম, উনি Esplanadeয়ে হাত তুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন।]

1.6.72 (শ্রীযুক্ত অনিমেষ দাশগুপ্তের বাড়ী) — (ডঃ সেন দাদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছিল অসংযতভাবে।) দাদা :— এ স্বভাবে আছে ; এ যখন টালিবালি করে, তখন তাঁর সঙ্গে যে balance রাখতে যায়, সে পচে গলে মরে। In tune না হতে পারলে এইসব ঠাট্টা ইয়ার্কি করে জীব সর্বস্বান্ত হয় ; জীবের অধিকার নাই এসব করবার। [সত্যনারায়ণকে দিয়ে জানকীবাবুকে তিন পৃষ্ঠা লিখিয়ে দিলেন। তিনি দুহাত দিয়ে কাগজ চেপে ধরে-ছিলেন। কাগজের পাশে মধুর বড় দাগ দেখা গেল। উপস্থিত এক ভদ্রলোকের মতে হাতের লেখা শ্রীরাম ঠাকুরের হাতের লেখার মতো।]

4.6.72 (শ্রীমতী মাধুদির বাড়ী) :— স্বয়ং কখনো নিজে আসতে পারেন না। তাঁর প্রকাশ হয়। লীলাতো তোদের। ..... ফাঁকটা কোথায় ? সবটাইতো এক, অখণ্ড ; রিংয়ের মতো। তোর

মধ্যে আর অন্য কিছুর মধ্যে আমি তো পার্থক্য দেখি না। এইটাও (খাট চাপড়িয়ে) পূর্ণ ; কিন্তু, চৈতন্য নাই। স্বয়ং যিনি, তিনি কি সত্যিই কিছু করেন ? ..... এর মতে নাম ও থাকে না। হনু দৃঢ়ভাবে যা থাকে। হনুমান বিবেক।

5.6.72 (শ্রী গোপী বসুর বাড়ী) 'প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববি-মুক্তিকামাঃ। মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ ॥' এই যে সবাই ছুটে আসে, এটা প্রেম নয় ; প্রেমাতীত। প্রেমে মনের ব্যাপার আছে। 'বেলা যে পড়ে এলো জলকে চল্'। ..... পারিষদের পূর্ব জন্ম নাই, সে উপর থেকে আসে। ২৫টা নিয়ে একটা। তাই ২৫টা না হলে Circle টা পূর্ণ হয় না। ..... ওনাদেরও এই রকম গন্ধ ছিল ; কিন্তু, জানতেন না। তাঁকে নিয়ে সব কাজ করলে আর ভাবনার কি ? উনি পাপেও আছেন, পুণ্যেও আছেন ; ধর্মেও আছেন, অধর্মেও আছেন। কেবল উনিই যথার্থ ভোগ করতে পারেন। যজ্ঞ-তপস্যাদির একটা ফল আছে বৈকি। ঐসব করে করে যখন দেখে, কোন ফল হচ্ছে না, তখন তাঁকে পায়। সুদর্শনটা কি ? মহান্ ইচ্ছা। ..... কবিরাজের চরিত্র একেবারে নিখুঁত ; তারপরে জানকীর, অনির্বাণের এখন নিখুঁত ; এদিক্ দিয়ে এও নিখুঁত। দেখ্ ভাই .....।

29.5.72 (ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বুলু ঘোষের বাড়ী থেকে ফোনে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা) — নিত্যানন্দ অবতার শক্তি হয়েও কত কষ্ট পেয়েছেন। গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলেন। শেষে ৫১ বছর বয়সে নব

পাতঞ্জল যোগ পেলেন ; তোরা যা পেলি, তাই পেলেন। স্বয়ং-এর সঙ্গে যখন সম্পর্ক হোল, তখনই তিনি অবতারশক্তি হলেন। .... (জনৈক ব্যক্তিকে) তুইতো সত্যের জন্যই আজীবন তপস্যা করেছিস্। তোর জ্ঞান তো সেই সত্যের জন্য। গোপীনাথ সর্বাঙ্গসুন্দর ; তারপরেই অনির্বাণ ; তোমার বন্ধু Nil. ..... বড় পরনিন্দা পরচর্চা করে। সে তোকে আর গুণদাকেও Criticise করে (শ্রোতা) ঃ—আমি ও তো কারো চেয়ে কম পরনিন্দা পরচর্চা করি না। দাদা ঃ—সে এসব জানে না। তুই কি মনে করিস্ যে এসব কিছু জানে না ? তুই সাধু চরিত্রবান্—এটা বড় কথা নয়। তুই আজীবন সত্যের অন্বেষণ করেছিস্। ..... পতিটিকে না জানলে ওঙ্কার দিয়ে কি হবে ?

7.6.72 (শ্রী গোপী বসুর বাড়ী) —ডঃ টিকাদার, Director, Geological Survey of India, মহানাম পেলেন এর বাড়ীতে সকালে। সন্ধ্যায় পেলেন শ্রী রামনাথ গোয়েঙ্কা। বীজ বপন করলাম ; দেখতে দেখতে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

9.6.72 (শ্রী গোপীবসুর বাড়ী) —[জনৈক সরস্বতী ও জনৈক ব্রহ্মচারীকে ফোন করে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণ পাল্টাতে বললেন।] সরস্বতী রাবণের চেয়ে সাংঘাতিক রাক্ষস। [পরে আরেক গুরুকে ফোনে বলেন] ঐশ্বর্য লিপ্সা ত্যাগ করো। ..... গোপীনাথ কবিরাজ যদি 1st class 1st হন, তাহলে তো লোকটি 3rd class 1500th. গোপীনাথ শংকরের চেয়েও বড়ো। আগামী রবিবারের

পরের পরের রবিবারে একসঙ্গে ৩০ কোটি লোক দাদাজীর বাণী পাঠ করবে। ..... মাঝে মাঝে বিমর্ষ হয়ে পড়ি। সুদর্শন চক্র বাঁ হাতে ধরা আছে। এ কিন্তু এই মুহূর্ত্তে এই ভাবে চলে যেতে পারে। গৃহী না হলে সাধু হতে পারে না। ..... মহর্ষি রমণের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি বসতে কুর্‌সী দিলেন। দুধ খেতে বললেন। বললাম, চা খেতে পারি। ..... মহর্ষি সত্য উপলব্ধি করেছেন। ..... উনি দেখালেন, মদে, মেয়েমানুষে, রেসের মাঠে ও উনি। তবে উনি খেলবেন; ওকে খেলাবে না। উনি তো সর্বদাই খেলছেন — অনন্ত খেলা। উনি পাপে ও আছেন। মহর্ষি রমণ, গোপীনাথ আর সাধক ভক্তকবি রবীন্দ্রনাথ। জানকীকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হোল। এইটুকুই প্রয়োজন ছিল। [পরবর্তী ঘটনা এটা সমর্থন করবে।]

10.6.72 (ডঃ সরোজ বোসের গৃহে) — সার্বভৌম ও মহাপ্রভু। (সার্বভৌমের) ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং' শ্লোক ব্যাখ্যা। সার্বভৌম কি ব্যাখ্যা করবে? ও শব্দ তো মনাতীত। হরিদাস সার্বভৌমকে দিয়ে চার লাইন লিখিয়ে সই করিয়ে নিলেন। [বোধ হয় 'বৈরাগ্য-বিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থম্' ইত্যাদি শ্লোকটি।] ঐটুকুই প্রয়োজন ছিল। জানকীকে দিয়ে এইটুকুই প্রয়োজন ছিল। (গাড়ী করে ফেরার পথে ডঃ সেনকে প্রশ্ন) ঃ— Salt Lake য়ের মানে কি রে? ড. সেন ঃ— বোধহয় এখানে সমুদ্র ছিল। দাদা ঃ এ সবটাই সমুদ্র ছিল। গৌরাঙ্গের বাড়ী এখন গঙ্গাগর্ভে। গঙ্গা

তখন অনেক বড়ো ছিল। নবদ্বীপ একটা ছোট গ্রাম ছিল। কয়েকটা পাঠশালা ছিল। মৃত্যুর ১০০ বছর পরে নবদ্বীপ হোল। ..... চলে গেলেই হয়। ডঃ সেন ঃ- আপনি মাঝে মাঝেই এ কথা বলেন। নিজের কথা মিথ্যা করবেন না। দাদা ঃ— তোকে নিয়ে যদি চলে যাই? ডঃ সেন ঃ— আমার আয়ুঃ তো ৯৫ বছর। তাহলে তো খুবই ভালো। সবাই আমাকে কত কী খাওয়াবে আপনাকে অতদিন ধরে রাখার জন্য। দাদা ঃ— সে তো তোর মতে। ..... সত্যসাঁই ভালো। [দাদা গাড়ী থেকে ডঃ সেনের বাড়ী নাবেন কয়েক মিনিটের জন্য। স্ত্রী আনন্দের আবেগে দাদাকে জড়িয়ে ধরে]। দাদা ঃ— ও যা পেয়েছে., আর কেউ তা পায় নি।

11.6.72 (শ্রীমতী মিনতি দের বাড়ী) নিত্যানন্দের যখন ৫৮ বছর বয়স, তখন ফাল্গুনী পূর্ণিমার দুই দিন আগে মহাপ্রভু তাঁকে বিয়ে করতে বলেন। ..... ১৬ বছর বয়সে গৌরাঙ্গ সিলেটে ইমাম বক্সের বাড়ী ধর্ম নিয়ে আলোচনা করেন। ..... কৃষ্ণ স্বয়ং; কিন্তু, পাণ্ডবেরা কত কষ্ট ভোগ করেছে; ত্রাহি ত্রাহি করেছে। এ কিন্তু তাবিজ নিয়ে এসেছে; প্রারব্ধ ক্ষয় হবে। ..... নামের স্থান থেকে শ্বাস-প্রশ্বাসের উদয়। উহা অকল্প। এ সংকল্প-বিকল্পের অধীন নয়; অকল্প। [নিত্যানন্দ মহাপাত্র এলেন। সঙ্গে উড়িষ্যার এক মন্ত্রী এবং তাঁর সাংবাদিক স্ত্রী। মহিলা অদ্ভুত, বিদুষী ও বুদ্ধিদীপ্তা। তাঁদের সঙ্গে কিছু কথা বলার পরে দাদা 'জয়রাম' বললেন 'জয়রাম' বলতে আমি রামঠাকুরকে বুঝি না; বুঝি, যিনি প্রাণারাম, তাঁকে।

আয়, তোকে ভুমার গন্ধ দি। মহাপ্রভু ৩।৪ জনকে এইভাবে দীক্ষা দেন। 'আপনের কিন্তু রেহাই নাই' ঠাকুর একে বলেন।

12.6.72 (শ্রী গোপী বসুর বাড়ী — রামানন্দ মহাপ্রভুর চিত্র আঁকাতে চেয়েছিলেন। মহাপ্রভু জিভ কেটে বলেন, ছি, ছি ; তাই কি হয় ' ? তাঁকে জল-কাদা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি বরাবর জিনিপত্র পাঠাতেন। ৩।৪ বার এসেছিলেন। তিনি ছিলেন স্বয়ম্। ..... বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর এক শিষ্য Paralysis রোগাক্রান্ত। গুরু বলেছিলেন, তিনি মহাপ্রভুকে দেখবেন এবং তাঁর কাছ থেকে নাম পাবেন। তাঁর বোন মীরাদি আজ সকালে একে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। যিনি দাদার পা মাথায় নিলেন। মহাপ্রভুর মূর্ত্তি দেখে তিনি আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন। পরে একে বললেন, 'শেষ সময় আপনাকে দেখবো তো মহানাম শুনবো তো ?' দাদা :— একে নয়, মহাপ্রভুকে। মহানাম শুনতে পাবে।' .....এর প্রারব্ধের যে সাথী হবে সে সত্যলোক পাবে। পড়া বিদ্যা তো স্তিমিত জ্ঞান। মন বিভু আত্মাকে আটকায় ..... এ যখন খুব ছোট তখন এর বাড়ীতে বারোদীর ব্রহ্মচারী, বেণীমাধব, আলেক বাবা (২০০ বছর) যান। আলেকবাবাকে এ বলে, 'এই দেহ রেখেছো কেন' ?

13.6.72 (তদেব) প্রারব্ধের বেগ সহ্য কর্ ; না হলে পশুবলি কেমন করে হবে ? যুগল ভজন কি ? এই একটা রাধা, ঐ একটা কৃষ্ণ ; তাঁদের ভজন ? একটা বস্তুই আমি-তুমি হোল। .... এর প্রেম আধারগত, ব্যক্তিগত নয়।

আমার 'আ' বাদ দে। কালী, দুর্গা সবই এক।.....convert করার ক্ষমতা ত্রিজগতে কারুর নাই। (জনৈক গুরু সম্বন্ধে) এসব দৌরাত্ম্য। অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্তরের লোক। অথচ এই সব দূর হলে ওকে দিয়ে কাজ করানো যায়। [নন্দিনী শতপথী ফোন করলেন ; পরে বিজু পট্টনায়ক ও চন্দ্রমাধব মিশ্র।] এরা মন্ত্রিত্বের জন্য পাগল। বিশ্বনাথকে এ এক বছর মন্ত্রিত্ব করতে বলেছিলেন। তারপরেও বিশ্বনাথ বললেন, তাকে সবাই চায়। কাজেই মন্ত্রিত্ব গেল। ..... এ নিজে কি নাম দিতে পারে না ? কিন্তু, তাতে আচরণটা ঠিক হবে না। ..... এ ঠিক ৯ বছরে বেরিয়ে যায়। পাহাড়ে-জঙ্গলে প্রারব্ধের ভোগদণ্ড সহ্য করতে হয়েছে। অন্নপূর্ণা এসে খাইয়ে দিয়েছে। এ কিন্তু চিনতে পেরেছিল। দুর্গা, লক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী যত সব আছে, তাঁরা এর পায়ে বাতাস করে।

15.6.72 (শ্রীঅনিমেষ দাশগুপ্তের গৃহে) — [এক বিধবা মহিলা এসে তার দুঃখের কথা দাদাকে বললো। সে কোন এক আশ্রমে থাকে ; কিন্তু সেখানে খুব খবরদারি ও দুর্ব্যবহার। দাদা তাকে একটা সিদ্ধাই দিলে সে নিশ্চিন্তে স্বনির্ভর হয়ে কাশীতে বাস করতে পারে। দাদা বললেন, তাঁর কোন ক্ষমতা নাই। বারবার প্রার্থনা সত্ত্বেও দাদার বিরূপতা দেখে মহিলা ক্ষিপ্ত হয়ে কদর্য ভাষায় দাদাকে যা-তা বলতে লাগলো। তাকে সবাই শান্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হোল। অনর্গলভাবে অশ্লীল ভাষায় সে দাদার বিরুদ্ধে নানা কল্পিত কুৎসার কাহিনী বলতে লাগলো। বহু চেষ্টায়

তাকে ঘরের বাইয়ে নেওয়া হলে সে রাস্তায় বদ্ধ পাগলের মতো চিৎকার করে দাদার কুৎসা রটাতে লাগলো। লোক জড়ো হোল। মনে হোল; কিছু লোক ওর দলের যারা আগেই এখানে-সেখানে দাঁড়িয়েছিল। তাদের বুঝাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে দাদার অনুগতেরা ঘরে ফিরে এলেন। বুঝা গেল, কোন সাধুসংঘ মহিলাকে পাঠিয়েছিল। দাদার বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্রের এটাই প্রথম পূর্বাভাস। লক্ষণীয়. caseয়ের প্রধান হোতা এ দিন অনুপস্থিত ছিল যা অস্বাভাবিক। দাদা আগেই বলেন আজ আবার কী ঘটনা ঘটে, কে জানে ?] এইটা (প্রমীলাভিযানের পূর্বজ্ঞান) সুদর্শন। ধৃতরাষ্ট্র। ধৃত মানে 'আসক্ত'; রাষ্ট্র মানে দেহ-মন; দেহ-মনে যে আসক্তিযুক্ত। সঞ্জয় বিবেক। ..... একটি লীলার অবস্থা (ব্রজের কৃষ্ণ); একটি যোগেশ্বর অবস্থা (দ্বারকার কৃষ্ণ); আরেকটি ভাবের অবস্থা (মহাপ্রভু)। একলক্ষ জপ মানে কি সংখ্যা গুণে জপ? তখন লোকের কাজ ছিল না। একলক্ষ্য জপ হবে। তোমার জপের দরকার কি? তিনি তো অষ্টপ্রহর করছেন; তাই শুনতে চেষ্টা করো। [শ্রীবাস্তবকে ফোন করলেন। কিছু পরে ডঃ সেনকে দিলেন। একটু পরেই কেটে গেল।] তুই বেটা অপয়া। ভাবাবস্থা হলে আর activity থাকে না। তাই মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে ৫৮ বছর বয়সে বললেন, 'আমার যাবার সময় হয়েছে। এবার আপনি দায়িত্ব নিন্। গৃহী হোন্।' ৪২ থেকে ৪৮ বছর ৩/৪ মাস পর্যন্ত পূর্ণাবস্থা। তাঁর ও পাকতে সময় লাগে।

16.6.72 (শ্রীমতী রমা মুখার্জিদের বাড়ী) — [মহানামের দুটো শব্দ সম্বন্ধে] একটা যায়, আরেকটা আসে। .....মীরার ভজন কি মীরা লিখেছিলেন? ..... গৌরাঙ্গ মাঝে মাঝে ঘরে জিনিষপত্র পাঠাতেন। তা তিনি নিজে ও জানতেন না। চাঁদির ব্যাপার ছিল না। তবে একবার কাজীকে বহু মোহর দেন। সে তাঁর ঘর ভাঙতে চেয়েছিল। পরে অবশ্য কাজী তাঁকে দেখে ইনসাল্লা' বলে লুটিয়ে পড়েন। রূপ-সনাতন যদি আগে converted হতেন, তবে ৫০০ বছর আগেই ভারতের ইতিহাস হোত অন্যরূপ। কবিরাজ মশাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীজীব প্রভৃতির চেয়ে অনেক বড় ; শংকরের চেয়েও বড়। ..... পূজার সময়ে দেহটা পড়ে থাকে। রাম এ'র কাজের ভূমিকা রচনা করেছেন। ..... যুধিষ্ঠির, বিদুর প্রভৃতি অর্জুনের চেয়ে বেশি ধার্মিক ছিল না? ..... (জানকীবাবু সম্বন্ধে) এইটুকুই প্রয়োজন ছিল, অহংকার দূর করা।

18.6.72 (দাদার বাড়ীতে) [শ্রীরামনাথ গোয়েঙ্কা, ডঃ মিসেস্ শ্রীবাস্তব, শ্রীমতী সুশীলা মণ্ডল উপস্থিত। ডঃ সুদর্শনম্ দেখা করে চলে গেছেন।] বহু লক্ষ বছর আগে নারদ প্রহ্লাদকে 'দীক্ষা' শিখান, নবোত্থান যোগ শিখান। 'যুক্তং নবশক্তাঞ্জনম্'য়ে নাম দেখা যায়। দীক্ষা শব্দের তখনি উৎপত্তি। দীক্ষা পেলে দক্ষিণা দিতে হয়। আস্বাদনযুক্ত স্মরণই দক্ষিণা ; বৃন্দাবন করার আকাঙ্ক্ষাই দক্ষিণা। মন মঞ্জরীযুক্ত অবস্থায় গোবিন্দের রস আস্বাদন করে। এই বৃন্দাবনে বাস। মনটা বিবাহ করে। গোবিন্দের যেখানে বাস, তাইতো

ধর্মক্ষেত্র। মহানন্দযুক্ত বিবেক সঞ্জয়। 'যুক্তং পঞ্চেন্দ্রিয়ং পঞ্চপাণ্ডব-মাত্মস্ততম্'। সবারই চরিত্র খারাপ যতক্ষণ না চরিত্রবানের সঙ্গ হয়। 'ন তত্ত্বমাত্মাভ্যুদম্'। ..... (জনৈক ব্যক্তিকে) তোকে আমার বেদব্যাস করবো। ..... মহাপ্রভু চলে যাবার ৫০/১০০ বছর পরে সব লেখা হয়েছে। ..... এর বাবা ছিলেন ডাক্তার, খুব বাক্‌পটু ছিলেন। গীতা, গৃহে ভাগবত পাঠ ছিল। বংশের একজন সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। একজন প্রভু জগদ্বন্ধুর শিষ্য হয়েছিলেন। ..... ১৯৪৪ য়ে এ পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ গায়ক্‌রূপে পরিচিত ছিলেন। ..... গীতায় মাত্র ২৭টি শ্লোক। (গোয়েঙ্কাকে) তোমার বাড়ীতে একটি সত্যনারায়ণ পূজা করো। (জনৈক ব্যক্তিকে) তুমায় থেকে একটা পূজা করা যাক্ ;সমস্ত বাড়ীটা দুলবে।

19.6.72 (শ্রীগোপী বসুর বাড়ী) ৩০ বছর জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ। কৃষ্ণ abscond করেছিল। রুক্মিণী হরণের ফলে সবাই কৃষ্ণের অস্তিত্ব জানলো। দ্বারকার কৃষ্ণ তামসিক রস নিয়ে ছিল দেহটাকে protect করার জন্য। একটা আবরণ দরকার। কিন্তু, ব্রজের কৃষ্ণ মধু, লীলাময়। তাই নন্দনন্দন বা ব্রজেন্দ্রনন্দন। একই কৃষ্ণ। ব্রজেই নাম নামী অভিন্ন। নামের ভাব গদাধরশক্তি, রূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ধারা অবতারশক্তি, স্বয়ং নাম শ্রীকৃষ্ণ। এ'র কিন্তু কংসবধ করতে ২ মিনিট বা ৫ মিনিট লাগে। ..... আগে সব চোচা বোচারা ভার নিয়েছিল। এখন আর তাদের দিয়া চলবে না (আসন্ন ভবিষ্যের ইঙ্গিত ?) কারন, এ'বইতো ৭০/৮০ বছর থাকবে। .....

নিখুঁত হলে পরে অভাব হয় না। সত্যনারায়ণকে দিয়ে লিখিয়ে দেবো। ..... ৫।৬ বছর বয়সে মায়ের সঙ্গে শুয়ে রাত্রে। বাবা পৃথক্ বিছানায়। ভোরে বাবা বললেন ঃ সারা রাত ঘুম হয়নি। ও সারারাত আমাকে গীতা, ভাগবত শুনিয়েছে। ..... অনাসক্ত আনন্দের চেয়ে আর কি ভালো আছে ?

21.6.72 (তদের) ব্রজের কৃষ্ণ বহু লক্ষ বছর আগের। দ্বারকার ৩৯০০ বছর আগের। ..... ভাই দাঁতের মতো। মূল দিতে যেয়ে শূল দেয়।

23.6.72 (তদের) উদ্ধার কি রে ? এখানেও আনন্দ করবো, সেখানেও আনন্দ করবো। ..... ভগবান্ই ভক্ত হন। জীব কি প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বা পাণ্ডব হতে পারে ? পাণ্ডব মানেই দুঃখ। শ্রীকৃষ্ণ কি দুঃখই না ভোগ করেছেন, বিশেষ করে পাণ্ডবেরা যখন বিরাটনগরে ছিল। ..... চরিত্র মানে দৃষ্টিভঙ্গী থাকা। Action reaction আছে তো ! প্রকৃতিকে বর্জন করলে সে আমার কাছে আসবে কেন ? নাম করতে করতে নাম যখন প্রকাশ পেলো, তখন নামী হাজির হলেন। দেহটি প্রসাদী হয়ে গেল। তাই চন্দনের গন্ধ। [এটা শ্রীযুক্ত পরমানন্দের পুত্র শ্রীনারায়ণের প্রয়াণ—কালীন ঘটনা]। ..... মহাপ্রভু টোটা জগন্নাথে লীন হয়ে যান। সমুদ্রে যেতে পারেন না। ঐ ভাব যখন এসে যায়, তখন অন্যে তাঁকে দেখবে কেমন করে ? তবে ওভাবে না গেলেও পারতেন। ভক্তদের দেহটি দেখবার ইচ্ছা হয়। তাই রাম দেহটি রেখেছিলেন। পরে অবশ্য নিয়ে নিলেন।

26.6.72 ওঁ কৃষ্ণতত্ত্বের অতীত ; উহা ত্রিশূন্য অবস্থা। [গতকাল গোয়েঙ্কার বাড়ীতে পুজায় বিরাট্ এক নানা রংয়ের সন্দেশের আবির্ভাব। তাতে তামিল ও ফার্সীতে গোয়েঙ্কার হাতের লেখা ফুটে উঠে। দাদাও ইরানী আলো নিবিয়ে একটা ঘরে আছেন। রামনাথ যেয়ে বললেন, আলো জ্বালি ? দাদা বললেন সূর্যদেব! একটু আলো দিন না। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘর সাদা আলোয় ভরে গেল।] ..... [দিনকরের সঙ্গে কথা।] ..... এই সব রোগ তো হবার কথা নয়। আমার আর থাকার প্রয়োজন নাই। সত্যটাকে প্রকাশ কর্। শ্রোতাঃ— আমার প্রয়োজন কি ? দাদা ঃ– একদিক্ দিয়া সত্যিই প্রয়োজন নাই। শ্রোতা ঃ—একসঙ্গেই চলে যাওয়া ভালো। দাদা ঃ—তাই শেষ পর্যন্ত হবে।

27.6.72 (শ্রী গোপী বসুর বাড়ী) জীব সত্যনারায়ণ হতে পারে না। কৃষ্ণ কৃষ্ণই থাকে। জীব আর সব হতে পারে। ভূমা থেকে যখন অবতরণ করে, তখন কৃষ্ণতত্ত্ব পর্যন্ত নাবতে পারে ; তবে তাঁর সঙ্গে অন্যেরাও থাকে ; প্রকৃতিও থাকে। (ভূমা সম্বন্ধে) অপ্রকাশ ; কিন্তু, প্রকাশও ; এ অবর্ণনীয়। এটা জড় নয় ; কিন্তু, মনের অতীত। .....অনন্ত হয়ে যায়। কবিরাজ মশাই আবার টালি বালি কথা বলেন. এ মুহূর্ত্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে পারে।' ..... দেবতারাও ত্রাহি, ত্রাহি করছে। কেউ কিচ্ছু জানে না। সব লোক interrelated. কাজেই পৃথিবীতে অশান্তি হলে স্বর্গাদিতেও অশান্তি হবে। ..... দেহটাতো উনিময়।

2.7.72 (দাদার বাড়ী) এতো দেখেও ওর অহংভাব গেল না। এ বিষয়ে ..... উৎকৃষ্ট । ওঁরা সব সময়ে এর কাছে থাকেন, কথাবার্ত্তা হয়। রাম বলতেন, 'উৎ' মানে আলোক, 'সব' মানে থাকা। এ বলছে, 'উৎ' মানে ত্যাগ, 'সব' মানে দেহ। সত্য, ত্রেতাদি যুগে ও নামৈব কেবলম্। প্রাপ্ত মহানাম ছাড়া (অর্থাৎ তারকব্রহ্ম নাম দিয়াও) উদ্ধার সম্ভব নয়। যে সব ন্যাংটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে, তাদের সঙ্গেই প্রেম চলে। গৌরাঙ্গকে শত পাঁচে লোক মেনেছিল। সে সাধু সন্ন্যাসীকে convert করলো কৈ ? ..... নামরূপী কৃষ্ণ জরাব্যাধি-হীন। [শ্রীরাম ও বেচারাম পয়েন্টসম্যানের কাহিনী বললেন।] শ্রীরাম হেঁয়ালীতে কথা বলতেন। ..... এর সংযমটা স্বভাব ; অন্যের অভাবের সংযম।

4 7.72 (শ্রী গোপী বসুর বাড়ী) কবিরাজ মশাই যে বলেন, অখণ্ড মহাযোগের ফলে এ যুগে দেহটা অমর হবে. তা হতে পারে না। জড়টা জড়ই থাকে ; মনটা চিন্ময় অর্থাৎ তাঁতে হয়ে যায় ; পৃথক্ সত্তা থাকে না। চিদানন্দ দেহ হতে পারে না। এই গেল, আবার এই এলো, —এ রকম হতে পারে।

5.7.72 (তদের) কোন যুগে এরকমটি আসেনি। এর মধ্যে সত্যনারায়ণ নির্বিকার হয়ে আছেন, কৃষ্ণ বিভূতিযোগ প্রয়োগ করছেন, মহাপ্রভু প্রেম দিচ্ছেন। ..... মীরাবাঈ আর কতটুকু পেয়েছে ? রুবি (বসু ; চিত্রপরিচালক শ্রীসত্যেন বোসের স্ত্রী) যা পাচ্ছে, তার তুলনা নাই। ..... সত্যনারায়ণ সবাইকে দিয়ে

লেখাচ্ছেন। অর্জুন শেষে গাণ্ডীব তুলতে পারল না। ..... এখন লিখতে বললে পারবে কি ?

7.7.72 (তদেব) [বাংলাদেশের নষ্টামি প্রসঙ্গ] কৃষ্ণ ও বঙ্গদেশে পাবনা পর্যন্ত এসে দেখলেন 'বাসুদ্রেব'কে (পৌণ্ড্রক), আর ধুবড়ীর কাছে 'নরক'কে। ..... জপ-তপ করে বিভূতিযুক্ত কৃষ্ণ পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু, ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায় না।

9.7.72 রামকে কেউ বুঝতে পারেনি, দেখতে পায়নি। এ একবার দেখা করেছিল। তখন রাম বলেন 'আপনে কিছু খায়েন'। এর কি দেখা করার দরকার আছে ?

(শ্রীমতী মিনতি দের বাড়ী) [জনৈক গুরুজী ফোন করে বললেনঃ আমাকে এখানকার লোকেরা আটকে রেখেছে ; উদ্ধার করুন। দাদা তাঁকে 'রাম, রাম' করতে বলেন।] ৫০ কোটি লোককে জানানো হয়ে গেছে। এর পরে এর চেয়েও বড়ো একটা ঢেউ আসছে। ..... যারা প্রণাম করে, তাদের মন আছে। কিন্তু, যাকে প্রণাম করে, তার তো মন নাই। কাজেই অসুখ এসে যায়। ..... Motion থাকলেই Emotion থাকবে।

10.7.72 (শ্রী গোপী বসুর বাড়ী) তোদের ভাষায় গল্পচ্ছলে বলছি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ। কৃষ্ণ ব্রজে গিয়েছেন। বৃদ্ধ অর্জুন রোজ morning walk করেন ; সঙ্গে গাণ্ডীব। গোমতীতীরে গিয়ে দেখেন, গোপকন্যারা জলকেলি করছে আর হাসছে। অর্জুন ভাবলেন, তাঁকে দেখে হাসছে। ক্রুদ্ধ হয়ে বাণের পর বাণ নিক্ষেপ করলেন ; সব বাণ শেষ। ওরা হেসে চলেছে। ওদের গায়ে বাণ লাগেনি। পরাজিত অর্জুন কৃষ্ণের কাছে গেলেন। দেখেন, কৃষ্ণদেহ

শরবিদ্ধ। কৃষ্ণ বললেনঃ—অর্জুন! আর কেন? জীবন তো অস্তগামী; এবার অহংভাব ত্যাগ করো। তারপরে কৃষ্ণের তিরোধানের পর অর্জুনকে সাধারণ বস্তির লোকেরা পরাস্ত করলো। তবু অহংভাব গিয়েছিল কিনা, কে জানে? তোরা তো আবার ব্রজের কৃষ্ণ আর দ্বারকার কৃষ্ণকে এক মনে করিস্। ..... ভীষ্ম যখন নাগাস্ত্র ছাড়লো, তখন অর্জুনের রথ ২ ফুট পিছিয়ে গেল। কৃষ্ণ বললেন, তোমার সাধ্য কি এই অস্ত্র হতে আত্মরক্ষা করো? অন্যের রথ হলে ১০০০০ ফুট সরে যেতো। অশ্বত্থামা ..... বস্ত্রবাণ ছুঁড়লো যা সূর্যকে আবৃত করে দিতে পারে। সবাই পিছনে ফিরলো কৃষ্ণাদেশে। ভীম বললো, মরতে হয় বীরের মতো মরবো; পিছনে ফিরবো না। সহজ, সরল লোকটিকে কৃষ্ণ রক্ষা করলেন। এ'সব তোদের ভাষায় বলছি। আসলে সব ঘটনা কিন্তু অন্য রকম। তোরা বলিস্ মনিপুর; এ বলে চীন। সেই দেশের চিত্রাঙ্গদার ছেলে অর্জুনকে মেরে ফেললো। কৃষ্ণ বাঁচিয়ে দিলেন। ..... সত্যটা কিন্তু চঞ্চল; বেশি বিষয়াসক্তি হলে চলে যায়। তিনি প্রকৃতিতে থেকেও নেই। কিন্তু, প্রকৃতির নিয়মতো মেনে চলতে হবে। জরা, ব্যাধি ইত্যাদি হবে। তবুও একসঙ্গে বহু জায়গায় প্রকাশ পান। কিন্তু, প্রকৃতি প্রকৃতিই থেকে যায়।

11.7.72 (তদেব)—(জনৈক সম্বন্ধে) এ বাবা। [প্রতিভা সিংহ প্রথম দিন এসেই মহানাম পেলেন। দাদা ওকে খুব আদর করলেন।] এ (শ্রীগুণদা মজুমদার) খুব ভালো বলতে পারে। ..... বিধবা মানে কি? ধব মানে দেহী; বিধবা মানে বিদেহী। তিনিই একমাত্র স্বামী।

12.7.72–দ্রৌপদী ছিল কৃষ্ণপ্রেয়সী, পাণ্ডবেরা দ্বাররক্ষক ছিল। অহংভাব ত্যাগ করে নামের দাস হয়ে থাক। পাপ-পুণ্য কিছু ভাবতে হবে না। মনের সঙ্গে মনের ভালবাসা কেমন করে হয়? দেহটা রথ; রথটা জগন্নাথের বলা যেতে পারে। গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ খিচুড়ীর (লাবড়া খিচুড়ী) প্রবর্ত্তক। কলিতে পাপ পুণ্য নেই; নামৈব কেবলম্। পাণ্ডব তাঁরা, যাঁরা ব্যাসকাশীতে যান না। পুরীতে মহাপ্রভুর পায়ের ছাপ, গরুড়স্তম্ভে আঙ্গুলের দাগ সব বাজে। এই সব (ডঃ সেনকে দেখিয়ে) বৈষ্ণবাচার্যেরা টাকা দিয়ে প্রণাম করে আসেন। এই দেখ্ বৈষ্ণবের গন্ধ। জীবের সঙ্গে কি জীবের প্রেম হতে পারে?

14.7.72 (শ্রীগোপী বসুর বাড়ী) এই ভাবে এক সঙ্গে অনন্ত ভুবনে আছেন। পুরী যেতে হবে ঋণ শোধ করতে। ..... আনন্দকুমার সেন, আর ত্রিকোণ শাস্ত্রী। যদি কেউ মনে করে, তাঁর কাজ করছি, তাঁর উপকার করছি, তার আসার দরকার নাই। এরকম নিরপেক্ষ কখনো আসেনি। ..... মহাপ্রভু ভক্তদের 'আপনে' বলতেন। ..... তিনি তাঁকেইতো মুক্ত করছেন।

17.7.72 (শ্রীমতী হেনা বসুর নোটবই থেকে নেওয়া দাদার বাণী) ঋগ্বেদের সময় থেকে দুরকম ব্রাহ্মণ :— ১) অধ্যয়ন-অধ্যাপনা; ২) ব্রহ্মজাত : ব্রাহ্মণ :। কপিল সুতাশ্যামন, রমত্রোনা —এঁরা ছিলেন উর্ধ্বে। চাষ বাস যারা করতেন, তারা শূদ্র। পুলিশদের 'ক্ষত্র' বলতো। ..... ষড়ঙ্গ ঋক্ পরে বললেন, soldier দের ছোট থেকে নিয়ে যেতো। এর পরে আসলো Rectification, পরে

এলো জাতিভেদ। চূড়ান্ত ভেদ ; এটা after কুরুক্ষেত্র। এরপর সমস্ত লোপাট হয়ে গেল world war য়ের ফলে। ৬ ভাগের মধ্যে ১ ভাগ বেঁচে রইলো। মুষ্টিমেয় এরা পঙ্গু হয়ে গেল। এবার এলো আদি ভাষা। তখন civilization বলে কিছু ছিল না। তখন তাঁরা যে পুস্তক লেখা আরম্ভ করলেন, তা আজ চলে আসছে। 'দাদা' সংস্কৃত শব্দ। প্রথম 'দা' দ্বাদশ ধাতু থেকে উৎপত্তি। দেদীতনাং দিত্বা'। যিনি দিয়েই এসেছেন। দ্বিতীয় দা—নামে নিমজ্জিত অবস্থায় এসেছেন এবং নামই ধরিয়ে দিচ্ছেন। ..... মহাপ্রভু ছিলেন চৈতন্য স্বরূপ; কৃষ্ণ ও তদ্রূপ; উনি তাও ছিলেন না। ... এরা নাম পেয়েছেন সত্যনারায়ণ থেকে। এখানে কিন্তু দেওয়া পাওয়ায় কোন ব্যাপার নাই। তিনিতো অষ্ট প্রহরই ডাকছেন। আমাদের চাই শুধু তাঁকে স্মরণে রেখে কর্ম করে যাওয়া। চাই দৃষ্টিভঙ্গী আর চরিত্র। এ sign করে দিতে পারে, তোদের নিত্যপুরুষ এসে নিয়ে যাবে। ঠাকুর সব সময়ে বলছেন, এদের পরমানন্দ প্রাপ্তি হবে।

18.7.72 (শ্রীগোপী বসুর বাড়ী) গঙ্গটা কি নদী ? গঙ্গা মহাজ্ঞান; অনন্ত ভুবন পরিবেষ্টিত করে আছেন। শূন্যস্থানে আল্ গা-ভাবে কাশীক্ষেত্র; তাকে বেষ্টন করে গঙ্গা প্রবাহিত। ..... আধুনিক সংস্কৃত ২২।২৩ শত বছরের পুরানো। কুরুক্ষেত্রের কাহিনী বুদ্ধজন্মের হাজার বছরেরও আগের। [একটা চামচিকা ঘরের ভিতরে এলো। দাদা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ওর সময় হয়ে এসেছে। সে বার দশেক ঘুরে ফ্যানের ব্লেডের আঘাতে মারা গেল।] মহানাম পেলে চেহারা পাল্টে যায়। গীতা বুদ্ধের পরবর্তী। সবাই এসে বলছেন, আপনি থাকুন। এখানেও জ্বালা ভোগ করছি, সেখানেও জ্বালা ভোগ করছি।

19.7.72 (তদেব) ..... আজই দিনে ১টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ঘুমিয়েছেন; অস্বাভাবিক ব্যাপার। এর মধ্যে প্রায় ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত আমেরিকায় পূরবীকে (ভারতীয়া) জড়িয়ে শুয়েছিলেন। ওখানে তখন শেষরাত হবে।..... বোধ হয় ১৯৬৭ তে উৎসবের জন্য দুই বস্তা fine চাল এলো কোত্থেকে, কেউ জানে না। আমের দরকার। ডঃ মৈত্রকে বললাম, দেখ্, তোর গাড়ীতে দুই ঠোঙা আম রয়েছে। [এইভাবে উৎসব হয়ে গেল। দুর্বাসার আগমন বাহিনীও বললেন।] আমি-তুমি তো শোষণ-নীতি। আমিতো একটাই দেখছি। আর সব ফাক্কা।

22.7.72 (তদেব) যাকে তোরা সামনে দেখছিস্, সে তোদের এসে নিয়ে যাবে। ..... ছেলেবেলায় বিছানায় কোলবালিশ শুইয়ে নৌকা বেয়ে গিয়ে নট্টকোম্পানীর যাত্রা শুনতাম। জম্মুরার ফুটবল খেলতাম।

3.8.72 (শ্রীমতী মিনতি দের বাড়ী) দেখ, বোম্বেতে, লক্ষ্ণৌয়ে, পাটনায় মহান্ ইচ্ছায় যা হবার হয়েছে। কিন্তু, কর্তৃত্ব করে, সাধ্য-সাধনা করে নিজে যা করতে গিয়েছি, তার ফলে এই রোগ। এই প্রথম সমন জারী হোল। (ডঃ সেন)—প্রকৃতির জিনিষ প্রকৃতিকে দিয়ে দিলেই হয়। দাদাঃ তোমার কাছে এ রকম কথা আশা করি নি। পরের বাড়ীতে এসেছি। একদিন ছেড়ে যেতেই হবে। কাপড়টা এখানে ছিঁড়লো, সেলাই করলাম। আবার আরেক জায়গায় ছিঁড়লো, তাও সেলাই করলাম। আসলে এক জায়গায় নয়, সব জায়গায়ই ছেঁড়া। কাকে রোগ দেবো ? সাধুসন্তরা মহাযজ্ঞ করছেন একে শেষ

করার জন্য। তাতে এর কী হবে ? ..... আজ chief gustice শংকরপ্রসাদ মিত্র সস্ত্রীক নাম নিয়েছেন। আনন্দমূর্ত্তি এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী নাম নিয়েছেন। তোকে (ডঃ সেন) contact করার অনেক চেষ্টা করেছি। আমি তো খুব যাতনা পেয়েছি। তোদের কী হয়েছে, জানি না।

4.8.72 (তদেব) —[প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। বারান্দায় অনেকে দাঁড়িয়ে। দাদাও।] দাদাঃ—আচ্ছা বৃষ্টিটা থেমে যাক্। যা, এবারে তোরা চলে যা। বৃষ্টি তো থেমে গেছে। [পরের দিন দাদা বললেন, (বরুণদেব) বললেন, বড় কষ্ট পেলাম।]

5.8.72 (তদেব) [বোম্বে থেকে অভিদা Trunk call করে বললো, একজন Top industrialist Dr. B. k. Shah কে বললেন, মহাযোগী দাদাজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন। অভি বললো, উনি মহাযোগী নন, Supreme. তাঁকে সে একটি সত্যনারায়ণের ফটো দিল এবং রাম, রাম করতে বললো। ভদ্রলোকের স্ত্রী খুব অসুস্থ। সেদিন রাত ১২টা / ১টার সময়ে ভদ্রলোক সিনেমা শোয়ের মতো দেখলেন, একটি রাস্তা,— নাম Carter Road. সেখানে একটি বাড়ীতে অভি ভট্টাচার্যের name plate. বাড়ীর সিঁড়িতে দুটি বালকের আবির্ভাব। তারা পরিচয় দিল, গোপাল ও গোবিন্দ। উনি জিজ্ঞেস করলেন, দাদাজী কে ? উত্তরঃ দাদাজী supreme. তাঁরা প্রশ্ন করলেন, দাদাজী কোথায় ? তখন একটা দরজা দিয়ে বৃদ্ধ শ্রীরাম বেরিয়ে এলেন। কিছুক্ষণ পরে আরেক দরজা দিয়ে দাদাজী বেরিয়ে এলেন আশীর্বাদের ভঙ্গীতে। পরের দিন সকালে অভির

বাড়ী এসে সব কিছু locate করলেন। স্ত্রীর অসুখ সেরে গেল। দাদাঃ দেখলি তো, অভি কাদের নিয়ে ঘরসংসার করছে! ও আমারও নমস্য। এতে এর কর্তৃত্বও নাই. কৃতিত্বও নাই।

6.8.72 (তদেব) তোরাই তো অবতার শক্তি। গোপাল, গোবিন্দ—একজন দেয় ব্রজের সন্ধান্, আরেকজন ব্রজাতীতের। দৃষ্টিভঙ্গী আর চরিত্র। বভ্রুবাহনের কাছে অর্জুন পরাস্ত হোল। পরাজয়ে যজ্ঞ পূর্ণ হোল।

11.8.72 (তদেব) ডেরিয়ানের নাতি যাজ্ঞবল্ক্য। ব্যাস-শুক ও তাঁর মধ্যে ১৭০০।১৮০০ বছরের ব্যবধান। আনন্দব্যাস, বিরজাব্যাস, আরও অনেক ব্যাস। এখনও ব্যাস আছেন। দ্বাপরের ঋক্ এবং কিছু তার পূর্বের ব্যাস সংগ্রহ করেন। বেদ বড় জোর ৭।৮ হাজার বছর আগের। তাঁকেও বাসনা নিয়ে আসতে হয়; নতুবা আসা যায় না। মহান্ ইচ্ছাটাই বাসনা।

13.8.72 (তদেব) ত্রয়ম্বুর মহাযজ্ঞ থেকে নারদ কৃষ্ণের রাস লীলার কথা শুনলেন। তোরা বলিস্, দ্বাপর। কিন্তু, তা নয়। নারদ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে জানালেন। কিন্তু, তাঁরা সেখানে ঢুকতে পেলেন না। শিব কেমন করে ঢুকবে? সে তো অহংভাবাপন্ন! যে শিব গোপী হয়ে ঢুকলো, সে তো তিনিই হলেন।

19.8.72 (দাদাজীর বাড়ী) লববাবু, কালীসাধক আপ্তাবুদ্দিন; নাগমশাই, মনোমোহন বাবু, বসন্ত সাধু, বৈকুণ্ঠ সাধু—সবাই দেশের কাছাকাছি ছিলেন এবং বহুবার সাক্ষাৎ হয়। [মনোমোহন বাবুর

উৎসবের কাহিনী বললেন।] ৪ জন লাঠিয়াল এসে খাবার বোঝাই নৌকার খবর দিল। তারা মারতে আসেনি। এখানে অহংকার ছিল না। খাবার সময় হলে খাবার এলো।

20.8.72 (শ্রীমতী মিনতি দের বাড়ী) 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ' —এটা তোমাদের যুগের। আদি ভাষায় কিন্তু এটা এইরূপ ঃ— 'নিমিত্তায় নাত্মায় নাত্মচ্যুতম্'। ..... বসন্ত সাধু এর মাকে বলতেন, মাঠান, পরে দেখবেন, ছেলে কি হয়।

23.8.72 ধ্রুবপিতা উত্তানপাদের গুরু নেহুত্রোণম্। ..... গোপীনাথকে আমি হাজার হাজার বছর ধরে চিনি; ওরকমটি আর জন্মায় নি। ওতো ব্যাস! শ্রীজীব ওর পায়ের নখের সমান।

28.8.72 গোপীনাথ গৌরাঙ্গের সময়ে ছিলেন। কৃষ্ণের সময়েও ছিলেন। অরবিন্দের সঙ্গে এর সাক্ষাৎ হয়েছিল। অর্জুন প্রায় শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাস করেছেন। গোপীনাথ প্রেমিক; ওর তুলনা নাই।

29.8.72 [ডঃ কে, এস চৌধুরী এবং Madras Tribunal য়ের Judge (উড়িষ্যার প্রাক্তন chief justice) উপস্থিত। দাদা নানা কথার পরে বলতে শুরু করলেন ঃ—] যাঁর জন্মাষ্টমীর কথা বলছি, তাঁর কি জন্ম-মৃত্যু আছে? সে কি মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে? ওঁর (শ্রীরাম) কথা জানি। ওঁর বাবা-মা খুব রাম-নাম করতেন। একদিন জঙ্গলে ওঁকে দেখলেন, ওঁর বাবা। ওঁর মায়ের গর্ভের মতো হোল। তারপরে একটা নাই বেরুলে সেটা ফেলে দেওয়া হোল। বাবা জানতে চাইলেন, নাই কোথায়। জঙ্গলে গিয়া দেখলেন,

শৃগাল-পরিবৃত হয়ে সেটা পড়ে আছে। তাতে দুই শিশু, —রাম, লক্ষ্মণ। এর জন্মের কথা এর মা জানতেন। তোর বৌদিকে জিজ্ঞেস কর। (বৌদি বললেন না)। ..... প্রভু জগদ্বন্ধু নিজেকে 'শ্রীমতী' বলতেন। তিনি যথার্থ অবতার। আর যোগীদের মধ্যে বারোদীর ব্রহ্মচারী। বিজয়কৃষ্ণ সাধক ছিলেন। সাধনায় কি তাঁকে পাওয়া যায়? তৈলঙ্গস্বামী খুব উচ্চস্তরের ছিলেন। কৃষ্ণ প্রভৃতির কি রক্ত-মাংসের শরীর? অবশ্য দেখতে সেইরকমই। 'যদা যদা হি' শ্লোক নিয়ে অনির্বাণের সঙ্গে এ আলোচনা করে। জে কৃষ্ণমূর্ত্তির সঙ্গে মার্চে রোম্বেতে সাক্ষাৎ হয়; সে converted হয়। ..... শ্রীজীব কি জানে? বিজয়কৃষ্ণ সাধক ছিলেন; ভক্ত ছিলেন রামপ্রসাদ।

1.9.72 মহাপ্রভু ভয়ংকর eccentric ছিলেন; নিরপেক্ষ।

2.9.72 (শ্রীমতী মিনতি দের বাড়ী) —বাবা নরেন দত্তকে ভালো বলতেন; রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিন্তু স্পষ্ট ধারণা ছিল না। শিশির বাবু ঘোষ) অপূর্ব; তিনি সাধক ছিলেন। মহাপ্রভুকে ভক্ত বলা চলে (একদিক্ থেকে)। জগদ্বন্ধু, লোকনাথ, তৈলঙ্গস্বামী বা লাহিড়ী মশাই সম্বন্ধে এ কিন্তু ভেবে বলে। অন্যের সম্বন্ধে নয়। [শ্রীযুত রামদাস বাবাজী অন্তিম সময়ে নাম গান করতে বললেন। কোন অসুখ ছিল না। হঠাৎ বললেন, ঐ তো এসে গেছেন; ঐ তো গৌর এসেছেন। তারপর 'ভজ নিতাই গৌর' একবার বলে ঢলে পড়লেন। অমৃতবাজার গোষ্ঠির শ্রীশান্তি ঘোষের বিবৃতি। তারপরে শিশির বাবুর দেহরক্ষার বিবৃতি।] দাদা ঃ—ঐ রকম হলেই তো হোল? আমাকে

তো কবরখানায় রেখে এসেছি। ..... এদের কেউ সূর্যমণ্ডল ভেদ করতে পারেন নি। মহাপ্রভু করেছেন। ব্রজের পরে সূর্যমণ্ডল, তারপর কৈবল্য। ব্রজের আগেও একটা কৈবল্য ধাম আছে। [কাশীতে নরমুণ্ডির আসনের কৌতুকাবহ বিবৃতি।]

7.9.72 [ডঃ সেন বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতির ছবি দেখালে দাদা বললেন,] অপূর্ব প্রেমিক ! ডঃ সেন ঃ— নিশ্চয় ... অনেকের চেয়েই অনেক বড়ো ? দাদা :— আরে দূর ! এঁরা অনেক, অনেক উচ্চ স্তরের। বসন্ত সাধু প্রভৃতিও।

16.9.72 (শ্রীমতি মিনতি দের বাড়ী) [পরমানন্দ ও গঙ্গাশরণ (এম্, পি,) আসেন।] রাম. মহাপ্রভু সবাই একে বার বার বলছেন, "আপনে শুধু দিয়ে যান। কে কি করছে. আপনের দেখার দরকার নাই।"

19.9.72 (তদেব) [শ্রীযুক্ত সুনীল ব্যানার্জি বললেন, দাদা বলছেন, যাত্রা শুরু হোল।] (কংসবধের কাহিনী) কংসও কৃষ্ণকে ভালোবাসতো। কিন্তু, যখন অহংভাব পূর্ণ হোল, তখন দেখলো, তার আশপাশের সবাই কৃষ্ণের পক্ষে। তার শ্বশুরও তার উপর চটে গিয়েছিল। ..... বধটা কি ? অহংভাব ত্যাগ। উৎসবটা কি ? দ্বাপরে ভাগবতে already বলা হয়ে গেছে। তোরা না বুঝলে আর কি করা যাবে ? ..... রাণারা নেপালাধীশকে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা গুণদার কাছে খোঁজ করে কোন সন্ধান পাননি। পরে ত্রিপুরার

মহারাণীর কাছ থেকে সন্ধান পেয়ে আসেন। লণ্ডনে রাণার ছেলের দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁর ইচ্ছায় ভালো হয়ে গেল। ..... রাধা-কৃষ্ণ দুজন হলেও তাঁদের আস্বাদনটা এক।

28.9.72 (শ্রীমতী মিনতি দের বাড়ী। পরে শ্রীঅনিমেষ দাশ-গুপ্তের বাড়ী) [জনৈক ব্যক্তিকে] তুই, শুক্লা আর শ্রীবাস্তব থাকলেই হোল। তোরাইতো নারায়ণ. তোরাইতো পূর্ণকুম্ভ। সমদর্শী হলে কি রোগ হতে পারে ? ..... সবার জন্যে এক নিয়ম, এর জন্য আলাদা নিয়ম, —এতো হতে পারে না। ..... লক্ষ মিথ্যা কথার দ্বারাও যদি সত্যপ্রতিষ্ঠা হয়, তবে তাই করতে হবে।

30.9 72 (তদেব) তাঁকে মনে রেখে সব করে যাবি, পাপ-পুণ্য আবার কি ? 'অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ। সঃ সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ণ চাক্রিয়ঃ ॥' 'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। ততো যোগায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপস্যসি ॥' .... ইন্দ্রিয় গুলো মানছে না; কি করা যাবে ? ..... আত্মীয়রা সবাই বললেন নেশা ছাড়তে। এ বললো, নেশাটাই এর পেশা; এ নেশা ছাড়বে না। কিরে, ঠিক বলিনি ? (রুবিদিকে) এই বস্তাটাকে নিয়ে যাবি না ? যাবার পথটা যখন পেয়েছি. সবাইকে নিয়ে যাবো. একা যাবো কেন ? 'প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামাঃ। মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ ॥'

1,10.72 (তদেব) এই level য়ে থেকে মন্ত্র দিতে পারে না। আর এই level য়ের উপরে গেলে মন্ত্রটা তোমারও নয়, আমারও

নয়। [শ্রীযুত দীনেশ ভট্টাচার্য ও শ্রীযুত যতীন ভট্টাচার্য দাদার পরম অন্তরঙ্গ, দীর্ঘদিনের সঙ্গী। তাঁদের বৃন্দাবন-ভ্রমণ কাহিনী; বিড়লা মন্দিরে গোপালের স্থানে দাদাদর্শন।] দাদা :— এগুলো কিন্তু কেউ করে না। মনের অতীত হলে মহান্ ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা যুক্ত হয়; তার ফলে ঐ সব দেখে। ..... একটা জায়গায় খালি গন্ধ। সেখানে যাবার চেষ্টা কর। (জরাসন্ধ-বধ কাহিনী) সাত দিন ধরে যুদ্ধ। পরে কৃষ্ণ পাতা ছিঁড়ে দেখালে ভীম জরাসন্ধ-বধ করলেন। এটা কি ম্যাজিক ? পি, সি, সরকারের ব্যাপার ? ভীম জরাসন্ধের পা ধরলো কেমন করে ? এতোক্ষণ অহংভাব নিয়ে যুদ্ধ করছিল। যেই অহংভাব গেল, জরাসন্ধ পরাস্ত হোল। ..... অর্জুন ছিল ইন্দোনেশিয়ায় সপ্তদ্বীপ রাশিয়ার কাছাকাছি। ভীম ছিল কাবুলে। ..... অর্জুন বলছে, এ কী ব্যাপার। ভীষ্ম চোখের পলকে ১০ হাজার সৈন্য বধ করছে! ..... কর্ণের রথে ৬টি ঘোড়া ছিল; মানে six horse power য়ের ছিল তাঁর plane অর্জুন নেবাম বাণ ছুঁড়লেন; তাতে plane য়ের পিছনটা ভেঙ্গে গেল। Plane টা মাটিতে পড়ে গেল। অশ্বত্থামা নরবাম বাণ ছুঁড়ে অর্ধজগৎ আবৃত করেছিল। ভীম জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণকে একটি শ্লোক বলেন, যার অর্থ, এক অক্ষৌহিণী অর্থাৎ তিন লক্ষ সৈন্য মারা গেছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোক মারা যায় (৩০০ কোটি)। ..... মা অমরনাথ দেখতে গিয়ে একে দেখেন; আরও অনেকে একসঙ্গে দেখেন। ..... একজন বললেন, অশ্বত্থামা তো চিরজীবী। দাদাঃ হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথও তো চিরজীবী। ..... জগতে যা কিছু আছে,

সব কিছু মানুষের জন্য। তাই আচরণটা ঠিক রাখার জন্য মাছ-মাংস খেতে হয়। বমি উল্টে আসে; তবুও। (মিঃ ভিভ্রাকে) যতো পাপ করেছো, সব পুণ্য করেছো। এখন পাপ-পুণ্য কিছুই কোরো না। 'বালানন্দ' (ভিভ্রাকে বললেন)।

2.10.72 (দাদার বাড়ীতে সকালে) পূজা কি? দুই সখীর কীর্ত্তন. —মন আর আত্মার। অন্য কেউ জানতে পারবে না। নিজেকে দিয়ে দিচ্ছি; তা অন্য কেউ জানবে না। (গুণদা মজুমদার প্রসঙ্গে) ঠাকুর ওকে রক্ষা করুন। action-reaction চলছে। Reaction টা যখন বেশি হোল, তখনি ত্রাহি, ত্রাহি করে, পরে মৃত্যু। Reaction টা কিন্তু থেকে যায়। তাই নিয়ে আবার জন্ম।

(বিকালে শ্রীমতী মিনতি দের বাড়ীতে) ঝুঁটিবাঁধা বাচ্চা ছেলে এসে ইলিশ মাছ দিয়ে গেল; ঘটনাটা জানিস্ তো? আর দাঁড়িওয়ালা বুড়ো এসে চিনি-জল চেয়ে খেলো এবং একটা কম্বল চেয়ে নিয়ে গেল? ..... (ননী সেনও শ্রীশান্তি ঘোষকে কটাক্ষ করে) সেন রাজাদের আমলে আর ঘোষ রাজাদের আমলে আশ্রম তৈরী। ..... মনে মনে কি মিল হয়? মনের অতীত হলে হয়। কালকে কামনা-দ্বারা আমরা টেনে আনি; ফলে প্রারব্ধ বেড়ে যায়।

4.10.72 (শ্রীমতী দের বাড়ী) চরিত্র আর দৃষ্টিভঙ্গীকে জড়িয়ে নে। পাপ-পুণ্য কিছু না। কেবলমাত্র action-reaction আছে।

6.10.72 [দাদার বাড়ীতে। মহালয়া দিবস। শ্রীমতী শান্তি সেনকে নিয়ে দাদা ঠাকুরঘরে। ঠাকুরের সামনে তার মাথা নীচু করিয়ে দাদা বললেন, 'বল্, নারায়ণ! নারায়ণ!' দাদা মেরুদণ্ডে, ঘাড়ে, গালে, মাথায় হাত বুলিয়ে অনাগত প্রারব্ধের বেগ কমিয়ে দিলেন। ১১-৩০টা বাজে। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। ভোজনরসিক ডঃ সেন বললো, উৎসবেব আমেজ লেগেছে। যদি রামেশ্বরমের কিছু প্রসাদ পাওয়া যায়, আমরা খেয়ে শুয়ে থাকতে পারি। দাদা হাসলেন; একটু পরেই বললেন,] 'আমি এবারে যাবো; সঙ্গে চল্।' [দাদার সঙ্গে শ্রীঅনিমেষ দাশগুপ্তের বাড়ী। সেখানে আরো অনেকে আগেই এসেছেন। দাদার নির্দেশে সেখানে খেতে হবে এবং বিকেল ৪টা পর্যন্ত থাকতে হবে।] ডঃ সেনঃ তাহলে আমার তর্পণের ব্যবস্থা করে দিন। (দাদা হেসে বললেন)ঃ তর্পণ করে হবেটা কি? কার তর্পণ করবে? নির্জের তর্পণ করতে পারো। তর্পণ করে পূর্বপুরুষকে উদ্ধার করবে, তোমাদের এত বড়ো অহমিকা? মৃত্যুর পরে মনটা আবৃত হয়ে তাঁতে মিশে থাকে। তোমার বাবা-মা তোমাকে এখন চিনতে পারবে কি? মৃত অভিমন্যু অর্জুনকে চিনতে পেরেছিল কি? একমাত্র মহামানব তর্পণ বা শ্রাদ্ধ করে মৃত ব্যক্তির উপকার বা উদ্ধার করতে পারেন। এ সব ব্যবসার ফন্দী। তাহলে বুঝি মুসলমান, খ্রীষ্টান ইহুদী প্রভৃতির কোন গতি নাই? (একটু থেমে, হেসে) তা ননীদা যখন বলছেন! এই গীতা! গোপাকে বল্, একটা গামলা আর এক জগ জল দিয়ে যেতে। [গোপা একটি গামলা ও এক জগ জল দিয়ে গেল। ডঃ সেন জলটা গামলায় ঢেলে দাদাকে ঐ জলে পা ডুবাতে বললো। দাদা পা

ডুবালেন। পরে হাতে জল নিয়ে বললেন দেখ, গঙ্গা। (পরে বিড়বিড় করে কী সব বললেন। সেই জলে সেন যথারীতি তর্পণ করলো) দাদা ঃ তোমার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়ে গেল। এ হয়েই ছিল। তুমি নিমিত্ত ও নয়। তুমি নাম না পেলে অন্য ভাবে হোত। [দুপুরে খাবার পরে শ্রীমতী সেন শ্রীমতী রুবি বোসকে বললো, বোম্বে গেলাম, মহালক্ষ্মী মন্দির দেখা হোল না। রুবিদি ঃ—এখানে থেকে মহালক্ষ্মী দেখা যায় না ? মহালক্ষ্মীর মূর্ত্তিটি হুবহু বৌদির সঙ্গে মিলে যায় ; অভাবনীয় সাদৃশ্য !] (বিকেলে দাদা বললেন,) চল্ আমার সঙ্গে মিনুর বাড়ী। [ইতিমধ্যে ডঃ নায়েকের চিঠি এলো। দাদাকে পড়ে শোনানো হোল] দাদা ঃ— Dadaji Brotherhood নামকরণে ডঃ নায়েক pleasant surpriseয়ের কথা বলেছেন। সেন ঃ বোধ হয়, উনিও ঐ নাম suggest করেছিলেন। দাদা ঃ— হ্যাঁ, ও, শ্রীবাস্তব, শুক্লা, দিনকর প্রভৃতি এই suggestion দেন। [জড়ের রূপান্তর নিয়ে আলোচনা।] দাদা ঃ জড়টা জড়ই থেকে যায়। জড় কখনো চেতন হতে পারে না; অবশ্য চিন্ময় হতে পারে। (ডঃ সেন) বস্তু যখন একটা, তখন জড়টা চেতন কেন হতে পারবে না ? দাদাঃ কোন কোন ক্ষেত্রে হতে পারে। ওটা প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম। তাও মহান্ ইচ্ছায়ই সম্ভব। ..... (ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রীকে ফোন করে বললেন ননী বিশেষ আসে না। কাঞ্চনজংঘার পাদদেশে কোহিনূর প্যালেস তৈরী হয়েছে; ঠিক শাজাহানের তাজমহলের মতো। কাজেই আসতে পারছে না।

7.10.72 (শ্রীমতী মিনতি দের বাড়ী) উনি থিয়েটার করেন না; থিয়েটার করান। সব মনের রোগী আসছে প্রাণের রোগী আসছে না। সব মনের পাগল, প্রাণের পাগল কৈ? (ডঃ সেনকে) ঃ— অশিক্ষিত দাদার কথাগুলো লিখে রাখিস্। ..... বেহালা গ্রুপের সঙ্গে প্রথম মাখামাখি। (ডাঃ) শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায় প্রথম মহানাম পায়। তখন পাতায় নাম দেওয়া হোত। যতীন, দীনেশ, সত্য ব্রহ্মচারী, ডাঃ মানস মৈত্র সে যুগের। তারপরে শ্বশুর-শাশুড়ী। লীলামাতো (মিসেস্ কে, সি, নিয়োগী দাদার খুড়শাশুড়ী) ভগবতী। এর ৬।৭ বছর বয়সে বাবা দেহত্যাগ করেন। দেহটা যদি আমার হোত, তাহলে কি রোগ হতে পারে?

8.10.72 (তদেব) [দাদা ডঃ শুল্ক সম্বন্ধে ডঃ বিভূতি সরকারকে প্রশ্ন করলেন।] ডঃ সরকার ঃ— চমৎকার! ঐ একটি লোক! ওরকম আর দেখিনি; কখনো কালকের চিন্তাও করে না। দাদা ঃ খুব কম কথা বলে; সাত-পাঁচ জানেও না। কবিরাজ মশাইয়ের কাছে যোগের উপরে Doctorate পেয়েছে। আনন্দময়ী মা, সাঁইবাবা প্রভৃতি বহু সাধুর পেছনে ঘুরেও শান্তি পায়নি। এখন শান্ত হয়ে গেছে। (মহানাম কাগজে প্রকাশ সম্পর্কে) অনেক সময়ে হয় না; অনেক দূর থেকে বহু আশা নিয়ে এসেছে; মনে ব্যথা পাবে; তাই বাধ্য হয়ে তখন আঙ্গুল বুলিয়ে লিখে দিতে হয়। এতে কি প্রমাণ হয় না, এ ব্যাপারে আমার কর্তৃত্বও নাই, কৃতিত্বও নাই। তোমার ভাগ্যে থাকলে তুমি পেলে! হোলো, ভালো। না হোল তাও ভালো।

যে কোনভাবে সত্য প্রতিষ্ঠা হোলেই হোল। তাতে জাগতিক সত্য মিথ্যা, পাপ-পুণ্যের বিচার নাই।

9.10.72 (ঐ) প্রারব্ধ প্রারব্ধকে টানে। পাপ-পুণ্য, দাদা বলছেন মিথ্যা। অথচ একটা লোকের paralysis হোল। এটা প্রাক্তনের ফল। 'ন মনঃ আত্মস্থতং ন মনো মনাতীতম্।'

11.10.72 (দাদার বাড়ী) তাঁদের কাছে এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে, লেখাপড়া শিখবে না।

13.10.72 (তদেব) [শ্রীবাস্তবরা আসেন ১২-৩০ নাগাদ। কিছু পরে চলে যান। বিকেলে দাদা ৪টা নাগাদ নাড়ু খেলেন। তারপরে শ্রীশৈলেন সেন এলেন। শচীন রায় চৌধুরীর প্রসঙ্গ।] বিভূতি সরকারের সে যুগের বাংলা লেখা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। ..... প্রার্থনার দ্বারা প্রারব্ধকে টানা হয়। [বিকেল ৬টার পরে শ্রীবাস্তবরা এলেন।] দাদা —লক্ষ্ণৌয়ে যখন অখিল রায়ের বাড়ী যাই, তখনি বলি, লক্ষ্ণৌ এসেছি শ্রীবাস্তবের জন্য। অথচ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে তখন কোন পরিচয় নাই।

14.10.72 (দাদার বাড়ী, সকালে) দাদা: কারা অনেককে দাদার বিরুদ্ধে চিঠি দিয়েছে। [সন্ধ্যায় যোধপুর পার্কে শ্রীসুনীল ব্যানার্জির প্রাসাদোপম বাড়ীতে। এবারকার মহোৎসব ও শ্রীশ্রী-সত্যনারায়ণ পূজা এখানেই হবে কাল থেকে। এখানে মশার উপদ্রব প্রচণ্ড।] দাদা — কৈ, এখানে তো মশা নাই। কেউ তো মশারি টাঙ্গানোর কথা বলছে না। ড সেন : এখানে তো শুনেছি সাংঘাতিক মশার উপদ্রব। এও এক ম্যাজিক। (শুনে দাদা ব্যথিত।)

15.10.72 এবং 16.10.72 (শ্রীসুনীল ব্যানার্জির বাড়ী) একটা নিজের বাড়ী, আরেকটা সৎ বাড়ী। মহাপ্রভু বলতেন, 'মায়া অংশে কহে তাঁরে নিমিত্ত কারণ। সেহো নহে, যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ॥' ['শচীন' নামের অর্থ বললেন।] ধর্ম মানে কি ? ধর্ মানে ধৈরয অর্থাৎ শূন্য। কাজ করতে আসছি। কাজ শেষ করে তারপরে একেবারে বিশ্রাম। না হলে ওনারা চলে যাবেন। প্রতিষ্ঠা তো হয়েই আছে ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে। তাই কৃষ্ণ বললেন, '— মাত্রং ভব সব্য সাচিন্' (লক্ষণীয়, 'নিমিত্ত' কথাটিও বললেন না।) [উৎসবে সর্বশ্রী শচীন রায়চৌধুরী, গুণদা মজুমদার, ডঃ সরোজ বোস, নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় অনুপস্থিত। তারা সবাই শচীনগৃহে। শ্রীযতীন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির একান্ত অনুরোধে শ্রীশচীন দাদার কাছে একবার এসে 'দাদা ! কেমন আছেন' বলে চলে গেল। একজন শ্রীগোপী বসু ও শ্রীঅনিমেষ দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে অনেক কথা বললো।] দাদা (কানে আঙ্গুল দিয়া এসব কথা শোনাও ('পাপ' বললেন না।) এসব কথা এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিতে হয়। যারা স্বার্থ নিয়ে আসে তারা ২/৩ বছরের বেশি টিকতে পারে না। [শ্রীবাস্তবের শচীনালয়ে অশৌজন্যমূলক অভিজ্ঞতার বিবরণ] 'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি' ইত্যাদি. 'যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ' ইত্যাদি এবং 'ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং' ইত্যাদি এই তিনটি অবস্থা যাঁতে মিলিত, তাঁকে সদ্‌গুরু বলা যায়। যেমন; মহাপ্রভু। নিত্যানন্দকেও বলা যায়। কৃষ্ণও। 'নারীশ্চায়ং···ধরিত্রী'। 'আত্মাগামঃ সত্যযুগশ্চায়ং ···'। অশোক কলিঙ্গ জয় করলো। কলিঙ্গবাসী স্বেচ্ছায় সব দিয়ে দিল।

তাঁদের সহজ ভাব। রক্তস্রোত কোথায়? তাই অশোকের শিক্ষা হোল। ……… একজন জার্মান শচীনদারা বলছে, সবাই রাম করছে। দাদা হাসলেন, 'সবাই রাম' বলে একটু থেমে বললেন: বেশ, সবাই রাম করুন। ……… ডাঃ সেন:—কলিঙ্গ মানে কলিকে যে নাশ করে। দাদা: না, কলিঙ্গ মানে কল্কির গুণকে যে প্রকাশ করে।

19.10.72 (শ্রীযুত অনিমেষ দাসগুপ্তের বাড়ী) সন্ধ্যা, নরোত্তম, আনন্দ, প্রেম, নিকষা—পাঁচ প্রকার যোগ। ক্রিয়াযোগ আর স্বয়ং-যোগ। উনি কিন্তু পালিয়ে সৌরাষ্ট্রে এসেছিলেন। একটু একটু মনে আছে।

21.10.72 এ যখন খুব ছোট তখন বাড়ীতে কালীপূজা হবে। বলির ৯টি পাঁঠা বাঁধা আছে। এ বললো: এদের এখুনি বলি দিলে হয়। সকলে প্রমাদ গণলেন। পণ্ডিত বঙ্গ ভট্টাচার্যকে ঐ কথা বলা হোল। তিনি প্রায়শ্চিত্তের কথা এবং একঘরে করার কথা বললেন। জয়বন্ধু (প্রভু জগবন্ধুর শিষ্য দাদার জ্যাঠতুতো বড়োভাই) বললেন, কথা যা বলেছে, তা ঠিকই। জগদ্বন্ধুর মতে ওতো দিক্‌পাল। ক্ষিতীশদা, ভূপেশদা, যোগেশদা, জয়বন্ধু সব দাদাকে নিয়ে বসে আছেন। ভট্টাচার্য বিধান দিলেন। তখন দাদা অনর্গল সংস্কৃতে অনেক কথা বললেন। ……… কালীর কি ঐরূপ? যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, 'ন বা দিত্বা ……… মাধবপুরুষ ……… ।' ঐরূপেই তিনি পুরুষ, স্বয়ম্। ……… মহাপ্রভু পূর্বেরও উপরে; পূর্ণের উপরে পড়া; জ্যোতির্ময়। তিনি কি দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিলেন? সেখানে কিছুটা প্রচার করেন নিত্যানন্দ।

তিনি সর্বদা ভাবাবেশে ছিলেন। তাই অবতারশক্তির দরকার ছিল। সজ্ঞানে থাকলে দরকার হয় না। তিনি শেষ ৬।৮ মাস অসুস্থ ছিলেন বা অসুখের ভাণ করেছিলেন। 'ভরত' হোল দেহ। মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভুর বালক বয়সে মারা যান। ঈশ্বরপুরী আবার কে? মাধবেন্দ্র পুরী অবশ্য ছিলেন। [উপবাস সম্বন্ধে বললেন। বঙ্কিমদাকে বললেন, 'নারদ'।]

23.10.72 (দাদার বাড়ী) দাদা ঃ—সে ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪র কথা। এ চাকুরী ছেড়ে দিল। বৌদিকে বললো, বেগুনপোড়া ভাত খেয়ে চালিয়ে দেবো, আর মদ খাবো। .... দ্রষ্টা হলে দেখা যায় না; মনটা এসে যায়। ২৫০০/২৬০০ বছর আগে আমেরিকায় যেতে ৩।৪ বছর লাগতো। .... দেহ পাল্টালে কোন স্মৃতি থাকে না, সেই মানুষ আর থাকে না। কেবল উনি তা পারেন। বোম্বে বা কলকাতা সব সমুদ্র ছিল। প্রাচীন ভারতের মধ্যে আরব প্রভৃতি এশিয়ার সব দেশ ছিল। লংকা হোল য়ুরোপ। সেতুবন্ধ বাজে। Time factor য়ের জন্য ইচ্ছা হলেও সব করা যায় না। তখন উনি কালের মধ্যে প্রবেশ করে লোকের বুদ্ধি বিকৃত করে দেন। .... (হঠাৎ ড: সেনকে বললেন,) আয়, পা টেপ। .... ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে মদ খেতাম; তাঁকেই বেশি খাওয়াতাম। আশেপাশের লোক ভয়ে আসতো না; মেয়েরা তো নয়ই। (জনৈক ব্যক্তিকে) তুই তো বুঝবার চেষ্টা করছিস্। .... জগদ্বন্ধু যথার্থ ই ভক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। শ্রীমতী ছিলেন; এসব বাজে কথা; বা প্রলয় রোধ করে

paralysis হয়, তাও বাজে। এর বংশের চারজন ওঁর অনুগত ছিলেন। উনি এর বাড়ী আসেন। ..... গ্রামের পণ্ডিতজী পরে এর কথা মেনে নেন। যখন মহান্ ইচ্ছা থাকে না, তখন বিভূতিযোগ প্রয়োগ করতে হয়, সুদর্শন ধারণ করতে হয়।

24.10.72 (দাদার বাড়ী, সন্ধ্যা) দাদাঃ ঢাকার এক বাড়ীতে জনৈক গোস্বামী। পাশের বাড়ীতে ভোলাগিরি। দুজনে ঠাকুরের (শ্রীরামঠাকুর) সঙ্গে দেখা করতে গেলেন এবং প্রণাম করলেন, "কেমন আছেন" ? উত্তর :—"আপ্ কে কৃপাসে যৈছে রাখা"। পরে দুধ ও সন্দেশ আনিয়ে তাঁদের খেতে দিলেন। গিরি খেলেন। গোস্বামী বললেন, "জপ শেষ হয়নি"। ঠাকুর :—"খেয়ে জপ হয় না ?" পরে ঠাকুর সক্রোধে বললেন : "আমার দুই অক্ষরের নাম। ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর—কারুর এখানে নিস্তার নাই।" নবীন সেনের মৃত্যুশয্যায়ও ঠাকুর এই কথা বলেছিলেন।

১৯৩০ য়ে যাদবপুর কৈবল্যধাম প্রতিষ্ঠা উৎসব। বিরাট্ উৎসব কমিটি হয়েছে। ঠাকুরকে জানালে উনি বললেন, "ভালোই"। পরে ওঁকে যেতে বলায় উনি বললেন, "আমি কোথায় যাইমু" ? তখন তরলা ঠাকরুণ প্রভৃতি পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন। ঠাকুর গৃহকর্ত্রীকে বললেন, "একখানা লেপ দ্যান"। তখন কাত হয়ে সেই লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

('নারদ' শব্দের অর্থ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল)। ডঃ সেন :— যিনি 'নার' অর্থাৎ মনুষ্যসমূহকে কৃষ্ণভক্তি দান করেন, তিনিই নারদ।

দাদা —"তা কেমন করে হবে? স্বয়ং ছাড়া ঐ কাজ কেউ পারে না।" ডঃ সেন :- 'সত্যনারায়ণতত্ত্বে যে প্রতিষ্ঠিত সে কি পারে না? দাদা কোন জবাব দিলেন না। (অর্থাৎ প্রশ্নটা মূর্খের মতো করা হয়েছে। কারণ, জীব-দেহে স্বয়ং ছাড়া অন্য কেউ সত্যনারায়ণতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না! জীবদেহ ত্যাগের পরেও সত্যনারায়ণে মিশে যেতে যা, প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।)

(ডঃ মহেন্দ্রনারায়ণ শুক্ল সম্বন্ধে দাদা): "যোগে একেবারে top. সারা ভারতে ১০০ জনের একজন।"...."ধারণ করার যোগ্য লোক পাচ্ছি না।" ডঃ সেন — 'আমার তো কোন অনুভূতি নাই। তাই বুদ্ধির কসরত করছি।' দাদা "তুই শালা বদমাইস।"

26.10.72 (দাদার বাড়ী, পূর্বাহ্ণ —(কালোমাণিক দাদাকে বললেন যে জনৈক ব্যক্তি কাল আশংকা করেছিল, দাদা বাথরুমে পড়ে যাবেন।) দাদাঃ— "বাঃ! এইতো হয়ে গেল, একেই বলে বুদ্ধ।" ডঃ সেন : 'কাকে বাঁচাবার জন্য এই কাণ্ড? (শ্রীমতী রমা মুখার্জি পেছনে বসে hot compress দিচ্ছিলেন। তাঁকে দেখিয়ে দাদাঃ) "ওকে। রমা অফিসে বসে আছে, আশে-পাশে আরো অনেকে। হঠাৎ রমা একটা টান বোধ করলো। দেখলো, Air circulator-এ শাড়ী ঢুকে গেছে; হাত বাড়িয়ে ছাড়াতে গিয়ে shock খেলো; দেখলো, দেহটাও টানছে; অর্থাৎ leak করছে। রমা নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেল। হঠাৎ ওটা আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল। তারপরে কেউ উঠে switchটা off করলো।

এটা প্রায় ৩টায় ঘটলো। তখন এর হঠাৎ ১০৫° জ্বর হোল; অসম্ভব যন্ত্রণা; শরীর ঘামছে। কিছুক্ষণ পরে এ মানাও গীতাকে দশ মিনিটের জন্য সরে যেতে বললো। তারপরে হঠাৎ জ্বর কমে গেল। তখন রাম এখানে ছিলেন। তারপরে সময় কাটিয়ে ৭।।টা পৌনে ৮টা নাগাদ বাথরুমে গেলাম। আগে গেলে সাংঘাতিক অবস্থা হোত। পরে যখন বিছানায় শুলাম, তখন মহাপ্রভু ও কৃষ্ণ এসেছিলেন। কেউ কিছু বোঝে না। কাকে বলবো? বুঝবার লোক তো নাই।

১৯৭১ য়ে এইরকম ঘটেছিল। মানস মৈত্রের বাড়ী পূজা। ১২টায় পূজায় গেলাম, ১২-৪৫ য়ে শেষ করে বেরুবো; দেখলাম, গোপীনাথ কবিরাজ মারা গেল। আমি এইভাবে ঘুরে পড়ে গেলাম। ১-৪৫ য়ে জ্ঞান হোল, বললাম, কবিরাজ মশাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম। মৈত্র অবিশ্বাস করলো, বললো, ব্যাণ্ডেলে রোগী দেখতে যাবো। চলে গেল সোজা কাশী। ফিরে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললো, এরকম কখনো শুনিনি।

ভারতবর্ষ আফ্রিকা, এশিয়া জুড়ে ছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে কি হিমালয় ছিল (অর্থাৎ এতো উঁচু)? (chloromycetin প্রসঙ্গে বললেন) নর্দমার পচা কাগজ, পাইখানার গ্যাস ইত্যাদি দিয়া ঐ সব ওষুধ কবিরাজরা তৈরী করতেন। কিছুই নূতন নয়; সবই ছিল। এখনকার জ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ। Body টা বড়ো sensitive, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ছাড়াই সব হয়ে যায়। (একজন বলছেন, হিমালয় ২ কোটি বছরের)। ২ কোটিটা কি ২ হাজার? কৃষ্ণের রং চাঁপা

ফুলের মতো। এর পরে দাদা বল্‌বে, তোমরা লিখ্‌বে।
(সন্ধ্যায়)—উেরিয়াম্ যাজ্ঞবল্ক্যের জ্যাঠার খুড়া। তিনি বলেন, ষট্‌চক্র ভেদ করে চঞ্চল মনকে উপরে নিয়ে কিছুক্ষণ বেঁধে রাখা যায়। পরে আবার নীচে নামে; আগের চেয়েও নীচে নামতে পারে। কুলকুণ্ডলিনী! যোগের term defective. ওটা তো বুড়ো অঙ্গুলের মাথা থেকে সহস্রার পর্যন্ত সদা প্রসারিত। স্বভাবাবস্থাই কুণ্ডলিনী।

১৯৩১ সালে গোপীনাথের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। ১৯৫৮ তে আগড়পাড়া আশ্রমে উৎসব উপলক্ষ্যে আনন্দময়ী মা গোপীনাথকে নিয়ে আসেন। তার আগে গোবিন্দগোপালকে দাদার কাছে বলে পাঠান যে তাঁর বাড়ীতে গোপীনাথ উঠবেন। ষ্টেশন থেকে দোকান হয়ে উনি গোবিন্দ, চিন্ময়ানন্দ সিদ্ধিমা, সতীমা এঁদের সঙ্গে আসেন। বিকালে আশ্রমে যাওয়া স্থির হোলি। যেতে চাহিলেন না। রাত্রে থাকলেন। দাদা ফোন করে (অলৌকিকভাবে) আশ্রমে জানালেন। সকালে দাদা জিজ্ঞাসা করলেনঃ "রাতটা কেমন কাটলো?" গোপীনাথঃ "অপূর্ব! সব সময়ে নামগান শুনতে পেয়েছি।" বললেন, "আমি এখানেই থাকবো।" ৭ম দিনে দাদা জোর করে আশ্রমে নিয়ে গেলেন। সেখানে লোকারণ্য। গোপীনাথ বললেন, "আমি অমিয়বাবার বাড়ী থাকবো।' মা সম্মতি দিলেন; তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা রইলো না। পরে ১৯৭০ যে আবার দেখাও মহানাম লাভ। জয়প্রকাশ গোপীনাথকে দাদা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে উনি বলেন. "উনি স্বয়ম্!" (শাম্ভবী মুদ্রা প্রসঙ্গ)। দাদা করে দেখালেন (কাশীতে)।

মনটাকে মেরে ফেললে প্রাণের স্পন্দন আস্বাদ করবে কি দিয়ে ? মনটাকে মঞ্জরী করতে হবে। ..... সবাই একসঙ্গে বসে এইভাবে জাতিভেদ সৃষ্টি হয়। ..... প্রকৃতির দেওয়া দেহটাকে অদৃশ্য করা যেতে পায়ে। কিন্তু, সমুদ্রে হোক্, যেখানে হোক্, ফেলে যেতে হবে।

27. 10. 72 — (দাদার বাড়ী ; পূর্বাহ্ণ) — প্রেম না হলে চরিত্র হয় না। তুই একগাদা পড়েছিস্ ; বুঝবি কেমন করে ? ননীদা সম্বন্ধে ভয় আছে ; বিগ্ড়াতে পারে। কারণ, শিশুভাব আছে। বহু লাখ টাকা দিলেও ননীদাকে ছাড়ছি না। .... বুড়োটার সঙ্গে বেশি কথা বলিস্ না। ডঃ সেনঃ মূলটা তো ধরেছেন ? দাদাঃ— হ্যাঁ।

(সন্ধ্যায়) মায়াপুরতো গঙ্গাগর্ভে। কাজী ইনসাল্লা বলে পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল। কিন্তু, সে পরের কথা। মুরারির ভাইপো প্রভৃতি বললো, মুসলমান—বিদ্বেষ ভালো নয়। তারই ফলে (গৌরাঙ্গ) বিতাড়িত হলেন। একবার নিত্যানন্দকে পাঠিয়ে অদ্বৈত গৌরকে শান্তিপুরে আনান। সেখানে বিষ্ণুপ্রিয়া এসেছিলেন এবং ছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া পুরীতেও গৌরাঙ্গের কাছে ছিলেন। .... আরতিটা ভিতরের ব্যাপার। ..... যতীন ভট্টাচার্যের শ্বশুরকে মৃতা শাশুড়ীর সঙ্গে একত্র নাম দেওয়া হয়। ..... দেহটাকে ঠিক রাখার জন্য হঠযোগ করেছিল।

28. 10. 72 — (দাদার বাড়ী ; পূর্বাহ্ণ) — চুরাশি ক্রোশ

বৃন্দাবন কি ? একহাতে কয় আঙ্গুল ? চার আঙ্গুল উপরে রইলো। (দাদা-বিদ্বেষী কেউ কেউ বলছেন, ঠাকুর সব করছিলেন ; এখন ঠাকুর চলে গেছেন। অর্থাৎ দাদা এখন শক্তিহীন)। দাদা : ঠিক আছে ; কিন্তু, দেহ থাকলে আস্বাদন হয়। দেহ না থাকলে সেটা কেমন করে হবে ? আজ প্রোফেসরীর appointment letter টা খুঁজে পেতে বের করলাম।

(সন্ধ্যায়) — (অম্বা ও অম্বালিকা নিয়ে একটা শ্লোক বললেন)। নাম—বিগ্রহটা কি ? নামীটাই নাম হোল। কিন্তু, নাম ও নামীর অতীত একটি সত্তা আছে।

29. 10. 72 (দাদার বাড়ী ; সন্ধ্যা) — সকালে যোগেশ ভট্টাচার্য, প্রথম বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত আসেন। গতকাল যখন আসেন, তখন এ বলে, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো, আজ রাত্রেই জানতে পারবে। রাত তিনটায় উনি উঠে বাথরুমে যান। ঘরে এসে লাইট নিভিয়ে দেখেন, ঠাকুর দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন, তুমি খুব অন্যায় করেছো। উনি আমি। ঠাকুর মিলিয়ে গিয়ে সেখানে দাদার মূর্ত্তি দেখা গেল। তাই সবাইকে নিয়ে ছুটে এসেছেন। বললেন : গুরুভাইদের আপনার সঙ্গে দেখা করতে দিন। কিন্তু এ 'না' বললো। ১৯৩১ যে ঠাকুর ওদের কাউকে কাউকে বলেছিলেন : অমিয় বাবার সঙ্গে একবার দেখা করবেন। তাই ১৯৫৬তে তাঁরা দেখা করতে আসেন সন্ধ্যায়। তাঁরা বললেন, ঠাকুর চলে যাওয়ায় বড় অসহায় বোধ

করছি। দাদা বললেন, ঠাকুরকে আপনারা দেখেন নি। আমার এখন নেশার সময়; বেশিক্ষণ কথা বলতে পারবো না। ছেলে বয়সে দাদা মেহারের কালীবাড়ীর ক্ষীরোদ ঠাকুরের কাছে যান এক অঘ্রাণ মাসে। সকালে দেখা করেন; বিকেল পর্যন্ত থাকেন। তারপরে বোসেদের বাড়ী খেয়ে সন্ধ্যায় আবার যান। রাত্রে সেখানেই মাংস-লুচি খেয়ে শুয়ে থাকেন। ক্ষীরোদ ঠাকুর মড়ার খুলিতে মাংসসহ মদ খান।

জগাই মাধাই মহাপ্রভুকে ধরে নিয়ে যান। তাঁদের চোখ খুলে যায় এবং তদগত হন। সুদর্শনের ব্যাপার মিথ্যা।.....

শ্বশুর মৃত্যুর আগে বলেছিলেন, নারায়ণ বাবার কাছে রয়েছি। .....আমি নারী ছাড়া কখনো থাকিতে পারিনা। ..... জগাই না মাধাই ব্রহ্মচারী হয়েছিলেন। ব্রহ্মচারী মানে এইটা বাঁধা নয়; সর্বদা তদ্‌গতা হয়ে থাকা। রমণটা কি? ধারণ, আস্বাদন।

ওদের (যোগেশ ভট্টাচার্য) সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দাদা 'শালা', 'চুৎমারানি' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করলেন। ওরা বললেন, বড় ভালো লাগলো। ঠাকুরও ঐ সব শব্দ বলতেন।

30. 10. 72—(দাদার বাড়ী; সন্ধ্যা)—১৯৬৮/৬৯য়ে ঐ একবার একসঙ্গে ১১টি বাড়ীতে ছিল। একবার এক বাড়ীতে এর গায়ে তীব্র গন্ধ হোল; সব তালাগুলো আপনা থেকে খুলে গেল। (বোধ হয় ডঃ মানস মৈত্রের বাড়ীর ঘটনা)। আরেক-

বার দাদা একটা ঘরে ঢুকলে আপনা থেকে ভিতরের ও বাইরের ছিটকিনি বন্ধ হোল; পরে আবার আপনা থেকে ভিতরেরটা খুলে গেল।..... মহেন্দ্রদ্বার' (অর্থাৎ মহেঞ্জোদরো)। কুরু ক্ষেত্রের আগে সংস্কৃত ছিল না; তাহলে গীতা অন্য ভাষায় লেখা ছিল। .....কৃপাভিক্ষা পেয়েছে; ভিক্ষার তণ্ডুল কিন্তু এ ছাড়া কেউ দিতে পারে না। যোগ বা নেতি নেতি করে ব্রজের নীচে যে কৈবল্য সেখানেও পৌঁছুতে পারে না। ডঃ সেন: ব্যাসদেব তো অমর! দাদা: রবীন্দ্রনাথও তো অমর। শুক থাকতেই ব্যাস বেঁকে গিয়েছিল।

আজ সকালেও যোগেশ বাবুরা এসেছিলেন। এবললো, তোমরা ঠাকুরকে অনেক কষ্ট দিয়েছো। ঠাকুর কেঁদে বলেছেন, আমি গরীব বামুন; ইমারত দিয়া কি কর্‌মু? .....একে কিন্তু সব রকম দিয়ে ঠেলে দিয়েছে। সাধু-সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতদের শেষ করার কথাই ছিল। সাধারণের সঙ্গে এরকম মেলামেশার কথা ছিল না।

31. 10. 72 (দাদার বাড়ী; সন্ধ্যা): ভোজটা কি? 'ভুঞ্জন্তি তোজং দিয়ন্তি নিয়তিশ্চায়ং ভোজনম্'। ..... মহাপ্রভুর কৈলাসকে বললেন, কলি কালমুক্ত হয়ে এসেছে; এখন আবার কী টোম্ কেন? কোন যোগসূত্র থাকলে চলতে পারতো; কিন্তু, এতো মন-বুদ্ধির অতীত ব্যাপার। .....এক ভদ্রলোক (নিউ মার্কেটের) দোকানের কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে

বললেন : আপনি দাদাজী ? আমাকে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, দাদাজীর কাছে যাও ; আমি দাদাজী হয়ে এসেছি। পরে দাড়ানো দাদাজীর মূর্ত্তি দেখলেন। ..... ব্রহ্মমন্ত্র যে পেয়েছে, সেইতো ব্রাহ্মণ। হিন্দুর আবার ধর্ম আছে নাকি ? ..... রামেশ্বর নিজে তাঁকে নিয়ে রাস করছেন। সব ধর্মের সমন্বয় হচ্ছে। সাধু-সন্ন্যাসীদের কারবারের চেয়ে ছিনতাই অনেক ভালো। তোমার জমি দিয়ে কী হবে ? তোমাকে নেবো। ..... ইচ্ছা থাকলে ৩০০/৪০০ টাকা খরচ করে বছরে একবার পূজা করা যায় না ?

3.11.72 (দাদার বাড়ী ; সন্ধ্যা) — (ডঃ সেন কর্ত্তৃক প্রাপ্ত স্বতোলিখিত বাণী সম্বন্ধে) — আমি কেবল দুইটা শব্দের ব্যাখ্যা করছি। মন দিয়ে নাম করতে করতে মন যখন Controlled হয়ে যায়; তখন কিছু বিভূতি লাভ হয় ; কিন্তু, তা আবার ক্ষয় হয়ে যায়। কিন্তু, যখন দেখে, সবই নাম, এই স্ত্রীলোক পুরুষ গাছপালা ফাঁকা জায়গা — সবই নাম, অনন্তের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে, তখন আর মন কোথায় ?

১৯৩২ য়ে কালী গুহ বললেন : তৈলঙ্গস্বামী জলের উপরে পদ্মাসনে বসে থাকতেন। জনৈক গুরু বললেন : ওটা হঠযোগ। দাদা তাঁকে তিরস্কার করায় কবিরাজমশাই রুষ্ট হলেন। দিন কয়েক পরে কবিরাজ মহাই কেদার ঘাটে বসে আছেন। দাদা সিঁড়ি দিয়ে নীচে গঙ্গায় নেমে বললেন : একটু বেড়িয়ে আসি। এই বলে গঙ্গার মাঝ পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে ফিরে এলেন। কবিরাজ স্তম্ভিত। এহো

ব্যাস। কী জিনিস, এই ভূমা থেকে বাণী আমার ব্যাপার কেউ পারবে না। নবীন নিষ্ঠা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল। [illegible] না হলে এ সব লেখা আসে না। এক সেকেণ্ডে মহাভারত লিখিয়ে দিতে পারি। .... গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি আজ পর্যন্ত এমন কোন অসুখ হয়নি।

5.11.72 (শ্রীমতী মিনতি দে-র বাড়ী) — ওঁরা রোগকে ডেকে আনলেন। এই রোগের ফলে মহাকল্যাণ হোল।

7.11.72 (দাদার বাড়ী, পূর্বাহ্ন) — ডিভ্রীকে নিষেধ করলাম যে আমার অসুখটা ভালো হয়ে যাচ্ছে, Cancerয়ের রোগীটার কাছে আর নিয়া যাইস্ না।

8.11.72 (দাদার বাড়ী, সন্ধ্যা) — ১৯২৬য়ে বঙ্গ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে বলি নিয়ে আলোচনা। ১৯৪১য়ে উনি দাদার পায়ে লুটিয়ে পড়েন। ....

ওঁরা (শ্রীরাম, মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণ) তো বলছেন, আপনি ইচ্ছা করলেই হয়ে যায় (অর্থাৎ রোগ সেরে যায়)। কালকে টানছে; কাজেই সেটা ফেলবে কোথায়? ...... সজ্ঞানে এলে ফলাফল বুঝতে পারে। কিন্তু, অজ্ঞানে এলে ভাবান্তরে থাকে; কাজেই কিছু বোঝে না। ......

ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু (অর্থাৎ মহাপ্রভু) অন্ধ [illegible], ভক্ত বৎসল। রাম কিন্তু সর্বভূতে স্থিত। ঐ ক্ষীরোদশায়ীকে দিয়ে লিখিয়ে দিতে পারে আদি সংস্কৃতে। কোন কালে এরকম সজ্ঞানে আসে নি। ....

প্রেম আস্বাদন করলেই হোল। দৃষ্টিটা ঠিক আছে কি নাই, তা বুঝবার দরকার কি ? যেটা পেয়েছিস্, ওটা দিয়ে একটা মহাভারত লেখা যায় না ?

9. 11. 72—(দাদার বাড়ী ; সন্ধ্যা)—ওঁরা বলছেন, আপনি তো ইচ্ছা করলেই ভালো হয়ে যাবেন। কালকে টানছে। দেহটা না থাকলে প্রকাশ হয় না ? 'স্বয়ং কভু নাহি করে ভূভারহরণ। স্বয়ং কভু নাহি করে গোষ্ঠ-বিচারণ"। কৃষ্ণ কি কতগুলি গরু চরিয়েছিলেন ? ..... সাধু সন্ন্যাসী, পণ্ডিতেরা কেউ কিছু জানে না। কালীয়দমন কি? কালীয়টা অহংকার। একটা শ্লোক এসে গেছে ; থাক, বলবো না। আসন-টাসন করে এক রকমের শক্তি হয় ; যেমন, মাছি গায়ে বসবে না। কিন্তু এ শক্তি চলে যায়।

10. 11. 72—(দাদার বাড়ী ; সন্ধ্যা)—ওঁরা একে যে সময়ে দিয়েছেন, তা শেষ হতে এখনো অনেক দেরী।

১৯৩১য়ে সামাদের খেলা, ১৯৩৫য়ে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলা উনি দেখেন।

11. 11. 72—(দাদার বাড়ী ; সন্ধ্যা)—ওঁরা সব সময়ে সঙ্গে আছেন ; তবু এই সব (রোগ) হচ্ছে। ওঁরা বলছেন, আপনার নিজের দোষেইতো এই সব হচ্ছে। জানুয়ারী থেকে জুনের মধ্যে এটাকে নিঃশেষ করা যেত ; কিন্তু, তাহলে ক্ষতি হোত। 'লঙ্ঘণ, ধরো' কথাটার মানে কি ? ভূমা ছাড়া স্বয়ম্ ও না খেয়ে কি

থাকতে পারে? স্বয়ম্ অবতারী কি পারে? কেউ কিছু জানে না। অনির্বাণ একে একটি বই দিলেন। দাদা বইটির প্রথম পাতা খুলেই বললেন: এ সব তো অজ্ঞানের কথা। অনির্বাণ বললেন: আবার আপনাকে প্রণাম করছি। ..... (শান্তি ঘোষকে) আসা-যাওয়া আছে নাকি? ১০ বছর পরে বুঝবি, আসা-যাওয়া নাই। এখানে আনন্দ করতে না পারলে ওখানে আনন্দ করবি কেমন করে? দেখ, আমাদের কারুর চরিত্র নাই, দৃষ্টিভঙ্গী নাই।

12. 11. 72—(দাদার বাড়ী; সন্ধ্যা)—কেবল নাম নিয়ে থাক; তাহলে যে উদ্দেশ্যে এসেছিস্, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। .....তোমাকে লাথি মেরে কি তোমার বাপ-ঠাকুর্দাকে খুসী করা যায়? এ কিন্তু কোন ধরাবাঁধার ভিতরে নাই। ঠাকুর বলতেন, আপনের যেমন খুশী তেমনি থাকবেন। (দাদা অপ্রত্যক্ষ ঠাকুরকে বললেন)—টালিবালিটা এর উপরে ছেড়ে দিন। মহাপ্রভু এরকম মিশতে দিতেন না, ভয়ংকর নিরপেক্ষ ছিলেন। চলে যাবার পরে ওসব বইয়ে লিখেছে। এতো নিরপেক্ষ হয়েও পারলো না; ভুল করলো। একে নাকি সবাই ছেড়ে যাচ্ছে! ছাড়বার অধিকার কেবল এরই আছে। অনেক প্রচার হয়েছে। এবার আস্তে আস্তে সবাইকে ছেড়ে দেবেন। নীচে বসে আড্ডা মারা! এসব বন্ধ করতে হবে। ১৯৩৫-'৩৬য়ে এ য়ুরোপ যায়।

13. 11. 72 (দাদার বাড়ী; সন্ধ্যা)—সত্য বাদ দিয়ে সত্যকে

কে জানাবে ? আগে একটা শব্দ নিয়ে বিরাট্ বই লেখা হোত। কিন্তু, এই কথা দিয়ে লেখা যায় না? ....

এই দেহটাই কাশী ; শূন্যে আছে ; ৮৪ ক্রোশ। বৃন্দাবনের সঙ্গে link না থাকলে কি কাশী হয় ? কাশীতে মরলেই বুঝি মুক্তি হয় ? তা হলে আর সব তীর্থে কি হবে ?

14. 11. 72—(দাদার বাড়ী ; সন্ধ্যা)—আলেকবাবা বারোদীর ব্রহ্মচারী সাধু নাগ মহাশয় প্রভৃতি এদের বাড়ীতে এলেন। কে কতগুলি জ্যান্ত চিংড়ি মাছ নিয়ে এলো। নাগ মশাই সেগুলি জলে ফেলে দিলেন। কারণ; জীব হত্যা অনুচিত। দাদা এক গ্লাস জল এনে বললেন, দেখতো এর ভিতরে জীব আছে কিনা। চারিদিকে যা দেখছো, সবই জীব। যা অদৃশ্য, তাও জীব।............ ১৯৪০য়ে দাদা আত্মীয়দের বললেন Bird Co র ব্যবসা গুটিয়ে পশ্চিম বঙ্গে যেতে। তাঁরা একে পাগল সাব্যস্ত করলেন। পরে ১৯৪৭য়ের পরে সব কিছু টাকা পয়সা নিয়ে দাদার বাড়ী হাজির। দাদা আগেই কিছু টাকা নিয়ে এসে কলকাতায় বাড়ী করেছেন ; সোদপুরে ১২ বিঘা জমি কিনেছেন। তাঁদের বললেন, আমার বাড়ীতে জায়গা হবে না ; ঐ জমিতে বাড়ী-ঘর করে নাও। অনেককে চাকরী দিয়ে দিলেন।

15. 11. 72—(দাদার বাড়ী ; সন্ধ্যা)— শাজাহানের মতো লম্পট, অপদার্থ কে ছিল ? মেয়েদের গঙ্গার পারে নেংটা করে ছেড়ে দিয়ে দেখতো। — কি ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। কোটি কোটি

টাকা খরচ করে তাজমহলের কি দরকার ছিল ? সে প্রেমিক ছিল না। ঔরংজীব সর্বশ্রেষ্ঠ; সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী; নিরামিষাশী; সেদ্ধ খেতো। সবার অলক্ষ্যে নমাজ পড়তো। সে একমাত্র আল্লায় বিশ্বাস করতো। তাই প্রচার করতে চেয়েছিল। যখন মারা গেল, দেখা গেল, কোষের এক কপর্দকও ব্যয় হয় নি। সে ছিল নিষ্কাম প্রেমিক। ভাইগুলো ছিলো অপদার্থ। দারা লম্পট ছিল। ধর্ম বা কর্ত্তব্যের ক্ষেত্রে ছেলেকে ও রেহাই দেয় নি (ঔরংজীব)। সে ছিল ঋষি; তাঁর লেখা কোরাণ পড়ে দেখিস্। (ননী সেন সন্দেহ করায়) তোরা তো পাপ নিয়েই জন্মেছিস্। তোরা এখানে আসিস্ ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে। আর তোদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা নয়। এবার বোম্বে যেয়ে ২।৪।৬ মাস থাকবো। এর পর থেকে দুই একজন নিয়ে বসবো। ওনারা নির্জ্ঞানে ছিলেন; আমি কিন্তু সজ্ঞানে থাকবো। কিন্তু, তাই করেই ভুল করেছি। তোরা শাস্ত্র জানিস্ না, লেখাপড়া জানিস্ না, ইতিহাস জানিস না। তোদের চরিত্র নাই, দৃষ্টিভঙ্গী নাই।

16.11.72 (দাদার বাড়ী; সন্ধ্যা)—এর সঙ্গে যে contract হয়েছে, তাতে রোগের ব্যাপার নাই। কিন্তু এই সূর্যকে ঢাকছে, এই প্রলয়কে সরিয়ে দিচ্ছে; মুহুর্মুহুঃ এইসব করার ফলে, অর্থাৎ অকালবোধন।.....

ধ্যানযোগে ২৫ মিনিট একসঙ্গে থাকলে এই দেহ অদৃশ্য হয়ে যাবে। লোকে যে ধ্যান-ট্যানের কথা বলে, ওসব বাজে।.....

না, শরণাগতির কথাও বলছি না। ইচ্ছা-অনিচ্ছায়, অর্থাৎ অভ্যাসযোগে তাঁকেও পাঁচটার একটা করে রাখা।

(দাদার ভাই শ্রীযুত ক্ষিতীশরায়চৌধুরী স্বতোলিখিত সত্য-নারায়ণের বাণী পেলেন। ঐ সম্বন্ধে দাদা বললেন,) এ রকম যে হবে, একটু আগে এও জানত না। হঠাৎ সত্যনারায়ণ এলেন; কাকে বলবো ? কে বুঝবে ?

20.11.72 (দাদার বাড়ী; সন্ধ্যা)—(ডঃ সেনকে কিছু বলতে গিয়ে দাদা অদৃশ্য বাধা পেলেন। তখন পেছনের দিকে হাত নেড়ে বললেন,) তুমি রাখতো। .....(মহাপ্রভু প্রসঙ্গে) সতেরো, তিন আর সাত,—সাতাশ। তিন বছর লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে! ২৮,২৯,—দুই বছর প্রায় নবদ্বীপে প্রকাশে ছিলেন।.....(বোম্বের এক সন্দিগ্ধা মহিলাকে দাদা)—সন্দেহ আছে, থাক্। যা পেয়েছো, সেটাকেও রাখো; তাহলেই হোলো। পরে রোজ সে স্বপ্নে দেখে, দাদা বলছেন, আমাকে খেতে দে।

22.11.72 (দাদার বাড়ী; সন্ধ্যা)—বৈষ্ণব ছিল রাবণ; যোগী, সর্বত্যাগী ছিল। সময় পেলেই নিজের কেশিরথে চড়ে মানস সরোবরে গিয়ে ৪/৫ দিন কাটিয়ে দিতেন। তোমরাই বলো, বৃহস্পতি প্রভৃতি তাঁর চাকর ছিল। এর অর্থ কি ? ব্রহ্ম যিনি জানেন, সবাই তাঁর অধীন। রাম-লক্ষ্মণ তাঁর সঙ্গে পারবে কেন ? নিজের মৃত্যুর উপায় নিজে বলে দিলেন। রাম সীতাকে নিয়ে এলেন, অথবা রাবণই দিয়ে গেলেন। সীতা পরে suicide করেন। লব-কুশ মিথ্যা। বিভীষণ

ছিল দুরাত্মা। কুম্ভকর্ণ ছয়মাস ঘুমিয়ে থাকতো; সে জয় বা বিজয় হবে কেন? হনুমানের কাহিনী গল্প। এ সব কিছুই জানে। স্মৃতির গোলমাল হতে পারে; সেইজন্য যখন যার কথা বলে, সে সামনে এসে দাঁড়ায়।

ঔরংজীব ছিল সর্বত্যাগী। নিজে তাঁত বুনে পরতেন। ভুশয্যা; নিরামিষ ভোজন। সিংহাসনে কখনো বসেন নি। কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়ে বলেনঃ খোদা! তুমি যদি বিশ্বনাথ হও, তবে এই মন্দিরের পাশে মসজিদ হোক। শাজাহানের—কুষ্ঠ হয়েছিল। আকবর লম্পট ছিল।

রাণী ভবানীর মেয়েকে সিরাজ ধরে নি। সিরাজের বয়স তখন ১২/১৩ বছর।

অনন্তস্বামী, অনঙ্গস্বামী।

23.11.72 (অনিমেষ দাশগুপ্তের ল্যান্সডাউন এক্সটেনশনের বাড়ী; সন্ধ্যা)—'অভ্যাসেন চ কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে' (গীতা। অভ্যাসটা কি? স্বভাব.....সুখ? সুখ কাকে দেখাস্? ৩০ বছর একটা মসজিদের ছোট একটা ঘরের মেঝেতে শুয়ে কাটিয়েছি।

24.11.72) দাদার বাড়ী; সন্ধ্যা)—(ডঃ সেনকে) তোকে কিছুতেই আমি ঐ সব দেখাবো না।

12.1.73) গোপী বসুর রিচি রোডের বাড়ী; সন্ধ্যা)—বোম্বেতে রামকৃষ্ণ মিশনের এক সাধু এসে গীতার 'ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব' ব্যাখ্যা করছেন। দাদা বললেন, তুমি গীতা বোঝ না; তুমি

মুর্খ। বাড়াবাড়ি করলে পাগড়ীটা ফেলে দেবো।.....

চতুর্ভুজ মানে কি? এভাবেও সর্বত্র, ওভাবেও সর্বত্র, অর্থাৎ চারিদিকে। .....বুদ্ধ কি যোগ, তপস্যা করেন? তোমরা কিছুই জানো না। তিনি অমুক গাছতলায় ছিলেন, এসব বাজে।... ...কাকে বুঝ্‌বি? কাকে বুঝ্‌বার চেষ্টা করছিস্? যার একটা wordয়ের Philosophy সারা জগতে কেউ বুঝে না! 'অশ্বমেধযজ্ঞ' কাকে বলে, কেউ জানে না। প্রেম এছাড়া কেউ করতে পারে না। কারণ, আর কারুর দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক নয়।.....'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—এহো বাহ্য।

13.1.73 (শ্রীগোপী বোসের বাড়ী; সন্ধ্যা) খাচ্ছিস্, দাচ্ছিস্, সব করছিস্; কিন্তু, এ সব তুই কিছুই করছিস্ না। আমরা যা দেখ্‌ছি, সেই দেখাটাই ভুল। ওটার সঙ্গ হলে সেটা ব্রজাতীত; আমরা কিন্তু এটার সঙ্গ করি।.....বুদ্ধ সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না। তিনি কেন যোগ, তপস্যা করবেন? তবে অবতারী প্রকাশে থাকেন; অবতারের চোখ একটু খুলে দিতে হয়। অহিংসা, গাছের ব্যাপার সব বাজে। এ যা বলে, সব বেদ।.....এই সব miracle দেখাবার অধিকার কারো নাই। তবে এহো বাহ্য।.....বুদ্ধ অবতার।

14.1.73 (সকালে দাদাজীগৃহে) [লোকে লোকারণ্য। টেপ বাজানো হচ্ছিল। তাতে আনন্দময়ী মায়ের কণ্ঠস্বর শুনলাম। উনি বললেন, "দাদাজী নামরূপে প্রকাশ"। পরে শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখার্জির গান হোল টেপে। তারপরে দাদাজী

বললেন, "এবারে আনন্দগোপালের গান শোন।" [শুনলাম, টেপে গান হোল দাদাজীর।]

(সন্ধ্যায় শ্রীমতী মিনতি দে'র বাড়ী) ধৃতরাষ্ট্র কি অন্ধ ছিল? তাহ'লে সে রাজা হলো কেমন করে? তাহলে সে রাশিয়ায় যেয়ে যুদ্ধ করলো কেমন করে জলন্ধরের সঙ্গে? সে ছিল সেরা কুস্তিগীর। মান্দারাম, আমেরিকার ঋষভ,—এদের সে পরাস্ত করেছিলো। জরাসন্ধ তাঁর কাছে কিছুই ছিল না। সে কৃষ্ণকে দেখতে পারলো না, তাই সে অন্ধ। পাণ্ডু ও তাঁর পুত্রেরা কৃষ্ণকে বুঝ্‌তে পেরেছিল। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে divorce করেছিলো; একত্র থাকতো না। দুর্যোধন ভক্ত ছিল; কিন্তু, সে ছিলো কর্মযোগী। যুধিষ্ঠির ছিল শান্ত; ভীমও অনেকটা, —সহজ, সরল লোক। অর্জুন ছিলো বদমাইস। সে মস্তো বড়ো scientist ছিলো। সে ভাবলো, আমি সব করছি, নাম কিন্‌ছে কৃষ্ণ। তাই যুদ্ধশেষে সে দাদাকে বললো, "বিশ্বরূপ দর্শন, সূর্যগ্রাস সব ম্যাজিক। কৃষ্ণ একটা লম্পট।" সে তার মা, দ্রৌপদী, সুভদ্রা সবাইকে কৃষ্ণের সঙ্গে অবৈধ সঙ্গে লিপ্ত, একথা বলেছিলো। মা দুঃখে হরিদ্বারে গেলেন; দ্রৌপদীও চলে গিয়েছিলো। যুদ্ধের ৬ বছর পরে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে বললেন। বললেন, অর্জুন যেন তাঁর কথা জানতে না পারে। এদিকে একটি বালককে দুটি অস্ত্র দিলেন অর্জুনের উপর প্রয়োগের জন্য। অর্জুন সেই অস্ত্রে মারা গেলেন; কৃষ্ণ বাঁচিয়ে দিলেন। "নবার্ত্তায় জনার্দন আত্মন্ ঋষভ"।

পৈতা কাকে বলে? "তিবস্তায় জাগৃহি জাগ্রত ……।"

তদ্‌গতা হয়ে থাকলে ব্রহ্মোপবীত হয়। এটা কি বাপের হলে ছেলের হতে পারে ?

পৃথিবীটা তিন ভাগ ছিল ঃ—লংকা-টংকা সব য়ুরোপ অর্থাৎ রাবণ, পাতাল মহীরাবণ অর্থাৎ আমেরিকা; আর চীনের অধিকাংশ এবং রাশিয়া নিয়ে সপ্তদ্বীপ। বাকী সবটা ছিলো ভারত। .....আদি বেদের ঋষি রমত্রাণ। [মঙ্গলবার রমা মুখার্জির বাড়ী যেতে বললেন অনুচ্চকণ্ঠে।]

17.1.73 (শ্রীগোপী বোসের বাড়ী; সন্ধ্যা) বিজয়কৃষ্ণের কাকা বারোদীর ব্রহ্মচারী সত্য পেয়েছিলেন। ..... লম্পট, বদমাইস, জোচ্চোর ছাড়া অন্য কেউ কিন্তু সত্যকে দিতে পারে না। জল আর মদে এ কোন পার্থক্য দেখে না।.....

কামনা-বাসনা ধ্বংস হচ্ছে ভিতরে। সেখানে দেব-দেবী কোথায় ? তদ্‌গতা হলেই কামনা-বাসনা ধ্বংস। সত্যের কাছে কোন কারিগরি খাটে না।

18.1.73 (শ্রীঅনিমেষ দাশগুপ্তের বাড়ী; রাত্রি) [রাত ১০টায় বোম্বের সাংবাদিক শ্রীপতঞ্জলি শেঠীকে নিয়ে ভিতর থেকে বাইরে বৈঠকখানায় এলেন দাদাজী] বেটারা সর্বজীবে দয়া বলে। "যস্তু সর্বানি ভুতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি"—এই তো সর্বজীবে দয়া। ..... উনি পাঠিয়ে দিলেন রসাস্বাদনের জন্য। তাইতো মনটা দিলেন।..... "ন নিত্যং ন ক্রিয়া....." "অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥"

20.1.73 (দাদাজীর বাড়ী; সকাল)—[শাম্ভবী মুদ্রার কথা] চোখ খুলে রেখে ঘাড়ের পিছনে দেখতে হবে; আর একটা মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। এতে মন কিছুটা স্থির হয়; কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায় না।

21.1.73 [সকালে দাদাজী বোম্বের সাংবাদিক শ্রীপতঞ্জলি শেঠিকে নিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকার বাগবাজারের বাড়ীর শ্রীশান্তিময় ঘোষের ফ্লাটে যান। সেখানে শেঠীর চুলে হাত দিয়ে একটি Lady's wrist watch বের করেন band সহ; পরে ঘড়ির পেছন দিকে বাম থেকে ডাইনে শূন্যে অঙ্গুলি চালিয়ে Mrs. P. Sethi লিখে ঘড়িটা শেঠীকে দিলেন। তারপরে শেঠী শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের message পেলেন ইংরাজীতে। সন্ধ্যায় দাদাজী শ্রীশেঠীকে নিয়ে শ্রীগোপী বোসের বাড়ী গেলেন।] মন থাকে সহস্রারে, আর গোবিন্দ হৃদয়ে। মন যখন ধীরে ধীরে হৃদয়ে নেমে আসে, তখন সে হয় রাধা; তখন রাধাগোবিন্দের লীলা শুরু হয়। ভেতরে শূন্যস্থানে, যা অনন্ত, সব সময়ে দুটো শব্দ হচ্ছে; সেই শব্দ যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন মনটা সংকুচিত হয়ে যায় এবং দেহ ত্যাগ করে; আবার একটা দেহের আশ্রয় পেলে মনটা আবার বিকশিত হয়। ..... 'পতঞ্জলি'-র আসল নাম 'ঋষভাত্মা'। ..... মহাজনকে কিছু কিছু সুদ দিলেই সে খুসী হয়।

22.1.73 (শ্রীগোপী বোসের বাড়ী; সন্ধ্যা)—মহানামের ঐ দুটি শব্দ যখন থেমে যায়, তাকেই বলে মৃত্যু। তখন মন সংকুচিত হয়ে পড়ে, আর সে মহাসত্তায় মিশে যায়। "নাহং মনোবৃত্তিপ্রকারায় অহম্ আত্মস্তঃ (আত্মস্থিতঃ ?)। এখানে মনটাই আত্মস্তত। ....যজ্ঞ-সমাপন

করতেই হবে। যজ্ঞ কি, দান কি ? দান আর বেশ্যাবৃত্তি এক নয় ? আমি যা পেয়েছি প্রকৃতির দান সে কি আমার সম্পত্তি ? তা misuse করার অধিকার আমায় কে দিল ? .....শংকরের মায়াটা, —এ জগৎ মিথ্যা,—এটা যেমন সত্য, তেমনি এ জগৎটা সত্য,-এটাও সত্য। কি অপূর্ব রূপে রসে পূর্ণ এই জগৎ। এর আস্বাদনের জন্য এলাম; এসে টালিবালি কর্‌ছি। সৃষ্টিকে protect করার জন্য শাস্ত্র তৈরী হয়েছে। বাবা প্রকাশ, মাতা ব্রহ্মময়ী। এই দিয়েই সৃষ্টি শুরু। .....In tune দুই তিন চার মিনিট থাকা যায়। এটাও কলিতেই সম্ভব, দ্বাপরে নয়। মহাপ্রভু তো এর নেশায় পড়ে চলে গেলেন। Mood য়ে থাকা যায় এক দুই তিন চার ঘন্টাও। ওটা ব্রজের স্তর। ..... সব লোক আলাদা আলাদা। এক লোক থেকে আরেক লোকে যাবে কেমন করে ? ওটা কি চন্দ্রলোক ?

24.1.73 (দাদাজীর বাড়ী; সন্ধ্যা)—ওঁতো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব নিয়ে। ওতো নীচের জিনিষ। ..... কৃষ্ণ ভাবনগরে এসে মূর্ছিত হন। বোধ হয় কৃষ্ণের সময়েও এই নাম ছিল। ..... দানের উপরে যজ্ঞ। দান আর যজ্ঞ। দান হোল নিজের মনে করে দেওয়া, আর যজ্ঞ হোল একেবারে স্বভাব। তপস্যা তো নীচের ব্যাপার। দাদাজী ভাবনগরে আদর্শ ত্যাগ করেছে; কিন্তু, অর্থের দাস হয় নি; ওদের (কামদার-পরিবার) প্রেমের দাস হয়েছে।

26.1.73 (শ্রীগোপী বোসের বাড়ী; সন্ধ্যা) —ভাই-বোনের বিয়ে ৪০০০ বছর আগে থেকে শুরু হয়ে ক্রমে এই অবস্থায় এসেছে।

দশরথ-তনয় রামচন্দ্র কি রতিরূপ ? (একটা শ্লোক বললেন।) আদি শংকর মহাজ্ঞানে ছিলেম। রাম, বলরাম, নিত্যানন্দ—এঁরা অবতার। কৈবল্যে একটু স্পন্দন আছে; সত্যনারায়ণে তাও নাই। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ যেখানে, সেখানেই বৃন্দাবন। সেখানে বিষ্ণু, এমন কি বৈকুণ্ঠাধিপতির ও অধিকার নাই।

ডঃ সেন—রামচন্দ্রের চেয়ে বলরাম নিত্যানন্দ অনেক বড়ো।
দাদাজী—হ্যাঁ, নিত্যানন্দ বল্।
প্রচলিত রামায়ণের ভাষা প্রচলিত মহাভারতের ভাষা থেকে প্রাচীন। দুটোই ইতিহাসাশ্রিত। কিছু কিছু ঋষি আদি সত্যযুগের রামকে বুঝতে পেরেছিলো। তার সঙ্গে রামচন্দ্রের কাহিনী জড়িয়ে গেছে।

28.1.73 (শ্রীমতী মিনতি দে-র বাড়ী; সন্ধ্যা)—(নিজের দেহকে দেখিয়ে) এটা জড়, এ যেমন সত্য, তেমনি এটা চিন্ময় সত্তা, এও সত্য। এ কিন্তু এই মুহূর্তে এইভাবে চলে যেতে পারে।

এ একবার বেনারস যাবে। বৌদি বৃন্দাবন যাবার জিদ্ ধরলেন; আরো বললেন, স্বপ্নে অনেকে রাধাকৃষ্ণ দেখে। এ বললো, ওতো স্বপ্ন! সাক্ষাতে দেখা যায় না ? বৌদি বললেন, জেঠীমা (নেহরু-ক্যাবিনেটের মন্ত্রী কে, সি, নিয়োগীর স্ত্রী) বলেন, কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়। তখন এ বললো, এর ভাগ্য নেই; কিন্তু তুমি ভাগ্যবতী। এই বলে এ বেনারস চলে গেল। পরের দিন ভোরে বৌদি নীচের ঘরে চা খাচ্ছেন; দেখেন, ঝুঁটি বাঁধা দুটি ছোট ছেলে উপরে চলে গেল সিঁড়ি দিয়ে। আশ্চর্য হয়ে বৌদি ভাবলেন, এরা ঢুকলো কেমন করে ? সব

দরজা তো বন্ধ! বৌদি সঙ্গে সঙ্গে উপরে গেলেন। এদিকে ঝি একতলায় দেখছে, ছেলেদুটি তাকে ঘিরে ছুটাছুটি করছে। Maid servant তখন আর maid servant রইলো না। .....প্রকৃতির আওতায় এসে প্রকৃতিকে কষ্ট দেওয়া ঠিক নয়।

29.1.73 (শ্রীগোপী বোসের বাড়ী; সন্ধ্যা) – ' স্বসৌরভধর্ষণাত্মায় বন্দে চায়ং পরং ব্রহ্ম।" ধর্ষণ না হলে চল্‌বে কেমন করে? ধর্ষণটাতো ভিতরের ব্যাপার। কৃষ্ণ লীলারসই যদি আস্বাদন না হোল, তাহলে আর কি হবে? কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ—দুজনের মধ্যে কি ১লক্ষ চুরাশি হাজার বছর? বেদব্যাস এই ৩৮০০ বছর আগের। চণ্ডী (গ্রন্থটি) খুবই প্রাচীন; কিন্তু, তোদের এই 'রূপ দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি'-চণ্ডী নয়। 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্রাম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তু তে॥' আদি চণ্ডী শ্লোক।

বিদ্যাসাগর পাচক ব্রাহ্মণের কাজ করেছেন, যজমানি করেছেন ছেলে বয়সে। উনি রাম—কে যা-তা বলতেন। শ্যামাচরণ দে-র কাছে কিছু ইংরেজী শিখেছিলেন। সৎ, ধর্মভীরু লোক ছিলেন। শ্যামাচরণ দে-র বাড়ীতে রামমোহন এসেছেন বিদ্যাসাগর এসেছেন। আরো অনেকে এসেছেন তখনকার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা। ..... সে রকম শিক্ষা দিয়ে পাঠানো হয়নি। ..... প্রাণের সঙ্গে প্রাণের আলাপ হতে পারে। সবটা বৃন্দাবন হলে এটাই পূর্ণসত্য হয়। এ জগৎ ছাড়া তো আর কোথাও বৃন্দাবন-লীলা হতে পারে না। ..... (রাম) ঠাকুর সত্যনারায়ণ অবস্থায় বেদবাণী লিখেছেন। কোন মানুষ কি ওটা

লিখতে পারে। ..... নিজের বাড়ীর ভাবনাই চিন্তামণি; তাই নাম। রাবণ অহংকার।

এ যখন ক্লাস ফোরে পড়ে,তখন একদিন বাংলার পণ্ডিতমশাইর মেঘনাদবধ-কাব্য ব্যাখ্যা শুনে হেসে ফেলে; ফলে বেতের বাড়ি খায়; আরেকদিন ঐ ব্যাপারেই kneel-down হয়ে থাকতে হয়। এ বলে, এ সব মিথ্যা কথা; অনেক সংস্কৃত শ্লোক বলে। তার পরে পড়া ছেড়ে দেয়। তখন ৯/১০ বছর বয়সে বাড়ী ছেড়ে এ চলে যায়। ১৯২২য়ে যেবার আশুতোষ ম্যাট্রিকে ৯১% পাশ করান; সেবার এরা খুব আনন্দ করে।

30.1.73 (দাদাজীর বাড়ী; সকাল)—Corinthian Theatre য়ে গানের প্রতিযোগিতায় তোদের দাদা প্রথম হয়। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের সঙ্গে একসাথে এ স্টারে আবৃত্তি করে। রেডিয়োতে পর পর রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি ও তোদের দাদার গানের প্রোগ্রাম ছিল। রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজের সঙ্গে যখন কুমিল্লা যান, তখন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে বলা হয় একে। এ কিন্তু একটা হিন্দি ভজন গায়। 'নিরাসক্ত' কথাটির অর্থ তোরা বুঝিস্ না। আসক্তি ছাড়া কর্ম করা যায় না। কর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হবে। আমার ব্যবসা আছে; সে সম্বন্ধে আমি যদি কোন চিন্তা না করি তবে তো তা ফেল পড়বে।

1.2.73 (শ্রীঅনিমেষ দাশগুপ্তের বাড়ী; সন্ধ্যা) —পাঁচজন যাজ্ঞবল্ক্য ! আদি যাজ্ঞবল্ক্যের-নাতি ডেরিয়ান; তাঁর পরে অনন্তরাম; তাঁর ছেলে যাজ্ঞবল্ক্য। ..... উনি যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ সধবা;

উনি চলে গেলেই বিধবা; তখন সহমরণ ছাড়া উপায় নাই। তখন আর কর্ষণ নাই; প্রকৃতির ধর্ষণ; মনটা কিন্তু থাকে। আত্মা পরমাত্মা—মনটা আত্মা। বিয়ে তো করেই এসেছি। বিষ্ণুশর্মার কাছে আসতেই হবে। .....মহাভারতে hero দুর্যোধন। .... [শ্রীবংকিম ঘোসকে বললেন] দরবেশানন্দ।

3.2.73 (দাদাজীর বাড়ী; সকাল) [শ্রী আর্. কে, আচারিয়া, ষ্টেশন ডিরেক্টর. আকাশ-বাণী. কলিকাতা উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে কুশল বার্ত্তাদির পরে দাদাজী বলতে শুরু করলেন।] তোদের দাদা ১৯৪৬ সালে রেডিয়োতে ষ্ট্রাইক্ করিয়েছিল round-the-clock, সকলের খাওয়া-দাওয়ার ভার নিয়েছিলো; অনেক গাড়ী মোতায়েন রেখেছিলো। [প্রোফেসর পি. কে, গুহ-র ছেলে মিঃ গুহ-র কাহিনী বলে বলতে শুরু করলেন] এখানে এসেছি রাজা হতে; রাজত্বটা কিন্তু সেখানে ফেলে এসেছি; অথচ আমরা এখানে রাজত্ব করতে চাই। .....এ ভুবনেশ্বরে এখন যাবে না। বিশ্বনাথ দাস প্রভৃতি এখানে আসবেন। মার্চ-এপ্রিলে বোম্বে, ভাবনগর, গুজরাট যেতে পারে। .....গুণদা বিভূতি ও আরো দুজনকে ফোন করে জানিয়েছে, সে ভুল করেছে; আবার দাদার কাছে আসতে চায়। নারাণ চ্যাটার্জিও আবার আসতে চায়। কিন্তু, এ কখনো পেছন ফিরে তাকাতে শেখেনি। এখানকার জলই খারাপ, পরিবেশটা বিষাক্ত। এখন দেখা-সাক্ষাৎ, মেলা-মেশা বন্ধ করে দেবো, ওতেই লোকে ভুল বোঝে। কিন্তু, এতো তা না করে থাকতে পারে না। .....রমাইতো (মিস্ মুখার্জি) সব; রমা কর্মযোগিনী। এরা সব (দুই নারী আপাত-সেবাময়ী) অহংযোগিনী। ..... স্কুলে মেঘনাদ

বধ পড়ানো হচ্ছে। ব্যাখ্যা শুনে এ হেসে ফেললো। প্রথম দিনে বেতের বাড়ির পরে stand up on the bench; ২য় দিনে কান ধরে kneel-down; ৩য় দিনে হেডমাষ্টার অক্ষয় দে-র কাছে নিয়ে গেল। তখন এ বললো, ঐ ব্যাখ্যা মানি না। .....কাকে দেখলো? কাকাকে? তখন এ সংস্কৃত শ্লোক বলতে লাগলো। সবাই স্তম্ভিত। ঐখানেই পড়া শেষ। এর আগে হেডমাষ্টার ২৫ বেতের ব্যবস্থা করেন। অবশ্য তা মারা হয়নি। স্কুল ছুটির পরে মাষ্টারমশাইরা বাড়ীতে এসে এর খোঁজ করায় মা বললেন, তে উত্তরের হিস্‌সায় আছে। কিন্তু, সে একেবারে বেপাত্তা। .... (ডঃ সেনকে) তোকে নিয়ে একদিন বস্‌বো।

4.2.73 [ডঃ শ্রীননীলাল সেনের ১৭/২৩, কে পি রায় লেন. ঢাকুরিয়ার বাড়ীতে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা উপলক্ষ্যে দাদাজী অনুরাগি বৃন্দ নিয়ে পূর্বাহ্নে উপস্থিত। শ্রীমতী রমা মুখার্জি আগেই এসে শ্রীপট সাজান এবং অন্যান্য আবশ্যিক কাজে ব্যাপৃত থাকেন মিসেস্ শান্তি সেনের সঙ্গে। কিছু পরে ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঠাকুরের আসনের উপরে দুটো আম দেখে রমা আনন্দ-পুলকে হতবাক্। ছুটে গিয়ে সে মিসেস্ ও ডঃ সেনকে এই অকালীন আম্র-যুগলের মৌন আত্ম-নিবেদনের কথা জানালো। সেন-দম্পতি অবিশ্বাসের অংকুশ-তাড়নায় ছুটে গেল ঠাকুরঘরে; দেখলো, মৌন বেদনায় মলিন দুটো সবুজ আম আসনে পড়ে আছে। বলা বাহুল্য, সে আম কোন বাজারে বিক্রয়যোগ্য নয়। যাই-হোক, দাদাজী ঠাকুর-ঘর একবার ঘুরে এসে দরজা বন্ধ করতে বললেন। প্রায় মিনিট ২০ পরে তিনি মিসেস্ সেনকে বললেন ঠাকুর ঘরে গিয়ে দেখতে ঠাকুর ভোগ নিয়েছেন কিনা। আরো বললেন,

"ও ঠাকুর-ঘরে গিয়ে জ্যান্ত ঠাকুরকে এবং একেও দেখতে পাবে।" দরজা খুলতেই গন্ধের প্লাবন; সব খাবারে আঙ্গুলের ছাপ বা গর্ত্ত; বোতলের এবং গ্লাসের জল সুগন্ধি চরণজলে পরিণত; গোটা ঘরটা কুয়াসাচ্ছন্ন; মেঝেতে সুগন্ধি জলের আশ্লেষ। মিসেস্ সেন ঘরে ঢুকে কী দেখে বিহ্বল হয়ে কাঁদতে শুরু করলো। দাদাজী সর্বসমক্ষে বললেন, বিশেষ কারণে আম এসেছে। ওদের ছাদের টবে আমগাছের আম। [ছাদে কোন টবই ছিল না।] .....নিমাই গয়ার পথে কুমারধুবীতে সদানন্দ ঝা-র বাড়ী যান। সেখানে কান্নার রোল; একজন মুমূর্ষু। উনি বললেন, ও মরবে না। সেখানে দিন দুই রইলেন; সে ভালো হোল। সদানন্দ ছিল ভূম্যধিকারী। (নিমাই-র সঙ্গীরা ভাবলো, ওর জমিদারী হাতে এলো। নিমাই হাসলেন। সদানন্দ কাজীর কাছে নিমাই-র প্রশংসা করলেন। রূপ-সনাতন সেখানে ছিলেন। তাঁরা বললেন, নিমাই ধর্মধ্বজী; ওকে যদি মুসলমানের পানি খাওয়াতে পারো, তবে তোমার সম্পত্তি রক্ষা পাবে; না হলে বাজেয়াপ্ত। তখন সদানন্দ নিমাইকে সোলেমানের বাড়ীর পানি খাওয়ালেন। (দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামান্তে বিকালে নিজস্ব ভঙ্গীতে তির্যক্ নেত্রে উপরের দিকে তাকিয়ে) সরোজ, পঞ্চানন ও নারায়ণ লিলিদের বাড়ী ব'সে আলোচনা করছে এর বিরুদ্ধে। এ সব জানে, সবই দেখ্তে পায়।

5.2.73 (শ্রীগোপী বোসের বাড়ী; সন্ধ্যা) প্রাণটা প্রেম; তাই কৃষ্ণ। আর মনটা হয় মঞ্জরী তাই রাধা। দুজনে রসাস্বাদন।

আস্বাদন করতে করতে যখন স্ত্রী-পুরুষ থাকে না, তখন কৃষ্ণতত্ত্বের উপরে। তখনই "পূর্ণমাসাশ্চ পূর্ণমাসী প্রাণবন্ত নমোস্তু তে।" এই অবস্থাই পূর্ণমাসী। .....কংস-কারাগারেই কৃষ্ণের জন্ম হয়। কংস হোল অহম্। সেই অহংকার যখন প্রেমে তদ্‌গতা হয়ে যায়, তখনি কংস-বিনাশ। তিনিতো অস্ত্র ধারণ করতে পারেন না। কৃষ্ণতত্ত্বের উপরে তদ্‌গতা অবস্থা নাই। সেখানে আমি আমাতে কর্‌ছি।

শংকর কর্ম ত্যাগ কর্‌তে বললেন। এ বলছে, কর্ম কর্‌তেই হবে; কর্ম ছাড়া গতি নাই; কর্ম ছাড়া জ্ঞান নাই। দেখ্‌ছো, শুন্‌ছো, গ্রহণ কর্‌ছো,—সবই কর্ম। কর্মই জ্ঞান। আস্‌ছি বিশেষ কর্ম করার জন্য; সে কর্ম না করলে চলবে কেমন করে? নিরাসক্ত হয়ে কর্ম করতে হবে। শালারা কিছুই জানে না। নিরাসক্ত হয়ে কি কর্ম করা যায়? আসক্তিযুক্ত হয়েই কর্ম করতে হবে। কিন্তু, সেটা সজাগে হলেই নিরাসক্ত হোল; যে বাড়ীটা ফেলে এসেছি, সেই বাড়ীটার কথা ভেবে কর্ম করলেই নিরাসক্ত কর্ম হোল।

মনটা যখন নিস্তেজ হয়ে পড়ে, তখন মনের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়ও তাঁর রসাস্বাদনে উন্মুখ হয়। তখনি পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চপাণ্ডব হয়, আর যজ্ঞ সমাপন হয়। কখন হয় যজ্ঞ সমাপন? "মনোবৃত্তিনাশং হত্বায় যজ্ঞসমাপনম্।"

"সত্ত্বরজস্তমোগুণাতীতং.....বন্দে পরমানন্দনাথবম্।"

[শ্রীবোসের গাড়ীতে দাদাজীর সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে। সেখানে ট্যাক্সির প্রতীক্ষা। দূর থেকে একটা ট্যাক্‌সিকে আসতে দেখে হাত তুল্‌লাম।

সেটা সামনে এসে থেমে গেল। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক নেমে পড়ে বললেন, আপনি উঠে পড়ুন। বলে উনি পাশের গলিতে চলে গেলেন। সস্ত্রীক আমি স্তব্ধ হয়ে দেখলাম, একেবারে অবিকল শ্রীরামঠাকুর। আরো আশ্চর্য, উনি ১টাকা ২০ পয়সা ট্যাকসি-ভাড়া দেন; আমিও নস্কর পাড়ায় নেমে ঐ ভাড়াই দিই। অবশ্য এটা কাকতালীয় হতে পারে।]

6.2.73 (শ্রীগোপী বোসের বাড়ী; সন্ধ্যা)—(ট্যাক্‌সি-কাহিনী বলায়) কালকের ঐ ভদ্রলোক ঠাকুর স্বয়ম্; ঐ ভাবেই দেখা দেন .....ভগবান্‌ই একমাত্র কম্যুনিষ্ট; আর সব Opportunist, ... ইতিহাসে এরকম আর আসেনি, আসবেও না। ..... নিষ্ঠা থাক্‌লে আর কোন ভয় নাই। (শ্রীনিগমানন্দ ও শাম্ভবী মুদ্রার কাহিনী) বোধ হয়, ১৯৩০-৩১য়ের ব্যাপার। তখন ঠাকুরও (শ্রীশ্রীরাম) কাশীতে কেদারঘাটে নৌকায় থাকতেন। কখনো-কখনো দাদা দেখা করতেন। তখন অনির্বাণ ও সম্ভবতঃ ওখানে থাক্‌তেন। শাম্ভবী মুদ্রা ঠিকভাবে করলে বুকে পদ্মগন্ধ হয়। (বাদানুবাদ শুরু হলে) তখন কবিরাজ মশাই দাদা সম্বন্ধে বললেন, "উনি সিদ্ধ।" দাদা বললো—সিদ্ধ চাউল নাকি আবার আতপ হয়ে যায়। তোর সঙ্গে যে রকম কথা বল্‌ছি, কবিরাজমশাইয়ের সঙ্গে এইভাবে কথা বলতাম। ঠাকুর বলতেন, "যারা আমারে দেখেন নাই, তারাই আমারে পাইবেন।" ডাঃ দাশগুপ্ত সম্বন্ধে বলতেন, "উনি নরকে গেলেও সেখান থেকেও ওনারে তুলিয়া আনুম্।" এই একজন সম্বন্ধেই উনি ঐরকম উক্তি করেন।

8.2.73 (মিস্ রমা মুখার্জির গোমেশ লেনের বাড়ী; দ্বিপ্রহর) [গোমেশ লেনের মুখে দুই অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা। তাঁরা মিস্ মুখার্জির বাড়ীতে দাদা সাক্ষাৎ করে ফিরে যাচ্ছেন। একজন বল্লেন, "দাদা বল্ ছিলেন, "ননী বেটা যে কি কর্ছে! কখন আসতে বলেছি। এখনো এলো না। ঐ যে আস্ছে।"] [গুরুগিরি সম্বন্ধে বিরূপ আলোচনা।] এ যা বলছে, সব একেবারে খুঁতহীন; কারুর সাধ্য নাই এর কথা কাটার।

দারার বনে-জঙ্গলে সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। (ঔরংজেব সম্বন্ধে) তিনি হিন্দু-মুসলমানকে এক ধর্মে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এ রকম সম্রাট্ হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে আর হয় নি। [শ্রীমতী গীতা দাশগুপ্তা রমাদের বাড়ী বিকালে এলেন। কারণ, ইনি রোজ সকাল-বিকালে দাদার বাড়ী যান তাঁর দেখাশুনা করতে। তাঁর আসার কয়েক সেকেণ্ড আগে দাদাজী বললেন,] গীতা এসেছে; আমার তো খুব অসুবিধা হচ্ছে! তাই কাজের জন্য এসেছে। ..... এই (সরস্বতী প্রভৃতি) পূজা করা আর থিয়েটার-সিনেমা দেখা, বেলেল্লাপানা করা সবই মনের বিলাস, অহংকারের নৃত্য; একই ফল। ..... যা দিয়ে বুঝ্বি, তাই তো বুঝার বাধক; যিনি অনন্ত অসীম, তাঁকে বুঝবি কি দিয়ে?

[রমাদের বাড়ী থেকে ফির্বো; নীচে নেবেছি; দাদা বল্লেন ডঃ সেনকে] গাড়ীর সামনের সিটে যেয়ে বস্; থাক্, তুই পেছনের সিটে কোণায় বস্। [সেন বস্লে দাদা বললেন মিস্ হেনা বোসকে] মানা, তুই এবারে পেছনের সিটে বস্। [মানার আপত্তি। দাদা

বললেন,] আসিস্, কেন ? আসা ছেড়ে দে; manners জানো না। তোর ইচ্ছা হলে পেছনের গাড়ীতেই যা। [তারপরে রমার দাদা শংকরকে উঠিয়ে নিজে উঠে বসলেন। গাড়ী চলা শুরু করলে বললেন,] যে ভাবে মানা চলছে, তাতে শচীনের অবস্থা হবে মনে হচ্ছে। রমার কোন তুলনা হয় না।

[গাড়ী সোজা শ্রীঅনিমেষ দাশগুপ্তের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ী। সেখানে দুপুরে ভোগ দেওয়া লুচিতে গর্ত্ত হয়ে গেছে। সন্ধ্যায় দাদা বাইরের ঘরে মিনিট ৪।৫ ভাবস্থ হয়ে বসে রইলেন। তাতেই পূজা হয়ে গেল। সারা ঘর গন্ধে ভর্ত্তি, জল হোল চরণ-জল। দাদাজী বললেন,] Nature পাল্টে যায়। উনি (শ্রীশ্রীরাম) বলতেন, 'মনোধিষ্ঠাতৃপূজাশ্চয়ং ন হ মনাতীতম্।" [ডঃ ও মিসেস্ সেনের মনে নিজেদের বাড়ীতে পূজায় জোড়া আমের আবির্ভাব সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ ছিল। তাই দাদা ওদের আজ এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ শ্রীপরিমল মুখার্জির স্ত্রী ঊষাদি ফোন করে বললেন, "আমাদের বাড়ী ও পূজা হয়ে গেছে।" দাদা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "ফোনটা ননী সেনকে দে।" ডঃ সেন তখন বাইরে। তাই দাদা বললেন, "ননীদার বৌকে দে।" তাদের শিক্ষা হোল কি ?]

করিম (?) মিঞা এলো ডঃ বিধান রায়ের বাড়ী, কংগ্রেসের মিটিং হবে। দাদা বললেন, "ওরতো হয়ে এসেছে !" ডঃ রায় তখন মিঞাকে বাড়ী যেতে বললেন এবং আত্মীয়দের জমায়েত করতে বললেন। সেই দিনই ওঁর মৃত্যু হোল। ডঃ রায়ের নাম ছড়িয়ে পড়লো। সেই থেকে

ডাকলেই ডঃ রায় এর বাড়ীতে আসতেন। নলিনী সরকার, তুলসী গোসাঞিদের মজলিসে ও এর যাতায়াত ছিল।

9.2.73 (দাদাজীর বাড়ী; সকাল) রস, লাবণ্য এর জন্য নয়; দুঃখটাই এর ভোগ। [একটা শ্লোক বললেন, যা বেদান্তের চরম কথা। কিন্তু, দাদার মতে 'এহো বাহ্য'।] 'যাবার আগে ইচ্ছা আছে, দুটো পূজো হবে, তিনি নিজে করবেন এবং কীর্ত্তন ও আপনা থেকে হবে। এখন থেকে কীর্ত্তন ও বাদ দিতে হবে; ওটাও অহংকারের কসরত হচ্ছে। ..... গায়ে তেল মাখাবে কে ? ডঃ সেন—মানাইতো আছে। দাদাজী—হ্যাঁ, তা তো আছেই, তবে এখন আবার (যতি)। প্রেমের পূজায় এই কি লভিলি ফল ? তদ্‌গতা না হলেই সরে যেতে হবে। মহাপ্রভুর সময় হলে এদের ঢুকতেই দিত না হরিদাসকে তো একেবারে ল্যাংটা করে দিয়েছিল।

12.2.73 (শ্রীগোপী বোসের বাড়ী; সন্ধ্যা)-[দাদার জ্বর ১০২°র উপরে; হাত-পা, মাথায় যন্ত্রণা। বলরামপুর অভয় আশ্রম ও গান্ধী পিস্ ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান্ এবং দাদার ভাই শ্রীক্ষিতীশ রায় চৌধুরী এসে ৬।৭ মার্চ বলরামপুর যাবার আমন্ত্রণ জানালেন সসঙ্গী দাদাজীকে। সেই সম্বন্ধে দাদা বললেন,] ননী, তাই ঠিক থাক্। ডঃ সেন—আমি খাওয়া-দাওয়ার ভিতরে নাই। [দিন কয়েক আগে অধ্যাপক বিমল মুখার্জি ডঃ সেনের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে পরোপদেশে দাদাজীর বিরুদ্ধে যে কটুক্তি করেন, মিসেস্ সেন দাদার সামনে সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে ডঃ সেন সবিস্তারে সব আলোচনা বিবৃত করেন।

অত্যন্ত বিচলিত হয়ে দাদা বললেন;] এই সব কথা আর কোন দিন এখানে বল্‌বি না; তোকে advice কর্‌ছি। [মহিলারা দাদার হাত-পা টিপছেন। যারা দূরে বসেছিলেন, তাদেরও কাছে ডেকে নিলেন; কিন্তু; মিসেস্ সেনকে ডাক্‌লেন না। ডঃ সেনের সঙ্গে ও আর কথা বললেন না। পরে যেন স্বগত অথচ সর্বশ্রাব্য স্বরে বললেন,] কাল জাষ্টিস্ সরকারের বাড়ী সত্যনারায়ণ হবে; ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী যাবে; ৪।৫।১০/ ১৫জন যাবে।

14.2.73 (শ্রীগোপী বোসের বাড়ী; সন্ধ্যা) [কাল জাষ্টিস্ সরকারের বাড়ী পূজা হয়; দাদা বাইরের ঘরে ছিলেন যেখানে মিস্ বীণা ঘোষ প্রভৃতি নাম-গান কর্‌ছিলেন। পূজার পরে দরজা খুলে দেখা গেল, আসনে দুটো আম, আর বর্ণশবল এক বিরাট্ সন্দেশ, যার মাঝখানে 'শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ' উৎকীর্ণ। সমস্ত ঘর ধোঁয়ায় ভর্ত্তি, আর গন্ধ মন্দির।] পূজাটা কি? তাঁর প্রকাশে থাকা। ওটা কি ধোঁয়া? ঘরের atmosphere change করে গেছে; তারই লক্ষণ। [কাল একই সময়ে হাওড়ায় শ্যামল চৌধুরী, রিচি রোডে ঊষাদি ও কথা ও কাহিনীর বাড়ীতে এবং কাণপুর ও বোম্বের কয়েকটা বাড়ীতে পূজো হয়ে যায়।] (দেহটাকে দেখিয়ে) এটা মিথ্যা; কিন্তু মিথ্যা হলেও সত্য সঙ্গে আছে বলে সত্য। অহংকারটাই কাল; ওতে প্রারব্ধ টানে। বহু বছর আগে দুর্গাপূজার কয়েক দিন আগে তোদের দাদা বঙ্গঠাকুরের সঙ্গে 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে', 'রূপং দেহি' ইত্যাদি ও বলিপ্রথা নিয়ে আলোচনা করে। উনি কাঁদতে শুরু করেন। পূজোর আগের দিন

ঐ মাকে বলে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। সেই বারেই ব্যাঙ্গালোরের পূজায় এ পুরোহিত হয়। ..... কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল সত্যেন বোস ক্লাসে এসেছেন। দাদা কৌতুহলে সেই ক্লাসে বসে। উনি প্রশ্ন করলেন কবারে ম্যাট্রিক পাশ করেছো? দাদা ৫বারে। তা হলে ভর্ত্তি হয়ে যাও, বললেন প্রিন্সিপাল কয়েক বছর পরে প্রিন্সিপাল নাথের সঙ্গে তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোক এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে এ আলোচনা করে। .....যাদের অন্তদৃষ্টি আছে, তারা একবার দেখতে পেলেই যজ্ঞসমাপণ হোল।

17.2.73 [দাদাজী পূর্বাহ্নে বরাট কলোনীতে রতনদার বাড়ী যাবেন। আমাকে অনুযাত্রিক হতে হোল। দাদা গাড়ীতে উঠার পরে আমিও উঠলাম। কিছুদূর যাবার পরে ঠাট্টাচ্ছলে দাদাঃ] ননীকে রাত ৭-৩০ টায় য়ুনিভার্সিটি পৌঁছে দিতে হবে; তখন ওর ক্লাস। যাচ্ছি নাস্তিশ্বরের জন্য। ..... বাপ-মার শ্রাদ্ধ করবি কি রে? নিজের শ্রাদ্ধ করবি। গাঢ় নিদ্রার ভিতরে পৃথক্ সত্তা থাকে না। মৃত্যুতেই মুক্তি হয়, মৃত্যুতেই শান্তি হয়; কিন্তু, মনোবৃত্তি থেকে যায়। .....'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-র চেয়ে 'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি' উচ্চ স্তরের কথা। .....'অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্। অভ্যাসেন চ কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥' স্বভাবে না থাকলেই অভ্যাসের কথা আসে। ওটা একটা অভাব। ....সোমবার বি, আর, সিং হাসপাতালে doctors' Quartersয়ে যেতে হবে। [দাদাকে একজন আগামী বুধবারে বৌভাতের নেমন্তন্ন করলেন। দাদাঃ] বিভূতি সরকার ও ননী সেন ওদিন আমার বাড়ীতে খাবে।

19.2.73 [বি, আর, সিং হাসপাতালে doctors' Quarters য়ের এক বাড়ীতে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজার মাধ্যমে ডাঃ সাবিত্রী ও ডাঃ রায়ের বিয়ে হোল দাদাজীর সান্নিধ্যে। ঘরে সুগন্ধি জলের প্লাবন; সিন্নী প্রায় ক্ষীরের মতো হয়ে যায়। ডাঃ সাবিত্রী কি দেখে কেঁদে আকুল। ফেরার পথে গাড়ীতে দাদা বললেনঃ] বুধবার সকালে ১০/১০-৩০টার ভিতরে যান্; আবার সন্ধ্যায় এর সঙ্গে এক বাড়ীতে খেতে যেতে হবে। .....কাল অভি কাণপুর থেকে ট্রাংককল্ করে বলেছে, গত পরশু কাণপুরে ও পূজা হয়ে গেছে। আর গুরুজী নাকি challenge accept করেছে। এ বলেছে, শীঘ্র ব্যবস্থা করো; দেরী করলে চলবে না; ওকে ৫ মিনিট টাইম দেওয়া হবে। এ সম্বন্ধে অভি কাল ফোন করে মানাদের বাড়ী জানাবে।

21.2.73 [দাদাজীর বাড়ী; সকাল।] "অত্র জাগৃহি জাগ্রত বেদব্যাস।" ভাগবত রচনার সময়ই কৃষ্ণইতো বেদব্যাস। .....এই দেহটাই কুরুক্ষেত্র; তাই ধর্মক্ষেত্র হয়ে গেল।

23.2.73 [শ্রীগোপী বোসের বাড়ী; সন্ধ্যা] [দরজা বন্ধ; ভিতরে দাদাজী বিশিষ্ট অভ্যাগতের সঙ্গে আলাপরত; বাইরে অপেক্ষমান দুই সাংবাদিক। বহুক্ষণ পরে দরজা খুললে ওঁরা ঢুকলেন। কিছু পরেই এলেন দাদাজীর বড়ো ভাই শ্রীক্ষিতীশ রায় চৌধুরী, যিনি বলরামপুর অভয় আশ্রম এবং গান্ধী পিস্ ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান। তিনিও ভিতরে গেলেন। রাত ৯-২০ মিনিটে দরজা খুললে দাদা আমাকেঃ] তুই কথা না বললে চলে যাই। [কথা হচ্ছে; মাঝে মাঝে আবার

গম্ভীর।] মানুষ মানে জ্ঞানী। দেহত্যাগ মানে সমাধি-যোগ আনন্দ-যোগ বা পরমানন্দ স্থিতি বলতে পারিস্। নাম পেয়ে আনন্দ পাওয়াটাকেই নাম পাওয়া বলে। [—ঘোষের প্রবেশ। দাদা কি বলার পরে] —ঘোষঃ—আমিতো ছাগল; অন্যদের মতো intellectual তো নই।

ঘোষের স্ত্রী—আপনি কাল পাগল-ছাগল বলায় সেই থেকে চটে আছে।

ডঃ সেন—আমার কালকের কথায়—দা বোধ হয় রেগে গেছেন।

দাদাজী—(ডঃ সেনকে) তুই কি বলেছিলি ?

ডঃ সেন—দা কি স্বামী পেয়েছে ?

ঘোষ (স্ত্রীকে)—আমি কি কাউকে ভয় করি ? [বলে বাইরে চলে গেল। গাড়ীতে উঠে দাদাজী—ঘোষকে একটু মোলায়েম কথা বলে বললেনঃ] মন, বুদ্ধি, প্রভাশূন্য হয়ে যা।

—ঘোষ—মানা বললে সহ্য করতে পারি। Surrouding করলে করবো কেন ?

দাদাজী—অন্য যারা বলে, তারাও মানার মতো। ননী! কাল তুইও শান্তি বিকাল ৩টার মধ্যে এর বাসায় আসিস্ বাটানগর যাবার জন্য। [এর পরে দাদাজী চলে গেলেন।]

24.2.73—25.2.73 [বিকেল সওয়া চারটে নাগাদ বাটানগরে শ্রীদীনেশ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী সানুষাত্রিক দাদাজী। কীর্ত্তন ও শংখধ্বনি দ্বারা দাদাজীর অভ্যর্থনা। কীর্ত্তন চল্‌ছে। দাদাজী চেয়ারে বসে শুন্‌ছেন, মাঝে মাঝে তাঁকে চোখ-বোজা দেখা যাচ্ছে। ডঃ সেন ভাবলো, দাদা বোধ হয় ঘুমাচ্ছেন। সন্ধ্যায় শিব-মন্দিরে গণ-সমাবেশ;

৩।৪শ লোক। ডঃ সেনকে দাদাজীর দর্শন সম্বন্ধে কিছু বলতে হোল।] দাদাঃ—এতোদিনে বলাটা ঠিক ঠিক হোল। ভুবনেশ্বরে ৩০ হাজার লোকের সামনে বলেছে, অন্য জায়গায়ও বলেছে। কিন্তু, এইবারেই ঠিক দাদার কথা বলা হয়েছে। [এদিকে দীনেশালয়ে পূজা বন্ধ হয়ে গেল। দীনেশদার উপলব্ধিঃ দাদা সারারাত পূজা করেছেন। রাত্রে উনি স্ত্রীকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন; বার বার নরম স্পর্শ পেয়ে জেগে উঠলেন; দেখেন, কে যেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সকালে পূজার ঘরে (শোবার ঘরে) জলের স্রোত দেখা গেল; সুগন্ধি জল; গ্লাসের জল হয়েছে ডাবের জল; আর সিমেন্টের মেঝের উপরে আলপনায় দুটো সুগঠিত পায়ের ছাপ দেখা গেল,—শিশুর। বিকেলে কান্নার হুলু-ধ্বনির ভেতর দিয়ে দাদাজী চলে গেলেন শ্রীমিনতি দে-র বাড়ী। সেখানে হঠাৎ ডঃ সেনের দিকে তাকিয়ে দাদাজী বললেনঃ] এর ধারণা, এ কখনো ঘুমায়না; অষ্টপ্রহরই জেগে থাকে। ..... (রমা মুখার্জিকে) বড্ড constipation হয়েছে; কাল থেকে দুটো করে কলা খাস্।

26.2.73 (শ্রীগোপী বোসের বাড়ী; সন্ধ্যা) [গুরুজী challeng accept করে বার বার এড়িয়ে যাওয়ায়] এ কালরূপে মহাভৈরব হতে পারে; হয়তো বজ্রপাত হবে। [-রামদাস সম্বন্ধে] ও সব তো শয়তান; ওকে বাংলার বাইরে কজন চেনে? .....একটা বিষয়ে হুঁসিয়ার থাকতে হবে,—তাঁকে নিয়ে যেন টালিবালি না করি। সত্যটা কি, সৃষ্টিতত্ত্বটা কি, আর আমাদের করণীয় বা কি, এইতো আলোচ্য বিষয়। .....শিশিরবাবু (অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা) প্রেমিক; উনি.....মাথানেড়ে সাধুবাদ জানালেন)। .....জগদ্বন্ধু এর বাড়ী

গিয়েছিলেন। ..... একটা কথা জেনে রাখ্—যারা সত্যনারায়ণের আশ্রিত, তারা যে কোন পীঠ, যে কোন বিগ্রহের উপর দিয়ে নির্ভয়ে হেঁটে যেতে পারে। কারণ, তাদের তো কর্তৃত্ব-বুদ্ধি নাই। ..... লেক্‌চার দিয়ে কি প্রচার হয় ? [বোম্বে থেকে পতঞ্জলি শেঠীর ফোন; তারপরেই সুমতি মোরারজীর ফোন—গুরুজীর কলকাতা আসা সম্বন্ধে। ওরা বহু সাংবাদিক পাঠাবেন; সুমতি স্বয়ং আসবেন।

—ঘোষকে দুবারই ফোন দিলেন। একবার বললেন, "হারামজাদা ! শোন্।"] এখানে converted হলে অপরাধ কম হবে; অন্য জায়গায় হলে অপরাধের যাত্রা বেড়ে যাবে। একটা অকাল বোধন হবে ? এই যে চিৎকার করছি, তোরা ভাবছিস্, এ কি করছে ! এটা কিন্তু চিৎকার নয়, কান্না।

27.2.73 (শ্রীগোপী বোসের বাড়ী; সন্ধ্যা)—এ যেখানে গেছে, যে পথ দিয়ে গেছে, সেখানকার সবাই মুক্তি পাবে; যে একে দেখেছে. সেই মুক্তি পাবে। .....শিবরাত্রি কি ?

ডঃ সেন—একটি মুহূর্ত্ত যখন অনন্ত মুহূর্ত্ত হয়ে যায়, তখনি শবরূপে মহান্ ইচ্ছার নিরংকুশ প্রকাশ কালিকার পাদ-পীঠ হওয়াই শিবরাত্রির উন্মেষ।

দাদাজী—তাহলে তো বুঝেই গেছো। শিব নামে একজন গৃহী, তোদের ভাষায় যোগী, ছিলেন; পাহাড়ে জঙ্গলেও ঘুরে বেড়াতেন; সন্তানাদি ছিল; দক্ষের জামাই আর কি ! সতী দেহ-ত্যাগ করে হর-গৌরী হলো।

দেহ থাকতে কি গৌরী হওয়া যায়? হর-গৌরী কে? গোবিন্দ। 'শিব' নামটা তারই অপভ্রংশ।.....

স্বামীর নাম উচ্চারণ না করার অর্থ কি? স্বামী যে গোবিন্দ, তাঁর সঙ্গে যখন একাত্ম হয়ে আছি, তাঁর পরম সত্তায় যখন আশ্রিত হয়ে আছি, তখন স্বামীর নাম কেমন করে উচ্চারণ করবো? এটা পরে জাগতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হোল। .....সত্যবান্‌কে তো নিয়েই এসেছি। তিনি আছেন বলেই তো সাবিত্রী হতে পেরেছি। [বোম্বেতে শ্রীঅভি ভট্টাচার্যকে ফোন করে বললেনঃ] ড গৌরীনাথ সেন, ডঃ ননীলাল সেন ডঃ বিভূতি সেনকে নিয়ে বোম্বে যাচ্ছি; বিভূতিকে ঘুঙুড় পরিয়ে নেবো। [বই সম্বন্ধে] মঞ্জুর মুখে শুনলাম, সে ফোন করে জেনেছে, ওরা পরশু দেবে। এতো বইয়ের ব্যাপার জানে না; বই নিয়ে কখনো ফোনও করে নি। চারিদিক্ থেকে একে লোকে চাপ দিচ্ছে। এর পরে আর এরকমভাবে বই ছাপানো হবে না।.....

"নয়নাধিষ্ঠাতৃশ্চায়ং পতিং দেহি নারীশ্চায়ং নমোস্তু তে (?)। "ধৈরয়ং শাশ্বতং শান্তং সত্যং পরং ধীমহি।" .....কৈলাস মানে তো প্রকাশ। [মানাসম্বন্ধে] অপূর্ব!

28.2.73 (শ্রীঅনিমেষ দাশগুপ্তের বাড়ী; সন্ধ্যা) [শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত পর পর অনেকগুলো গান করলেন] আদি ব্রহ্মবেদে আছে, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই।

1.3.73 (পূর্বোক্ত বাড়ী; সন্ধ্যা) অষ্টসিদ্ধি কি রে? [ডঃ সেন অনিমা, লঘিমা ইত্যাদি অষ্টসিদ্ধি সাড়ম্বরে ব্যাখ্যা করলো।] এ রকম

কোন দৃষ্টান্ত জানা আছে কি ? ডঃ সেন—না। দাদাজী—ওসব বাজে কথা।

ডঃ সেন—কেন ? দ্বারকায় কৃষ্ণের মহিষী-বিবাহকালে কি হয়েছিল ? ভাগবতে আছে,"চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥"

দাদাজী—কৃষ্ণের কথা ছাড়্। আর কেউ ?

ডঃ সেন—কেন ? সৌভরিঋষি কায়ব্যূহ ধারণ করে ৫০টি রাজকন্যার সঙ্গে যুগপৎ বিহার করেন।

দাদাজী—বাজে কথা; বেদের ভুল ব্যাখ্যা থেকে আজগুবী গল্প তৈরী হয়েছে। এর মতে ওটা স্বয়ং ছাড়া কেউ পারে না। কোন মুনি-ঋষি সারাজীবনে একবার কি দুবার intune হয়ে ও রকম হতে পারেন; কিন্তু, তখন সে স্বয়ম্। .....অষ্টসখী আবার কি ? অষ্টসখী থাকতে 'রাধা' হবে কেমন করে ? দেহ, মন, পঞ্চেন্দ্রিয়, বুদ্ধি এরাই অষ্ট সখী। .... যারা সুখে-দুঃখে এর সাথী হতে পারবে, তারাই সত্যলোক পাবে। মধু না হলে কি মধু খাওয়া যায় ? [কে সি, নিয়োগীর স্ত্রী লীলীমা দাদাকে ফোন করে বললেনঃ বাবার কাছে যেয়ে খাটের পাশে বসে ভগবদালোচনা শুনছি, হঠাৎ মানস-সরোবর দেখলাম; সেখানে একটি মাত্র হংস হেলে দুলে বেড়াচ্ছে। দাদা বললেনঃ] ঐ হংসইতো ভিতরের বস্তু। তখনো দুইয়ের ভাব জাগেনি, বলে একটি হংস।.....

ডায়াবেটিস্ বড়লোকের হয়। যেমন আমার, বংকিমদার আর নোতুন করে ননীদার। শান্তি, তরুণ এসব গরীবের হবে না। ...অষ্টসিদ্ধি

তো বিভূতিযোগ, যা কৃষ্ণের ছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই হয়তো ঐ সবের প্রয়োগ দেখতে পাবি।

ডঃ সেন—দেশপ্রিয় পার্কে ?

দাদাজী—সে জানিনা। তবে ওঁর যদি ইচ্ছা হয়, তবে দিন রাত হয়ে যাবে। একটা সন্ধিক্ষণ আছে; তখন কাউকে ধরলে তার আর পালিয়ে যাবার উপায় নেই; সে জালে আট্‌কা পড়ে যাবে। .....ব্রজে মনটা আছে; কিন্তু থেকেও নাই। এটাকে কিভাবে প্রকাশ করবি ?

ডঃ সেন—"মৌমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিণা। পাখায় বাজায় তার ভিখারীর বীণা।" বীণা রসে আটকে গেছে।
Action-reactionটাই প্রারব্ধ। (জনৈকা সম্বন্ধে) ও যা সহ্য করে এখানে আসে ! অন্য মেয়ে হলে sui-cide করতো।

2.3.73 (শ্রীগোপী বোসের বাড়ী) [গুরুজীর কলকাতা আসা স্থির দাদাজীর মুখোমুখি হতে। শ্রীমতী সুমতি মোরারজী প্লেনে ১১টা ফ্লাইটের ব্যবস্থা করেছেন; আর ৪টা স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা হয়েছে। বোম্বে থেকে আসবেন বহু সাংবাদিক। এই সম্বন্ধে দাদাজী বলছেনঃ] হয়তো দেখবি প্রবল বৃষ্টি, বজ্রপাত হচ্ছে; হয়তো মাথার পরচুলাটা শূন্যে ভাসছে। তখন আর দাদা নয়, মহাকাল।

5.3.73 (শ্রীগোপী বোসের বাড়ী; সন্ধ্যা) গীতায় আনন্দ কোথায় ? গীতার উপরে আনন্দ। তার উপরে আনন্দ ও নাই; শুধু বোধ; তার উপরে বোধও নাই; শুধু সত্তা, অর্থাৎ কৈবল্য। তার উপরে

সত্তাও নাই; সব একাকার। .....অষ্টসখীর মিলন-যজ্ঞ যখন সমাধি হোল, তখনই রাস শুরু। .....১৯৭৩য়ে সাধুদের জন্য মাত্র ২মিনিট সময়। ....ওকে (—সাঁইকে)' জালে ফেলার জন্য কত রকম চেষ্টা করেছে লোকে; অবশ্য বিভূতি-যোগ প্রয়োগ করা হয়নি।

6.3.73 (শ্রীগোপী বোসের বাড়ী; সন্ধ্যা) [শ্রীপরিমল মুখার্জির স্ত্রী দাদার উপরে স্বরচিত স্তোত্র পাঠ করলেন। খুশী দাদা ডঃ সেনকে শুধালেনঃ] কি রে. ভুল আছে কি? ডঃ সেন—সামান্য।

[মঞ্জুদি (শ্রীঅনিমেষ-জায়া) ফোন করে জানালেন, রমা লাহিড়ীর শাশুড়ীর শ্রাদ্ধে দাদার নির্দেশে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের কাছে ভোগ দেওয়া হয়ঃ ৫টা পিণ্ড, এক গ্লাস জল, ২ বাক্স সন্দেশ, আর মৃতার প্রিয় ভাত-ডাল-তরকারি। বাইরে কীর্ত্তন হচ্ছিল। পরে ঘর খুলে দেখা গেল, ঘর গন্ধে ভর্ত্তি; প্রতিটি পিণ্ডে ৩ আঙ্গুলের দাগ, দুটো সন্দেশ ভাঙ্গা, ভাত ডাল-তরকারি একত্র ছড়ানো। দাদা শুনে সব পুনরাবৃত্তি করে বললেনঃ] কিরে. এরকম ও হয়! মাষ্টারদা কি বলে? কোন বইতে আছে? এও এই কলিতেই সম্ভব; সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে নয়। অথচ তোদের দাদা মানাদের বাড়ী!.....

[গুরুজী সম্বন্ধে শ্রীমতী ঘোষকে] একটা ঘরে শুধু দুজনের সাক্ষাতের ব্যবস্থা কর্; দরজা বন্ধ করে তোরা সব বাইরে থাকবি। এ শুধু একটা চীৎকার দেবে; তাতে ত্রিভুবন কেঁপে উঠবে; ও অজ্ঞান হয়ে যাবে। অথবা, এই রকমের (হাত নাড়িয়ে) ব্যবস্থা হোক্। ..... বিষ্ণু ও

তাঁকে পিণ্ড দেন। বিষ্ণু, নারায়ণ—এ সবও তো তাঁর কাছে কিছুই না। "হরে কৃষ্ণ হরে রাম"—এযে কৃষ্ণ যে রাম, তা ঐ কৃষ্ণ (দ্বাপরের) ঐ রাম (ত্রেতার) নয়। .....সত্যের লক্ষণই হোল গন্ধ।

8.3.73 (শ্রীঅনিমেষ দাশগুপ্তের বাড়ী; সন্ধ্যা) (জনৈক যোগী সম্বন্ধে) কিছু বলতে চাই না। জাগতিক ক্ষেত্রে তোদের মতো শিক্ষিত লোক ছিল। আধ্যাত্মিকতার কি ছিল তাঁর ভিতরে ?

ডঃ সেনঃ—যোগৈশ্বর্য ছিল না ? তাঁর তো কৃষ্ণজ্ঞান হয়েছিলো !

দাদাজীঃ—কি যাতা বল্‌ছিস্ ! তোদের সঙ্গে কথা বলা ও যায় না ! কোন্ কৃষ্ণ ? সাতজন কৃষ্ণ ছিল; বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, কৈবল্যের কৃষ্ণ, ভুমার কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ। [সাতটি নাম বললেন। ধৃতরাষ্ট্রের লেখা বইয়ের নাম বললেন,] 'নিচুর-চিমন' (?)। [ঐ বই থেকে একটা শ্লোক বললেন।] অষ্টসখী কি ? অষ্টপাশ, অষ্টযাম। তারা এক হয়ে গেল যখন, তখন বৃন্দাবন-লীলা। কৃষ্ণের ধারাই রাধার আস্বাদন। কেউ কিচ্ছু জানে না। রাধা বলে একটা মেয়ে বুঝি নূপুর পায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াতো ? কৃষ্ণ ধারা হয়ে ঝরে পড়ছেন। প্রাণে প্রাণ মিশে গেলেই তো অনন্ত হয়ে গেলো। ..... ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হলে কংসের শ্বশুর জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করলো কেমন করে ? চোখ থেকেও সে আমাদের মতো, গরু-ছাগলের মতো, অন্ধ। পুত্রস্নেহে অন্ধ সে যে গোবিন্দকে দেখেও দেখতে পায় নি; সে ভাবতো, ম্যাজিক। দুর্যোধন ও ভাবতো, ম্যাজিক। উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন; ওরা ভাবলো, ম্যাজিক। .....পৌর্ণমাসী তো সত্যনারায়ণ। আদি রাম ও কৃষ্ণ রতি ও প্রেম-রূপ; দশরথ-তনয় নয়।

9.7.73 (শ্রীগোপী বোসের বাড়ী; সন্ধ্যা) পাঁচ বছর বয়সে বাবার কাঁধে উঠে মাথায় পা রাখলাম। নেমে বললাম, বড়ো হয়ে এই রকম রাখতে পারবো তো ? বাবা অবাক হয়ে মাকে গিয়ে বললেনঃ এই ছেলেকে কখনো মারধোর কোরো না। আগেকার জমিদারদের চরিত্র তো জানোই। বাবা কিন্তু ঋষিতুল্য ছিলেন। ২।৩ বার বাড়ী ছেড়ে হরিদ্বারে চলে যান। কিন্তু এর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে ফিরে আসতে হয়।

14.3.73 (শ্রীবীরেন সিমলাইয়ের বাড়ী; সন্ধ্যা) বহু কোটি বছর আগে আদি সত্যযুগে পূর্ণব্রহ্ম রাম এসেছিলেন। তিনি রতিরূপ। সীতা এই রামের যখন শরণ নিলেন, তখন নামই তাঁকে উদ্ধার করলো। মারামৃগে যে ভুললো সে তো মায়াবদ্ধ। লংকা য়ুরোপে। সে যুদ্ধ ও বিশ্বব্যাপী হয়েছিল।.....

ননী ব্যানার্জী ও করুণা রায় কী বলছে, শোন্। ডঃ করুণা ব্যানার্জীঃ- আমরা দুজনে এখানে দুপুরের আগেই আসি। কিছু পরে দাদা বলেন, তোরা আজ রাত্রে এখানে থাকবি। আমরা বলি, তাহলে বাড়ীতে খবর দিতে হয় ! দাদাঃ—ঠিক আছে, তোদের দুজনের বাড়ীতেইতো ফোন আছে ? এই বলে পর পর আমাদের দুজনের মাথায় সেকেণ্ড দশেক করে হাত রাখলেন, পরে বললেন, খবর দেওয়া হয়েছে। তোরা ফোন করে confirm কর্। আমরা ফোন করে জানলাম, শুধু আমাদের রাত্রে এখানে থাকার খবর নয়, আরো অনেক হাসি-ঠাট্টা দুই বাড়ীর লোকজনের সঙ্গে। দাদা (ডঃ সেনকে)—কি রে, ম্যাজিক

নাকি ? ফোন নম্বর বলা হয়নি, ডায়াল করা হয়নি; শুধু মাথায় হাতটা রেখেছি কয়েক সেকেণ্ড; তাতে ৩।৪ মিনিটের কথা ফোনে হয়ে গেল ? [সন্দিগ্ধ ডঃ সেনকে শিক্ষা দেবার প্রয়াস !]

15.3.73 (শ্রীঅনিমেষালয়; সন্ধ্যা) [রাধারমণ কীর্ত্তন-সমাজের এক ভদ্রলোক দুটো গান করলেন। তারপরে শ্রীমতী আলপনা ব্যানার্জি দুটো গান গাইলেন। রাত সওয়া দশ নাগাদ দাদা শ্রীসুনীল ব্যানার্জিকে বললেনঃ] তোর ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে গেছে। ফোন কর্। [সুনীলদা ফোন করলেন। বড়ছেলে বললো, বাসুর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে; শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। দাদা ফোনটা নিয়ে বড় ছেলকে বললেন, এক কাপ জল রিসিভার-এর কাছে ধর্। সে তখন তাই করলে দাদা দুটো আঙ্গুল ডুবার নেড়ে বললেনঃ] কি রে. চরণজল হয়েছে তো ? এবারে ঐ জল ৫ফোঁটা করে খাইয়ে যা, আর বুকে মালিস্ কর। ভালো হয়ে যাবে। [কিছু পরে সুনীলদাকে চলে যেতে বললেন। কিছু পরে বললেনঃ] কিরে, চলে যাবি নাকি ! অবস্থা মোটেই ভালো নয়। [কিছু পরে] এখন একটু ভালো। [আরো কিছু পরে] এখন বেশ ভালো। [আবার ফোন করে দাদা বললেনঃ] কি রে, ঘাম হয়েছে তো ! যা, বেঁচে গেল। এটাই ঠিক ছিল; এই সময়েই চলে যাবার কথা ছিল।

16.3.73 (শ্রীগোপীবোসালয়; সন্ধ্যা) নামের vibration থেকেই শ্বাস-প্রশ্বাস হয়। .....জ্যোতিঃ দর্শনই শ্রেষ্ঠ দর্শন। প্রথমে জ্যোতিঃ চঞ্চল, তারপরে রূপ, তার পরে নিস্তরঙ্গ শান্ত জ্যোতিঃ। প্রথমটা জ্যোতিঃ-ই নয়; ওটা মনের কল্পনা। ব্রহ্ম নিরাকার হলে আকার নিয়ে এলাম কেন ?

17.3.73 (ডঃ শ্রীননীগোপাল ব্যানার্জির বাড়ী; সকালে) [সেখানে সকাল থেকেই ডঃ অমিতেশ ব্যানার্জি, শ্রীগোপাল ব্যানার্জি, গঙ্গাশরণজী, 'সুলেখা-'র স্বত্বাধিকারী উপস্থিত। সকাল ১০টা নাগাদ দাদা ব্যানার্জিদের বলছিলেন:] ধর্, একটা লোককে এইভাবে এইভাবে ঘাড় থেকে পা অবধি ম্যাসাজ করলো; তারপর সে বাথ-রুমে গেল চান করতে। মাগে জল তুলেই 'হা রাম' বলে চিৎকার দিয়ে পড়ে গেলো। আত্মীয়েরা ছুটে গিয়ে দরজা ধাক্কাচ্ছে। হঠাৎ ছিটকিনি আপনা থেকে খুলে গেল; ঘর গন্ধে ভর্ত্তি। ডঃ ননী ব্যানার্জির বাড়ীতে তিনটে ফোন এর confirsnation পাওয়া যাবে বিকেলে। [বিকেলে ৩টি দোনই এলো; বর্ণনা হুবহু মিলে গেল। লোকটি বোম্বের আর, কে, ব্যাস।]

ডঃ সেন—বাঁচিয়ে দিলেই হোত। দাদাঃ-একটু সময় চাইতো; পড়লো, আর শেষ হোল।

[সত্যনারায়ণ পূজায় বিরাট্ সন্দেশের আবির্ভাব হোল। ননীগোপালদার মেয়ে প্রণাম করতে ঠাকুরঘরে গিয়ে flash দেখতে পায়। দাদা সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথাটা নীচু করে দেন।] [ঐ বাড়ী থেকে দাদাজী সন্ধ্যা নাগাদ শ্রীমতী মিনতিদের বাড়ী যান। সঙ্গে ছিলেন ডঃ বিভূতি সরকার, ডঃ করুণা রায়, ডঃ ননীগোপাল ব্যানার্জি, রমা মুখার্জি, গীতা দাশগুপ্তা ও ডঃ সেন। সেখান থেকে দু দিন পরে সোমবার সকালে সবার স্বগৃহে ফেরা।] বিপ্র থেকে বিপ্রদাস, তারপরে দ্বিজ, দ্বিজদাস হবার পরে ভাবান্তর। এতে স্থিতি হলে ব্রাহ্মণত্ব। সেই ব্রাহ্মণ কোন্

শালা ? "দ্বিজত্বং তন্ত্রযোগঃ।" "যতীশ্বরযোগশ্চায়ং বিভুতিঃ"।..... অক্রূর কৃষ্ণকে আনতে গেলো। কৃষ্ণ কিন্তু ততক্ষণে চলে গেছে। কংসবধ হোল। সে বললো, আমার রাজা থাকার দরকার নাই। উগ্র রাজা হোল।.....দ্রৌপদীকে পঞ্চ পাণ্ডব ভোগ করতো! এ তো ভাবাও যায় না। ওরা এতোখানি অশিক্ষিত, বর্বর ছিল ?

ডঃ করুণা রায় :—মহাভারতে পঞ্চপদ্মের কাহিনী আছে। দাদাজী— তোরা গোপীনাথ কবিরাজের কাছে যা। পঞ্চ পাণ্ডব কারা ? তমসা, নভসা,.....। [রাত্রে প্রথমে অধ্যাপক বিমল মুখার্জির ফোন। দাদা কঠোরভাবে বললেন :] তোমাকে তো বলে দিয়েছি, আসবে না। তোমার স্ত্রী আসবে। আমাকে বিরক্ত কোরো না। মুখার্জি (ফোনে) ঃ ৪।৫শ Illustrated weekly কেনা হয়েছে। পাঠিয়ে দেবো কি ? দাদাজী ঃ—আমি গরীব লোক; দুই একখানা যখন পাবো, তখন দেখবো। তোমরা কে কে ওখানে আছো, এ দেখতে পাচ্ছে। [কিছু পরে গুণদা মজুমদারের ফোন পরিচয় লুকিয়ে] দাদাজী: আপনার গলার স্বর আমি চিনি। আপনাকে তো বলে দিয়েছি, একে disturb করবেন না। যা পেয়েছেন, তা তো সত্য; তা নিয়ে থাকুন। এটাতো ভণ্ড, জোচ্চোর, লম্পট! একে দিয়ে কি হবে ? আমাকে disturb করবেন না। [ফোন রেখে দিলেন। আবার মজুমদারের ফোন।] দাদাজী : আবার কেন disturb করছেন ? যা পেয়েছেন, তা নিয়ে থাকুন। [এর পরে ডঃ সরোজ বোসের ফোন। তাকে ও একই জবাব দিলেন। তার পরে ফোন করলেন শ্রীজ্ঞান আলুয়ালিয়া] দাদা ! ৫টি Illustrated weekly পেয়েছি, নিয়ে আসি ? দাদজী:

নিয়ে আয়্। [জ্ঞানদা নিয়ে এলেন। ওটা পড়া হতে লাগলো; পড়া শেষ হলে দাদা জাষ্টিস্ পি, বি, মুখার্জিকে ফোন করলেনঃ] ওটা পেয়েছো ? জাষ্টিস্-হ্যাঁ, পড়া হয়ে গেছে। এর বক্তব্য—Dadaji is the hero of the world. [পরে ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী ফোন করে একই কথা বললেন; আরো বললেনঃ] All others are fake. দাদাজী ঃ—সত্য এতোদীনে প্রতিষ্ঠা হোল। একটা সত্য কথা বললো ? এটা কি সত্যযুগ হচ্ছে ? মোটেই নয়; এটা ব্রহ্মযুগ; কস্মিন্ কালেও এটা হয় নি। [রাত ১১টা/১১-৩০টা পর্যন্ত আলাপ।] ডঃ বিভূতি সরকার ঃ—দাদা মনাতীত হতে বলেন; অথচ বলেন, যা ! পূজা হবে না; concentration নষ্ট হোল। ডঃ সেনঃ—ওটা মনের হলেও মন তার কারক নয়। কেউ কি নিজের কাঁধে চড়্তে পারে ? দাদাজী (স্মিতহাস্যে বিভূতিদাকে)—নারদ !

20.3.73 (শ্রীগোপী বোস-নিলয়; সন্ধ্যা) কাম না থাকলে নিষ্কাম হবে কেমন করে ? বুদ্ধ তিব্বতে চীনে ধর্মপ্রচার করেন। তিনি কি কৃচ্ছ্রসাধন, জপ, তপস্যাদি করেন ? তিনি ভাবান্তরে ছিলেন। তাতে তাঁর পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে যায়। তিনি যজ্ঞটাকে ভিতরের ব্যাপার বলে জানতেন। [অভিদা বোম্বে যেতে চান; তাঁর শুটিং আছে।] দাদাজী (টেবিলে টোকা দিতে দিতে) ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫ পর্যন্ত শুটিং নেই; ২৬শে আছে; ওটা ও পিছিয়ে দিতে চাস্ ? [পরে অনিমেষ-দাকে ফোন করে বললেন ঃ) অনিমেষ ! তোর দরজার সামনে টেলি-গ্রাফ পিওন দাঁড়িয়ে। ওটা নিয়ে ছিঁড়ে পড়ে বল্, কি আছে ওতে। অনিমেষদা :—২৬শে অভিদার শুটিং। [মিসেস্ শান্তি সেনের

আগমন আমেরিকা-প্রবাসী মেয়ে পূরবীর স্বপ্নে দাদার সঙ্গে মালা-বদলের কাহিনী-সংবলিত চিঠি নিয়ে। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই দাদাজী বললেন ঃ] তোর মেয়ের সঙ্গে এর মালাবদল হয়ে গেছে; ওর বুক, গা সব গন্ধে ভরে গেছে। জামাই তো রেগে টং। মিসেস্ সেন ঃ—সত্যিই তাই, দাদা! আজই পূরবীর চিঠি পেলাম, স্বপ্নে আপনার সঙ্গে মালা-বদলের কাহিনী আছে। দাদাজী ঃ—এটা কি স্বপ্ন, না বাস্তব? ..... ২৩ তারিখে গুরুজীর সঙ্গে দেখা না হলে ২৭।২৮ তারিখে chartered planeয়ে আসাম যেতে হবে ওকে meet করতে ৪০।৫০ জন নিয়ে। এই ব্যাপারে আসামের মুখ্যমন্ত্রী, তরুণকান্তি এবং একজনের প্রাইভেট সেক্রেটারী এসেছিলেন। তাঁরা কাল আসাম যাচ্ছেন সব ব্যবস্থা করতে।

23.3.73 (শ্রীগোপী-নিলয়; সন্ধ্যা) [সকালে ডঃ সত্যেন সেন সস্ত্রীক দাদার কাছে মহানাম পান। পরে অভিদা হঠাৎ মেসেজ্ পান, যার মূল কথা হোল, —সত্তাটাই নাম। সন্ধ্যায় মিসেস্ গান্ধী ফোন করেন।] এই সাধু-সন্ন্যাসীগুলা গীতায় ও বিশ্বাস করে না; করলে গুরু সাজে কেমন করে? "যস্তু সর্বানি-ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্বভূতেষু চাত্মানং ততোন বিজুগুপসতে॥" যে সবাইকে তিনি দেখে, সে কাকে নাম দেবে? গুরু-বাদ শেষ হয়ে গেল বলে। [এক কাপ চা চাইলেন। কয়েক পিস্ খেয়ে ওটাকে লুইস্কি করে দিলেন। পরে চায়ের চামচের এক চামচ করে সবাইকে দেওয়া হোল। বোধ হয়, অভিদা বা সাংবাদিক আজাদের খাবার ইচ্ছা হয়েছিল।]

24.3.73 (তদেব)—[সকালে অমিতাভ চৌধুরী সস্ত্রীক, গভর্ণর ডায়াস্ ও সিদ্ধার্থশংকর রায় আসেন।] বৃন্দাবন পূর্ণকুম্ভতো নিজের মধ্যেই রয়ে গেছে। [মদ্যপ, বেশ্যাসক্ত উপেন সাহার কাহিনী] ঠাকুর ওকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং ওখানেই দেহ রক্ষা করেন। [গায়কদের কাহিনী: শৈলেন বাবু, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।] ভীষ্মদেব বরাবরই পাগল ছিল। ভীষ্ম, তারাপদ কেউই standard reach করতে পারে নি। কেবল জ্ঞান গোঁসাই পেরেছিল। ননীগোপালের গলা খুব ভালো, আর শাস্ত্রজ্ঞানে ওর জুড়ি পাওয়া ভার। [মিসেস্ সেনকে] মেয়েকে আরেকটু বেশি করে চিনি দিয়ে প্রসাদ খেতে বলিস্।

25.3.73 (জি, এস্. পল সিংয়ের ১৮, পোর্টল্যাণ্ড রোডের বাড়ী; সন্ধ্যা) [এখানে সত্যনারায়ণ পূজা হবে। সপিতৃক শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী, সুমতি মোরারজীর সেক্রেটারী মিঃ সিংহ এবং আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত।] অনেকে এর বিরুদ্ধে যা তা বল্‌ছে। এর কর্ত্তৃত্ব নাই, কৃতিত্ব-অকৃতিত্ব ও নাই। এর সুখ-দুঃখবোধ ও নাই। প্রকৃতি কিন্তু ছাড়বে না। [পল সিংয়ের মেয়ে মীরাবাইয়ের একটা অপূর্ব চিত্র এঁকেছে। দাদা দেখে খুব খুসী; ওকে জড়িয়ে ধরে খুব প্রশংসা করলেন।] [দাদা আজ moodয়ে নেই। গাল-গল্প করছেন অভ্যাগতদের সঙ্গে। হঠাৎ মুচকি হেসে মিসেস্ শান্তি সেনকে বললেন:] কি, শান্তিদির কি খবর? [মিসেস্ সেন অপলক নেত্রে দাদাজীর দিকে তাকিয়ে থেকে দেখ্‌ছিলেন গৌরাঙ্গ লাল

গামছা কাঁধে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছেন।] দাদা :—যা দেখছো ঠিকই দেখছো। [মিসেস্ সেন তাৎপর্য না বুঝে উদ্গত প্রশ্নটা করেই ফেললেন :] দাদা ! গৌরাঙ্গ দেখতে কী রকম ছিলেন ? দাদা :—বললাম তো, এই একে যে রকম দেখছিস্, ঠিক এই রকমই ছিলেন। ..... 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেৎর্জুন তিষ্ঠতি'—অর্জুন ডান বুকের নীচে আছে। পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চপাণ্ডব পঞ্চপ্রদীপ হয়ে বুকের নীচে আছে।

26.3.73 (শ্রীগোপীনিলয়, সন্ধ্যা) মহাপ্রভু তো স্বয়ং, অখণ্ড ছিলেন। অদ্বৈতের মনে সন্দেহ ছিল। নিত্যানন্দ অবতারশ্রেষ্ঠ; বলরামের চেয়ে অনেক বড়ো। কিন্তু, তাঁর ও সংস্কার ছিল। সার্বভৌমের ভাইঝির বাড়ী যেতে বলায় বলেছিল : নারীর কাছে যাবো ? ৫৮ বছর ৭মাসে গৌর তাঁকে বিয়ে করতে বলেন। অবতারশক্তির ও পতন হতে পারে। নিত্যলীলা করার জন্য গৌর ওদের নিয়ে এলেন। দেহ-রাসের কথা বলছি না। ..... স্বরূপদামোদর ও বুঝতে পারে নি। বিষ্ণুপ্রিয়া কিছু বুঝেছিল; রাত্রিবাস করলো, আর বুঝবে না ? ওঁদের তো কিছু কিছু লক্ষণ থাকে। .....

প্রকৃতি না থাকলে প্রেম হবে কেমন করে ? ভূমাতে কি প্রেম আছে ? ..... মদ-মাংস নিতাই কেন, গৌরও ইসমাইল কাজীর বাড়ী খেয়েছিলেন। উনিও কয়েকবার এইরকম দেখা দিয়েছিলেন। ..... নিত্যানন্দ সত্যিই পরমানন্দ; কিন্তু, আমি তোমার বড়ো ভাই বলরাম, এ সব কথা তিনি বলেন নাই। গৌরাঙ্গের ছিল ভাবদেহ; রক্ত-মাংস ছিল না, তা নয়। মন-বুদ্ধি দিয়ে এটা বোঝা যায় না। তিনি যখন

বৃন্দাবনে যান, তখন হাতী, সিংহ সব তাঁকে প্রণাম করেছিল, এসব ঠিক নয়। এখন কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী প্রকাশ হচ্ছে,—তাঁরই প্রকাশ। ..... সার্বভৌম পরেও টালিবালি করেছিল; দেখলে কি হবে? দেখছিস্ না, এখনো তো দেখেছিল, কী হোল? এ হয়তো তোমাকে (ডঃ সেন) নিয়ে শুতে অস্বস্তি বোধ করবে; কিন্তু, কোন নারীকে নিয়ে শুতে নয়। ওরা ভাব্‌বে, বেটা মেয়েছেলে নিয়ে আছে। দৃষ্টিটাই নাই। .....গৌর কারুর টিকি কেটে দিতেন, কারুর জটা ধরে নাড়া দিতেন।

27.3 73 (দাদাজী-নিলয়, সকাল) [১০৮ ভগবান্ শ্রীরামদাস পরমহংস সশিষ্য বদরিকাশ্রম থেকে দাদালয়ে। বয়স ১০৮ বছর; ৯ বছরে গৃহত্যাগ; অন্নত্যাগী। বৃন্দাবনের গোপীনাথ পরমহংসের কাছে দাদাজীর খবর পেয়ে সীতারামদাসের প্রবর্তনায় এখানে এসেছেন দাদাজীকে পর্যুদস্ত করতে। দোতলায় দাদাজীর ঘরে ঢুকবার আগে হাত তুলে বিভূতিযোগ প্রয়োগ করলেন। দাদাজী অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন :] ব্যস্, এই (বাঁহাত তুলে) কেড়ে নিলাম। [স্তব্ধ হয়ে ভগবান্ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে।] বিন্দু সিন্ধুর কাছে এসেছে। কী আর হবে? মিশে যাবে। (একটু থেমে) এসো। [ভগবান্ সশিষ্য দাদার কাছে এলেন।] বসো। [উনি সশিষ্য মেঝেতে বসলেন। একটু পরে দাদা বললেন :] যাও, ঠাকুর-ঘরে গিয়ে ঠাকুরের সামনে আসন করে বসো। [উনি যাবার কিছু পরেই দাদাও ঠাকুর-ঘরে গেলেন। আসনস্থ ভগবান্‌কে দেখে বললেন :] আসনটা অশুদ্ধ হোল; এইভাবে করতে

হবে। (দেখিয়ে দিলেন।) [ভগবান্ তো হতবাক্; পরে বললেনঃ] তৈলঙ্গস্বামী ও এইরূপে আসনটা করতেন। দাদাজী ঃ—তৈলঙ্গস্বামীর কথা ছাড়ো; বুদ্ধ ও ঠিকভাবে আসনটা করতে পারতেন না। [হঠাৎ জটাটা টেনে ধরে তাতে ওঁকে মহানাম দেখালেন, আর চারিদিক্ থেকে স্পন্দমান মহানাম শোনালেন। বাত্যাহত কদলীবৎ বেপমান ভগবান্‌কে স্থির করে দাদাজী নিজের হাত থেকে সন্দেশ খাওয়ালেন। উনি তখন কেঁদে লুটিয়ে পড়ে বললেন ঃ] এতোদিন কি করেছি ? দাদাজী ঃ— এই দেহটাকে রাখার দরকার আছে কি ? তবে আরেক বার তোমাকে আসতে হবে; বিয়ে-সাদী, ছেলে-পিলে হবে; তার পরে মুক্তি। শিষ্যেরা ও মহানাম পেলো। যে ক্যামেরা তাঁর শিষ্যেরা দুরভিসন্ধিবশে সঙ্গে এনেছিল, সেই ক্যামেরাতেই দাদাজীর সামনে প্রণত রামদাসের ফটো তোলা হলো। রামদাস দাদাজীকে প্রণাম করে বললো ঃ] এবার বদরিকাশ্রমে দিকে গিয়ে দেহত্যাগ করবো। কিন্তু, পরজন্মে আপনাকে পাবো কোথায় ? দাদাজী :— মৃত্যুর সময়ে একে সামনে দেখতে পাবে; আর পরজন্মে মহানাম তোমার স্মরণে আসবে। এবারে 'জয় রাম' বলে চলে যাও। [উনি সশিষ্য চলে গেলেন। একটি ফটো পরে পাঠিয়ে দেন। ডঃ সেনকে দাদাজীই সেই ফটো দেখান।]

28.3.73 (দাদাজী-নিলয়; সন্ধ্যা) [শ্রীশান্তি ঘোষ দাদাকে বলছিলেন ঃ] সুমতি মোরারজী ভি, ভি, গিরি এবং ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দাদাজী নিয়ে দীর্ঘ সময় আলোচনা করেন। স্থির হয়েছে, দাদাজীকে নিয়ে একটা ফিল্ম করা হবে। সুমতি মঙ্গলবার আসবেন।

দাদাজী :— ওসব বাজে কথা ছেড়ে দে তো ! কে যেন এর সন্দেশ দেওয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু, জেনে রাখ, মহাপ্রভু বা রাম ছাড়া অন্য কেউ এভাবে (হাতটা যৎসামান্য নেড়ে) দিতে পারে না। এটা বিভুতি-যোগ নয়। অন্যের দিতে হলে এইভাবে (করতল পেছন থেকে সামনে সবেগে টেনে এনে) দিতে হবে। .....এটা কলিযুগ নয়; এখন আর যুগ-টুগ নাই; একেবারে স্বয়ংযুগ। ..... [দাদাজীর গান টেপে হচ্ছে।]

দাদাজী :— Pronunciation কি রকম রে ? (ডঃ সেনকে লক্ষ্য করে পঞ্চশালা পাঠশালার লোক এসেছে।

29.3.73 (শ্রীঅনিমেষালয়; সন্ধ্যা) পূর্ণ আসক্তিযুক্ত হয়ে কাজ করলে তাই অনাসক্ত হোল; কারণ, যখন full concentration হোল, তখন আর মন নাই; উহা মনাতীত।

30.3.73 (শ্রীগোপী-নিলয়; সন্ধ্যা) দারুকের কি প্রারব্ধ ছিল ? সে বলতো, আমি ভালোমন্দ কিছু জানি না; গোবিন্দের রথ তিনি যে ভাবে চালাতে বলেন, সেই ভাবে চালাই। ..... যাঁরা কৃচ্ছ্রসাধনাদি করেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ, উনি উপযাচক হয়ে তাঁদের কাছে যান এবং উদ্ধার করেন। কারণ, তাঁরা তো তদ্‌গতা। এক্ষেত্রে "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

2.4.73 (শ্রীগোপী-নিলয়; সন্ধ্যা) সহস্রারে মনের সর্বোচ্চ স্থান। .....'হরে কৃষ্ণ হরে রাম'—হরণ করছে, আবার কর্ষণ করছে।

..... গৌরাঙ্গকে শচীমা 'বাবা,' 'খোকা' বলে ডাকতেন। ..... (সঙ্গীদের সম্বন্ধে) এদের তো নিয়েই এসেছে। সময় না হলে মিলন হয় না । এটা কি আড্ডা ? আড্ডা হলে ও এই আসাটাই লীলা; আমি আমাকে নিয়েই খেলছি। ..... (ডঃ সেনকে) কি রে, লিখছিস্ তো ? ডঃ সেন—আপনার ইচ্ছা হলে লেখা হবে। দাদাজী : তোর ইচ্ছাটাই আমার ইচ্ছা। .....(শ্রীঘোষকে) এরা সবাই আমার ভাই; কিন্তু তুই আমার সন্তান।

3.4.73 (শ্রীগোপী-নিলয়; সন্ধ্যা) যাঁর পায়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত অষ্টপ্রহর সংকীর্ত্তন হচ্ছে, যাঁতে অনন্ত প্রবাহ, তাঁকে বুঝবি মস্তক দিয়ে ? ..... (গোরাঙ্গ সম্বন্ধে) প্রেমে উন্মাদিনী রাধা, অনন্ত ধারাশক্তির প্রকাশ ! অপূর্ব ! ..... সত্যটা প্রকাশ পেলে, তাকে ধরতে পারলেই তো অবতারশক্তি হোল। প্রেম হলেই অবতারশক্তি হোল, যেমন গোপিনীরা। .....মন দিয়ে নাম হয় না, মনটা উচ্ছৃঙ্খলতা করছে, করুক্। নাম হয় প্রাণে। কবিরাজ মশাই বলেন, ব্রজেন শীলের আবার আধ্যাত্মিকতা ছিল কোথায় ? ডঃ বিভূতি সরকার : ডঃ শীলের গা দিয়ে মাঝে মাঝে পদ্মগন্ধ বেরুতো। দাদাজী :—এ সম্বন্ধে এ কিছু বলবে না। .....বুদ্ধিটা হোল অর্জুন। .....সৃষ্টির আদি থেকে এ পর্যন্ত এই যুগ আর আসে নি। আদি সৃষ্টিতে পূর্ণ ব্রহ্ম রাম এসেছিলেন। তখন ও তারক ব্রহ্ম নাম ছিল; তখন সর্বধর্মসমন্বয় ছিল; তাই হিন্দুচর্চা, সনাতন ধর্ম। ব্রজের গোবিন্দ এই দ্বাপরে আসেন নি। তাহলে বহু পূর্বের প্রহ্লাদ তাঁকে জানতো

কেমন করে ? .....এ বোধ হয় চলে যাচ্ছে। ডঃ সেন—আপনার সব বাক্য যদি ব্রহ্মবাক্য হয়, তবে controdiction কেন ? আপনি ১৯৭২য়ে বলেছিলেন, ১৫।২০ বছর আছি। দাদাজী ঃ তোকে যদি বলে থাকেন, তা হলে তাই সত্য। কিন্তু এভাবে তো সারা জীবনটা চীৎকার করা যায় না। এখন কয়েকজনকে নিয়ে থাকবো। .....তোর মেয়েটা মাঝে মাঝে খুব জ্বালায়। .....যীশু আর কি কষ্ট পেয়েছে ! নিমাই যা পেয়েছেন !

4.4.73 (শ্রীশান্তি ঘোষের বাগবাজারের বাড়ী; বিকেল) [শ্রীসুমতি মোরারজীকে প্লেন থেকে এই বাড়ীতে আনার জন্য সবাই হাজির। কিন্তু, তাঁর প্লেনে ওঠা হয়নি; তিনি আগামীকাল আসবেন। সসঙ্গী দাদাজী এলেন সাড়ে পাঁচটায়। এসেই কথা বলতে শুরু করলেন। কিছু বলার পরে বললেন ঃ] এগুলো বেদবাণী নয়, ব্রহ্মবাণী। ওঁরা সব স্বয়ম্; এ স্বয়ং নয়; কিন্তু, সব করার অধিকার আছে। যাঁর অঙ্গে অঙ্গে নাম প্রকাশ পেয়েছে, তিনি যে পথ দিয়ে যান, সেই পথের তৃণ-লতা ও মুক্তি পায়। এর জন্য চীৎকার করে নাম করার দরকার আছে কি ?

ডঃ সেন ঃ—লীলা যখন নিত্য, তখন রূপও নিত্য। দাদাজী ঃ— হ্যাঁ। ..... বিভূতিকে কবিরাজ মশাই বলেন ঃ একটু পড়াশুনা করুন; না হলে আলোচনা কেমন করে করবেন ? তাতে ওর রাগ হয়। ..... দেহটাকে কি একেবাকে জড় বলে মনে করিস্ ? ..... জীব কিছু দিতে পারে কি ?

6.4.73 (শ্রীগোপী-নিলয়; সন্ধ্যা) সুমতি কেন কাল ৭টি ভাষায় মেসেজ্ পেয়েছেন শান্তির বাসায়। [দাদার অতিপ্রিয় দীনেশ ভট্টাচার্য ও যতীন ভট্টাচার্যের প্রবেশ।] দাদাজী ঃ এই যে বন্ধু-বন্ধু এসেছেন, -দুই বন্ধু। আমারও পরম উপকারী বন্ধু। কটকে তো এরাই আমাকে বাঁচায়। ডঃ সেন ঃ কটকে আবার কি হয়েছিল ? দাদাজী ঃ-তর্কলংকার (=দীনেশ ভট্টাচার্য) ! এত বড়ো প্রোফেসর জানতে চাইছে। কটকের ব্যাপারটা গুছিয়ে বল্, দেখিস্, আবার contradiction না বের করে বসে। দীনেশদা ঃ—দাদা যেবার কটকে যান বহুজন পরিবৃত হয়ে, সেবার গভমেন্ট রেষ্ট- হাউসে থাকার ব্যবস্থা হয়। রাত্রে অনেকেই ভূতের উপদ্রবের কথা বল্লেন,—কেউ ভূতের জ্বলন্ত চোখ দেখেছে, কেউ চীৎকার শুনেছে, কেউ প্রসারিত হস্ত দেখেছে। বৌদি ও তাঁর দিকে একটা হাত এগিয়ে আসছে দেখে চীৎকার করে উঠেন। শেষ পর্যন্ত দাদাকে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি জ্ঞাপন করা হোল। তখন দাদা মুচ্কি হেসে বললেন ঃ ভূতের দল সঙ্গে নিয়া আইছি; তাদের গন্ধে ভূততো আইবোই; এটাও তো আরেকটা ভূত। চল্, দেখা যাক্। এই বলে দাদা দালানটার শেষ প্রান্তে গেলেন। একটু পরেই একটা বিকট চীৎকার শোনা গেল। দাদা ঘরে ফিরে এলেন অপূর্ব সুগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে। সেই থেকে ভূতের আর কোন পাত্তা নেই। দাদা বল্লেন ঃ বেটা উদ্ধার পেয়ে গেল। পরের দিন সত্যনারায়ণ পূজা শেষে দাদা বিশ্রাম করছেন। হঠাৎ একদল—সাঁইভক্ত মারমুখী হয়ে উপস্থিত। সাঁইয়ের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করার জন্য তারা দাদার কাছে কৈফিয়ৎ চায়। তাদের অনেক বুঝাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তারা

নাছোড়বান্দা। তখন দাদাকে ব্যাপারটা বল্লাম। উনি বল্লেন: Despatch করে দাও; কাল সকালে আসতে বলো। তারা তখন চলে গেল। কিন্তু, পরের দিন সকালে আবার এলো। অবশেষে কেউ কেউ দাদার কাছে মহানাম পেলো; অন্যেরা প্রণাম করে চলে গেল। তার পরেই সশরীরে শ্রীরামঠাকুর এসে উপস্থিত। দাদা তাঁকে বল্লেন: তুমি যদ্দিন থাকবে, এখানেই খাওয়া-দাওয়া করবে। উনি আমাদের বল্লেন: আমি কিন্তু মাছ-মাংস, পেঁয়াজ, ডিম কিছুই খাই না। আরো বল্লেন: ঐ তো গোবিন্দ। দিন কয়েক থেকে চলে যাবার আগে বল্লেন: প্রয়োজনে এসে ছিলাম; প্রয়োজন ফুরাতে চলে যাচ্ছি॥ দাদাজী: ডঃ সেন কি বলেন? মহাপণ্ডিত তো! এই শুয়ার! বল্ না!

ডঃ সেন:—মনে হয়, আমিও ঠাকুরকে একবার দেখেছি। ফেব্রুয়ারীর গোড়ার দিকে রাত ১১টা নাগাদ আমি সস্ত্রীক আপনার সঙ্গে মানাদের বাড়ী থেকে আপনার বাড়ী পৌঁছালাম। একটু চিন্তিতভাবে আপনি শুধালেন: তোরা যাবি কেমন করে? আমি বললাম: ট্যাক্সি, রিক্সা যা পাই, তাতেই চলে যাবো। আপনি ভিতরে যান। একটু চিন্তিত ভাবে আপনি ভিতরে গেলেন। একটু অপেক্ষা করে আমরা পাশের গলির মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম। চারিদিক্ নিস্তব্ধ, যান-বাহনশূন্য। হঠাৎ দেখি, লর্ডস্ বেকারীর কাছ থেকে একটি ট্যাক্সি আস্ছে। সঙ্গে সঙ্গে হাত তুললাম। কাছে আসতে লোক আছে দেখে হাত নাবিয়ে ফেললাম। কিন্তু, ট্যাকসিটা আপনার বাড়ী ছাড়িয়েই থেমে গেল। দেখি, কদম-ছাঁট চুল, পাঞ্জাবী-পরা, কাঁধে চাদর এক ৭০।৭৫ বছরের

বৃদ্ধ নাবছেন। বিদ্যুৎ-চমকের মতো মনে হোল, এতো রাত্রে একা এই সুসজ্জিত বৃদ্ধ ! তবে কি পাড়া হয়ে এলেন ! বল্লাম : নাববেন না, আমরা অন্য ট্যাক্সি পেয়ে যাবো। উনি নেবে বল্লেন : আমি এসে গেছি; আপনারা উঠে পড়ুন্। ১টাকা ২০পয়সা ভাড়া দিলেন। ওকে দেখে মনে হোল, এতো ঠাকুর ! কী ব্যাপার ! ট্যাক্সিতে উঠার সময়ে বল্লাম : আপনি ও উঠুন ও আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমরা যাবো। না, আমি পাশের গলিতে যাবো, এই বলে তিনি হাঁটা শুরু করলেন; আমরা ও ট্যাক্সিতে চেপে রওনা হলাম। গলির মাথায় এসে দেখি, উনি গলি দিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে স্ত্রী স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। প্রশ্ন করতেই বললো : উনি তো ঠাকুর ! গায়ের ও পাঞ্জাবীর রং নিয়ে অবশ্য আমাদের মতভেদ হোল। যাই হোক্ নস্করপাড়া পৌঁছে ভাড়া দিলাম ১টাকা ২০পয়সা। তারপরে পেছনে ফিরে তাকিয়ে রইলাম দেখতে, ট্যাক্সিটা উবে যাচ্ছে নাকি। দাদাজী : হ্যাঁ, উনি ঠাকুরই; ঐ ভাবেই উনি দেখা দেন। শ্রীসুনীল ব্যানার্জি : রাস্তা-ঘাটে, পার্কে বহুবার আমি ঠাকুরকে দেখতে পেয়েছি। আমাকেও বলেছেন, দাদাজীর পাশের গলিতে থাকি।

7.4.73 (দাদাজী-নিলয়; সকালে) [মিসেস্ সেন দাদালয়ে গিয়ে নববর্ষ উপলক্ষ্যে দাদা-বৌদিকে কাপড় দিল।] দাদাজী :— ছি, ছি; এ সব কেন করেছিস্ ? ননী আমার সন্তানের মতো ! ওঃ, তোকে ফেলে যাবে না বলে ? (মুচকি হাসলেন) আজ ওকে সন্ধ্যায় মিনুর বাড়ী যেতে বলিস্; গাড়ী করে পৌঁছে দেবো।

[সন্ধ্যায় শ্রীমিনতি দের বাড়ী] জড়দেহ, ভাবদেহ, চিন্ময়দেহ, আনন্দদেহ—চারটি দেহ আছে। .....কর্ত্তৃত্ব করলে চলে যেতে হবে। কারণ, সত্য তো অখণ্ড প্রকাশ; তিনি তো অকম্প, অকল্প, নিস্তরঙ্গ। .....(ঠাকুর শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ সম্বন্ধে ডঃ সেনকে) ও সব বই পড়িস্ না; ও সব পড়লে ও অপরাধ হয়। কেন, এর কথা কি ওঁর কথা নয়? .....মহাপ্রভু নিজজনের সঙ্গেই গুণ্ডামী করেছেন; অন্যের সঙ্গে করতে পারেন না। তিনি তো স্বয়ম্। .....এই গঙ্গাটা কি শুদ্ধ? শচীন এণ্ড কোং শতপঁাচে চিঠি দিয়েছে কুশ্ বন্ত্ কে দাদার বিরুদ্ধে। [শ্রীঘোষ প্রায় ১ঘন্টা ধরে বিষোদগার করলেন ওদের বিরুদ্ধে দাদার স্পষ্ট অনভিমত সত্ত্বেও। যতীনদা ওকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।] [সুমতি মোরারজী, শরৎসিংহাদি ফোন করেন। পরে ফোন করে অভি ভট্টাচার্য।] দাদা ঃ— ও(অভিদা) মহাপুরুষ। [জ্ঞান আলুয়ালিয়ার গাড়ীতে দাদার সঙ্গে আমি ও সুনীলদা ফিরছিলাম। দাদা বললেন ঃ] ওর এইসব আলাপ আর ভালো লাগেনা।

8.4.73 (শ্রীমতী লীনা মিত্রের বাড়ী; সন্ধ্যা) [সত্যনারায়ণ পুজা হোল ১০০০ খানেক লোকের সান্নিধ্যে।] দাদা ঃ—দ্বাপরে ২বার contract break করেছিল। একবার, ধৃতরাষ্ট্র যখন জরাসন্ধের সঙ্গে গদাযুদ্ধে লিপ্ত হন, তখন বিদুরকে বলেন ঃ তোমার গোবিন্দকে বলে আমাকে জয়ী কর। বিদুর বলেন, তথাস্তু; কিন্তু, বাচ্চা ছেলেগুলোকে ৫।৬ বছরের পাণ্ডব—ফেলে দিলে চলবে না। আরেকবার জরাসন্ধ ও

বলোরামে। ..... এ আমেরিকা এখুনি যেতে চায়। কিন্তু, ওঁনারা (কৃষ্ণ, মহাপ্রভু ও রাম) বাধা দিচ্ছেন। ..... ঈশ্বরেশ্বর, লম্বু (শ্রীদীনেশ ভট্টাচার্য), বম্বু (শ্রীযতীন ভট্টাচার্য) আর রিচি রোড (মানা বম্বু) ভাবছে, আমরা না হলে দাদার চলবে কেমন করে ?

9.4.73 (শ্রীগোপী-নিলয়; সন্ধ্যা) বৃন্দাবন-লীলারই আরেক দিক্ গৌরলীলা। ..... এটা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—কোন যুগই নয়। কৃষ্ণ ও পারলেন না, মহাপ্রভু ও না। তাই, এবার সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। যোগীর কাছে বিভূতি-যোগ, তান্ত্রিকের কাছে তন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করতে হবে। কাজেই সবাইকে নিয়ে এসেছেন। ঠাকুরকে প্রভাতবাবু প্রভৃতি বললেন ঃ আপনার গুরু দেখতে কি রকম ছিলেন ? ঠাকুর ঃ উনি একটা সাপ পুড়িয়ে খেয়ে ফেলে অপূর্ব সুন্দর যুবক হয়েছিলেন। ওঁর নাম অনঙ্গজিৎ স্বামী। এ তখন ঠাকুরকে বললো ঃ এ তুমি কি করেছো ? মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরী ও কেশবভারতীর নাম করেছিলেন; তার ভুল ব্যাখ্যা হয়েছিলো; তোমারটাও তাই হবে। ডঃ সেনঃ ঠাকুর একবার বলেছিলেন, তাঁর গুরু অনঙ্গমঞ্জরী। দাদাজী :- বা ! তা হলে তো সবটা নিয়েই হোল। ..... গুণদা অমিতাভ চৌধুরীকে charge করলে স্পষ্ট জবাব দিল : আপনি কি রকম ? আমি নিজে যা দেখেছি, তা অবিশ্বাস করতে পারি না।

[রবিবার দাদা জনাকয়েকে আম ও খরমুজ দেন, যা শ্রীরামের দেওয়া; ডঃ সেন ও পায়।] দাদা :—ওর (সেন) কথা ভেবে আমার মনটা এতো খারাপ হয়ে গেল, ওকে আম দেওয়া হোল না ! ডঃ সেন :

দাদা ! আমাকে ৫টা আমও ৫টা খরমুজ দিয়েছিলেন। দাদা ঃ ওঃ ! আজকাল আমার সব গোলমাল হয়ে যায়। [শ্রীকামদার ভাবছিলেন, দাদাজীকে যদি আসামের আনারস দেওয়া যায় ! কিছু পরে দাদার কথায় ঠাকুরঘরে গিয়ে দেখেন, দুটি আনারস পড়ে আছে ঠাকুরের সামনে। ভক্তের ভগবান্ !]

10.4.73 (তদেব) উনিই সত্যিকারের আমি। উনি আমিকে ভুলে মন আমিকে নিয়ে আছি। ...... শুধু বিনা খোঁপা (চুলের)। ......আদি অন্ত যোগ :—দৃষ্টান্ত ....'কহিও নিঠুরের ঠাঁই, বড়ো ব্যথা লেগেছে প্রাণে'—ব্যথা বেদনা আরেকটা প্রারব্ধ। এও এক জাতীয় প্রার্থনা। ...প্রেমের জলটাই ধারা অর্থাৎ ধারাধা। যখনি এক হবার পরে আবার পৃথক্ হোল, তখনি অঙ্গগন্ধ পাওয়া যায়। মিলন হলেই অঙ্গগন্ধ। [দাদার পা আজ সকালে তীব্র চন্দনগন্ধে ভরপুর ছিল, আর টপ্ টপ্ করে ফোঁটা পড়ছিল।] ...ঠাকুরের পৈতা ছিল না। একজন বললো : ঠাকুর মশাই ! একটা তুলসীর মালা পরুন। ঠাকুর :—হু, পরাইয়া দেন। কেবলানন্দ বাবাজী বা পাগলা বাবাও ঠাকুরকে চিনতে পারেন নি। কবিরাজমশাই 'নারায়ণ' বলায় সবারি চৈতন্য হয়েছে।

11.4.73 (দাদাজী-নিলয়, সকাল) [দাদা বেশ কিছু সরবতী ও কমলালেবু এবং ২টো মালা দিলেন] নির্বিকার ব্রহ্ম (শ্রীরামঠাকুর) এসে পারলেন না, তাই ভণ্ড ব্রহ্ম এসেছেন। ...... (ডঃ করুণা রায়কে) তোরা, লণ্ডনে ছাত্র জীবনের শুরুর কথা মনে পড়ে ? ছয় পয়সা সম্বল, টেমসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিস্। একজন এসে তোকে নিরস্ত করে কিছু টাকা দিয়ে বল্লো, এই দিয়ে

চালিয়ে নাও; শীগ্‌গিরই মনি-অর্ডার পাবে।

ড: রায় :- আশ্চর্য ! আপনি জানলেন কেমন করে ? কেউ তো জানে না। [দাদাজীর মুখে মৃদু হাসি।]

(শ্রীগোপী-নিলয়; সন্ধ্যা) (ড: সেনকে) কল্কিকলুষনাশিনী নামের আরেকটা গন্ধ দেখ্। মন্ত্রতন্ত্র ও নিজেরা একে ঘিরে থাকে; এর মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয় না। .....অনন্তের vibrationয়েই সব জগৎ চলছে তাকে touch না করেই। (শ্রীকামদারকে) দাদা পাখীকা মাফিক ঘোরাঘুরি করতা হ্যায়, দৌড়াদৌড়ি করতা হ্যায়। .....কর্মচুক্তি যখন হলেন,—যেমন দ্রৌপদী, হনুমান্—তখনি শংকরের জ্ঞানের প্রসঙ্গ। আমি তাঁর নামে আছি, ...এটাও একটা ego. বিষ্ণুযাগ ও আছে; যজ্ঞ-টজ্ঞ থাকবে না। (জনৈক ভগবান্ সম্বন্ধে) উনি নিজে যাবেন; ওকে আগুন থেকে নাম নিতে হবে। শনিবারেই তার মহামন্ত্র নিতে হবে। যজ্ঞেশ্বর ছাড়া যজ্ঞ করবে কে ? অগ্নিরূপে যজ্ঞেশ্বর; বিশ্বামিত্র মুনির ও যজ্ঞ ফেল পড়লো অহংকারে। জীব কি যজ্ঞ সমাপন করতে পারে ?

12.4.73 (শ্রীঅনিমেষালয়; সন্ধ্যা) বিয়ে করেইতো আসতে হয়; না হলে তো এখানে আসতে পারে না। জন্মের আগেই তিনি দীক্ষা দিয়া পাঠান; মহানামটাই সেই দীক্ষা; ওটাই বিবাহ। (বর্ধমান যাওয়া সম্বন্ধে) সব বলে দিলাম; এখন যার খুসী যাবে, যার খুসী যাবে না।

14.4.73 (বর্ধমানে ড: সলিল মণ্ডলের বাড়ী; সকাল থেকে রাত অবধি) [সকাল ৯টায় সবাই দাদার কাছে বস্‌লাম। নানা কথার পরে ৯-৩৫য়ে বললেন :] মাদ্রাজে আবার বেরিয়েছে দেখি ! (মানাকে) মিস্ কোহিনুরমণি ! এখানে কাছে এসে বসুন; না হলে vibration

পাইনা। ..... 'বিপ্রত্বং দ্বিজত্বঃ পুরুষাকারং সহস্রারম্'—ব্রাহ্মণ; কর্মযোগ সমাপন হস্তের দ্বারা—ক্ষত্রিয়; ধরিত্রীকে স্পর্শ করে চলা—শূদ্র। ....নাম নামেই দেয়। [জানলা দিয়ে রোদ ঘরে ঢুকেছিল; হাত নেড়ে রোদ সরিয়ে দিলেন পাশের গলির ও পাশে। যতক্ষণ দাদা কথা বলছিলেন,—প্রায় ১১-৪০ মিনিট পর্যন্ত—ততক্ষণ ঘরে রোদ ঢোকেনি। দাদা পরে অন্য ঘরে গেলে রোদ ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। ওখানে সত্যনারায়ণকে ভোগ দেবার পরে ১১-৩৫ মিনিটে দাদা বললেন :] ননীদার বাড়ীতে ভোগ দিয়ে দরজা বন্ধ করেছে। এ সেখানে গেছে। হযরতের জন্ম ৫৭০; তিনি কোরান লেখেন নি। ইমাম ও রসুল ইসলাম প্রচার করেন। মূল হিন্দুধর্ম।

[রাত্রে দার্শনিক শ্রীশিবজীবন ভট্টাচার্য, প্রভাতবাবু ও কিউরেটর সামন্ত এলেন।] ইচ্ছা জাগাটাই দান; লিখতে শুরু করাই তপস্যা ও যজ্ঞ সমাপন। (প্রভাতবাবুকে দাদাজী :) তোমরা আসার আগে স্থির করেছিলে, ৫।৭ মিনিট থাকবে। তোমাদের কাছে তখন এ ছিল; সব শুনেছে। বুঝবে কি দিয়ে ? তোমাদের বিদ্যা সব অবিদ্যা; তোমরা মূর্খ। [দার্শনিক ভট্টাচার্য কিছু প্রশ্ন করলেন; উত্তর ও পেলেন দাদার কথায়। পরে ওদের নিয়ে দাদা ঠাকুরঘরে গেলেন; ওঁরা ঠাকুরকে প্রণাম করলেন; দাদাকে ও; পরে প্রসাদ পেলেন। দার্শনিক প্রসাদ মাথায় ঠেকালেন। পরে দাদাকে নমস্কার করে ওরা সবাই চলে গেলেন। তখন দার্শনিক ভট্টাচার্য সম্বন্ধে দাদা বললেন :] ও দশটা ভাইস্-চ্যান্সেলারের সমান; গোপীনাথের মতো সাধক ও পণ্ডিত।

16.4.73 (শ্রীগোপী নিলয়, সন্ধ্যা) হঠযোগের দ্বারা ২০০০ বছর ও বেঁচে থাকা যায়, অনেক শক্তি লাভ হয়, কিন্তু, কৃষ্ণভক্তির কাছে পৌঁছানো যায় না। ·······প্রথমে আনন্দযোগ (?), পরে বিভূতিযোগ রামদাস পরমহংস আয়ত্ত করেছিলেন। ওর শক্তির সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। [বোম্বে থেকে চীফ সেক্রেটারী ফোন করে বলেন : গুরুজী এখন বলছেন : নামই একমাত্র পথ; গুরু আছেন ভিতরে, Dadaji is supreme] (ডঃ সেনকে দাদা :) তুমি কিন্তু নারী। ·······কৃষ্ণ প্রেম করেছেন, মহাপ্রভুও। কিন্তু তার পরে যেটা এসেছিল, সে একেবারে ক্ষীর হয়ে লোহা হয়ে গিয়েছিল,—শিলা। এসেছিল কিন্তু বৃন্দাবন লীলার জন্য। তার পরেরটি আবার প্রেম করছে। ·······জানিস, চীফ সেক্রেটারী ফোন করার সময়ে একে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, অন্যেরা অঙ্গগন্ধ পায়। এতো সহজে এসব দেখছো বলে ভাবছো, এসব কিছু না। কিন্তু, লক্ষ বছরেও এসব কেউ দেখে নি। এতো 'অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়।'

17.4.73 (তদেব)·······আনন্দযোগ·····সব শেষে সহস্রারযোগ। কিন্তু, এতো করেও কিছু হয় না। মহাভাব বা ভাবান্তর হলে দ্বিজত্ব, তারপরেই দ্বিজদাস হলেই ব্রাহ্মণত্ব। সেখানে ভাব-টাব নাই। ······· কালোমাণিককে (স্ত্রী) ছেড়ে ননীদা কোথাও থাকতে পারে না। (স্ত্রীকে) এখানে jealousy করলে চলবে না। [ওকে মালা পরিয়ে দিলেন।] প্রারব্ধদণ্ড ভোগ করবো, না পতিতটির কাছে যাবো ? সুমন্ত্রের কি প্রারব্ধ ছিল ? প্রারব্ধ ছিল কি দ্রৌপদী ও হনুমানের ? যে ঐ ভাবে

পণ্ডিতকে প্রেম করবে, তার প্রারব্ধ কোথায় ?

18.4.73 (শ্রীগোপী-নিলয়, সন্ধ্যা) চক্রব্যূহযোগ ভগবান্ রামদাস প্রয়োগ করেন এর বাসায়। ওতে এর কি হবে ? .....মহাপ্রভুকে রায় রামানন্দ পোঁছেনঃ আপনার গুরু কে ? প্রথমে বলেন, ঈশ্বরপুরী যিনি গয়াতে থাকেন, পরে বলেন, কেশব ভারতী। .....আমিই বহু হয়ে আসিছি আমাকে আস্বাদ করতে। এর প্রেম নিষ্কাম; শুধু নিষ্কাম নয়, নিষ্ক্রিয়। [মিসেস্ সেনের জ্বর-জ্বর ভাব, গলায় কপালে ব্যথা। ভাবছিল, দাদা যদি একটু আদর করে দেন। যাবার সময়ে দাদা তাকে ডেকে বললেনঃ] কালোমাণিককে আরেকটু কালো করে দি। [এই বলে গলায় কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন।]

19.4.73 (শ্রীঅনিমেষালয়, সন্ধ্যা) [একটা সিগারেট-প্যাকেটের উপর আরেকটা রাখতে রাখতে বললেনঃ] এই ব্রজ, এই তার উপরে কৈবল্য। [আর তার কিছুটা উপরে আলগাভাবে ম্যাচ-বক্স ধরে বললেনঃ] এই সত্যনারায়ণ। [মাঝে বেশ ব্যবধান ছিল।] [আঙুল নেড়ে হাত নীচের দিকে jerk দিয়ে নানা রকম অপূর্ব গন্ধের প্রকাশ দেখালেন। সারা ঘর গন্ধে যেন বিস্ফোরিত হচ্ছে। অথচ একটু আগে দাদার সিগারেট খাবার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল।]

[শ্রীমতী শিবানী দত্ত এবং গুজরাটী শ্রীজয়েন্দ্র মজ্‌মুদারকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেনঃ] মজ্‌মুদারের কাছে সত্যনারায়ণ চতুর্ভুজ হয়ে যান, আবার সত্যনারায়ণ হয়ে মৃদু হাসেন। ব্রজলীলা আর ভূমা। ওর স্ত্রী দেখে, সত্যনারায়ণ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। [তিনটি কলেজ

ছাত্র এলো। তাদের একজনের পেট operation করতে হবে। দাদা দুবার হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন :] দেখ্ কি হয়। (জনৈক ব্যক্তি) মহাপ্রভুতো সন্ন্যাস নিয়েছিলেন।

দাদাজী : ও সব ননীদারা লিখেছেন।

20.4.73 (শ্রীমতী মিনতি দের বাড়ী, সন্ধ্যা) ১৯৩০ ৩২য়ে দাদা ২॥ বছর ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে এক ঘরে ছিলেন বদ্ধ অবস্থায়। কালীগুহ ও আব্বাস্ উদ্দীন ও ছিলেন? ও (ডঃ ঘোষ) এ জগতের লোক নয়। Dishonesty দূর করার তোমার কি অধিকার আছে? তুমি খুব honest, এই অহংভাব কেন? তোমাকে কাজটা করতে হবে ধীরে ধীরে। প্রথমেই যদি আঘাত করে বসো, তাহলে তোমাকেই শেষ হতে হবে। যেখানে এসেছো সেখানকার রীতি-নীতি মেনে চলতে হবে। এ যদি গেঁড়াতেই গুরুবাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতো, তাহলে একে হয়তো গুলি করে মারতো। ডঃ ঘোষের মুখ্যমন্ত্রী হবার ব্যাপারে এ সাহায্য করেছে; পরে আর যায় নি। soapstoneয়ের ব্যাপারে এ নিষেধ করেছিল। বলেছিলো, ওঁকে সরে যেতে হবে। ওঁর বোন এর উপরে খুব রেগে গিয়েছিল; কথা শুনলো না। প্রফুল্ল ঘোষ এদের বাড়ী ও যান; ক্ষিতীশের সঙ্গে ৩০।৪০ বছরের সম্পর্ক। এর ভাই জয়বন্ধু —৯৩ বছর বয়স—এর কাছে এসেছিলো; মহানাম পায়। বলি, একটা জিনিষ তো এ বয়সে আর হবে না। রোজ একটা করে ডিম-সেদ্ধ খেও। .....কৃপা আবার কি? কৃপাতো নিয়েই এসেছি। আর কৃপার দরকারই বা কি? আসল বস্তুটিতো সঙ্গেই আছে। ....চোখের

জলটাও উচ্ছ্বাস, emotion. মহাপ্রভুরও চোখের জল ছিল; তা কিন্তু এইটা ছেড়ে যাবার জন্য। বছর ৬ পরে বুঝতে পারবে, খেলনার দোকান কেন? বছর ২০ পরে, এ যখন থাকবে না, তখন বুঝবে খেলনার দোকান কেন?

[মিঃ ও মিসেস্ দত্ত এলেন। মিসেস্ দত্ত বললেন] সারাদিন আপনার অঙ্গগন্ধে ডুবিয়ে রেখেছে! ভাবলাম, ফোন করি। ফোন করতে প্যাসেজের দিকে যাচ্ছি, দেখি, আপনি ফোনের কাছে দাঁড়িয়ে; যেন চোখের ভাষায় বলছেন, ফোন করবে কেন? সঙ্গেইতো আছি। তাই ছুটে এলাম। দাদাজী :— ভুল দেখছস্ না তো! আবার পরে তো বলবি, ওটা ম্যাজিক। ..... "স্থিতং চলিতং জাগ্রতং পুরুষাকারম্ আত্মস্বরূপং পরং পতি।" 'ঝুমুর ঝুমুর মেঞ্জা'। 'মেঞ্জা' মানে এক হয়ে যাওয়া। ..... স্বয়মের সঙ্গটা কিন্তু থিয়েটারের অন্তর্গত নয়। নিজের ঘরে ফিরে যাবার preparation টাতো করতে হবে। ..... (অন্যপ্রসঙ্গে) না, না! তোকে dishonest হতে বলছি না। ..... সদবস্তুটি যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই সতী। দেহটাই সতী। ..... [দার্শনিক শিবজীবন ফোন করে বলেন :] আমাকে নিয়ে লুকোচুরি খেলছেন কেন? আমার স্ত্রী আপনাকে দেখছেন; আমি যেই দেখতে যাচ্ছি, এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাচ্ছেন। সাধু-সন্ন্যাসী আপনাকে দেখলে মাথা মুড়িয়ে পালিয়ে যাবে।

21-4.73 ['কথা ও কাহিনী' গ্রন্থালয়ের শ্রীকল্যাণদের বাড়ী

সত্যনারায়ণ পূজা। পূজার ঘরে তাঁর দাদা, কাকা শ্রীজগদীশ দে এবং শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। দাদা হলঘরে জন-সমাবেশে উপস্থিত। পূজার পরে ঘর থেকে বেরিয়ে শ্রীজগদীশ দে বললেন :] আমরা দুজনে মহানাম শুনতে পেলাম দাদার কণ্ঠস্বরে ১০।১২ বার ; আমাদের space-sense ছিল না ; বোধ হয় শূন্যে ছিলাম। সারা ঘর গন্ধে ম-ম করছিল ; ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি হয়ে যায়। দাদা : দেখ, মধু ঝরছে। একটু পরে] দেখ, বড়ো ফটোতে ও মধু। ..... যাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছে, তাদের সম্বন্ধে এর ও সুখ-দুঃখ আছে। এ যেন একটা দেহই, একটা ফুলই চারিদিকে ছড়িয়ে গেল নানা হয়ে। কিন্তু, চারিকাঠিটি নিজের হাতে। একসঙ্গে এলো ; এসে অন্য কাজে মেতে গেল। এই সকলের স্বামী, আর জাগতিক স্বামীরা দ্রষ্টা উপপতি। স্বামীরা সব শালা। এ যা বলে, তা ব্রহ্মবাণী ; কখনো কোন slip করে না।

22.4.73 (দাদাজী-মিলন, সকাল) [দাদা মিঃ এন সি. মেনন, হিন্দুস্থান টাইমস্ ও ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এডিটর-দ্বয় এবং মিঃ সেনগুপ্তকে নিয়ে ঠাকুরঘরে আলাপরত। ডঃ সেনের প্রবেশ। দাদা বল্লেন :] পাষণ্ড প্রোফেসর! নন্দী তো ভাবছে, এইচ. টি. একটা হ্যাণ্ড-বিল। ..... (ডঃ সেনকে) তুই মাঝে মাঝে বলিস্, তোর সঙ্গে আমি থাকি না। শুনে আমার কষ্ট হয়। আমি কি না থেকে পারি? কালো মাণিক কি চলে গেল নাকি? মিসেস্ সেন : ও আসে জিনিষ-পত্র পাবার জন্য। দাদা : ও কথা বলিস না,